প্রকাশক
ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদক
বাংলা সাহিত্য সমিতি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

মুদ্রণ
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

উনিশ শতকে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের হাতে উপকরণ ছিল খুব সামান্য। সুপরিচিত কিছু সাহিত্য-কীর্তি ছাড়া বাংলাভাষায় লেখা অনেক উপাদানের সঙ্গেই তাঁদের পরিচয় ছিল না। বাংলা সাহিত্যের এসব নিদর্শন হাতেলেখা পাণ্ডুলিপিতে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সেসব পাণ্ডুলিপি বা পুথির সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা পাঠের কোন চেষ্টা তখনো হয়নি। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বাংলা পুথিসংগ্রহের নিয়মিত প্রচেষ্টা দেখা দেয়। এই প্রয়াসে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) তাঁর স্মৃতিকথায় বাংলা পুথিসংগ্রহের আদিপর্বের একটা বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

> সংস্কৃত পুঁথিরই লোকে সন্ধান করিত; বাংলা পুঁথির কোন খোঁজই কেহ লইত না।.... হঠাৎ একদিন কে আমায় 'মৃগলুব্ধ'[১] নামক একখানি প্রাচীন হাতের লিখিত পুঁথির খোঁজ দিয়া গেল। সেই পুঁথিখানি সংগ্রহ করিতে যাইয়া জানিতে পারিলাম, সেরূপ আরও অনেক অপ্রকাশিত পুঁথি ত্রিপুরা জেলায় আছে। তখন আমি এই কাজে আমার প্রকৃতির সমস্ত ঝোঁকের সহিত লাগিয়া পড়িলাম।.... এইভাবে যখন প্রায় ১০০ শত অপ্রকাশিত বাংলা পুঁথির সংগ্রহ হইল, তখন মাসে মাসে তাহার বিবরণ-সম্বলিত সন্দর্ভ 'সাহিত্যে'[২] প্রকাশিত করিতে লাগিলাম এবং বঙ্গীয়-

১. রতিদেব (সপ্তদশ শতাব্দী)-কৃত 'মৃগলুব্ধ'। ১৩২২ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সম্পাদনায় প্রকাশিত।

২. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (১৮৯৬) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এসব প্রবন্ধ ১৩০১ সনের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য-পরিষৎ[৩] আমাকে উৎসাহ দিয়া পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন।

আমি এই পুঁথি ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির ডঃ হোর্‌নলি মহাশয়কে[৪] চিঠি লিখিলাম। তিনি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর ভার দিলেন। একদিন সকাল বেলা একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ হাতে করিয়া গৌরবর্ণ, ঈষৎ গুম্ফরেখালাঞ্ছিত শ্রীমুখ-শালী, ফিট্‌ বাবুর মত পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।.... তখন বিনোদ আর আমি পল্লীতে পল্লীতে পুঁথি খুঁজিয়া ঘুরিয়াছি।[৫]

দীনেশচন্দ্র এখানে ১৮৯৪-৯৫ সালের কথা বলছেন, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবে তার আগেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বাংলা পুঁথির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় একই কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র নিজেই সেকথা বলেছেন:

আমি .... ডাক্তার হর্‌নলি সাহেবের নিকট .... এক পত্র লিখি। .... এই সূত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্রদ্বারা পরিচয় হয়; তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উদ্ধার করিতে ইতিপূর্বেই উদ্যোগী ছিলেন ....।[৬]

১৮৯১ সালের জুলাই মাসে এশিয়াটিক সোসাইটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে Director of Operations in search of Sanskrit Manuscripts নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত পুথি খুঁজতে গিয়ে তিনি বাংলা পুথিসংগ্রহেও প্রবৃত্ত হন। সোসাইটির কাছে ১৮৯৪ সালের রিপোর্টে হরপ্রসাদ লেখেন: The

৩. ১৮৯৪ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলা পুথিসংগ্রহ এবং তার বিবরণী প্রকাশ করা।

৪. অগষ্টাস রুডল্‌ফ ফ্রেডারিক হর্ণলে (১৮৪১-১৯১৮)। জার্মানীতে শিক্ষালাভ এবং মাদ্রাজ ও কলকাতায় শিক্ষকতা করেন। ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে কলকতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হন। তাঁর *Comparative Grammar of the North Indian Langages* সুপরিচিত গ্রন্থ।

৫. 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা, ১৯৬৯), পৃ ১২৩।

৬. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (অষ্টম সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩৫৬), পৃ ৮।

work of searching Bengali Mss. has only commenced.[৭]

প্রায় একই সময়ে 'বিশ্বকোষ'-কার্যালয়ে বাংলা পুথিসংগ্রহের উদ্যোগ নেন নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮)। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৯০১) দীনেশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে, নগেন্দ্রনাথের সংগ্রহে তখন এক হাজার বাংলা পুথি ছিল। ১৩০৪ ও ১৩০৬ সনের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তাঁর সংগৃহীত পুথির আংশিক বিবরণ প্রকাশ করেন নগেন্দ্রনাথ।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা পুথিসংগ্রহের ইতিহাসে নগেন্দ্রনাথ বসুর পরই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (১৮৭১-১৯৫৩) নাম স্মরণীয়। তাঁর উদ্যমের প্রথম ফল প্রকাশ পায় ১৩০২ সালের 'পূর্ণিমা' পত্রিকায়—"অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী" নামের প্রবন্ধে। পরে ১৩০৭, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২ ও ১৩১৮ সনের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তাঁর পুথির বিবরণ প্রকাশ পায়। ১৩২০ ও ১৩২১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ তাঁর 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসরচনার কাজে সেই সময় থেকে এই বিবরণ অপরিহার্য আকর-গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে এসেছে।

দুই

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জীবনকাহিনী এখন সুপরিচিত। ১৮৭১ সালের[৮] ১০ই অক্টোবর (২৫ আশ্বিন, ১২৭৮) তারিখে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৮৯৩ সালে তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রাম কলেজে কিছুকাল এফ.এ. পড়বার পর তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ও পরে সীতাকুণ্ড মধ্য-ইংরেজি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি কর্মলাভ করেন চট্টগ্রামের প্রথম সাব-জজের আদালতে। তাঁর গুণগ্রাহী কবি

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩৬৪), পৃ ৩৭-এ উদ্ধৃত।

৮. সাহিত্যবিশারদের জন্ম সন ১৮৬৯ ও ১৮৭১ দুই বলেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অধ্যাপক আহমদ শরীফের কাছে সাহিত্যবিশারদের জন্ম-পত্রিকা রক্ষিত আছে। এই কোষ্ঠিতে তাঁর জন্ম সন ১২৩৩ মঘী/১৭৯৩ শকাব্দ, ২৫শে আশ্বিন।

নবীনচন্দ্র সেন ১৮৯৮ সালে তাঁকে বিভাগীয় কমিশনার অফিসে কেরাণীর পদে নিয়োগদান করেন। কিন্তু পুথিসংগ্রহের অদম্য নেশায় আবদুল করিম এমন একটি কাজ করে বসেন যে, পরিণামে এক বছর পরই তাঁকে কর্মচ্যুত হতে হয়। তখন তিনি আনোয়ারা মধ্য-ইংরেজি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। পরে স্কুলসমূহের বিভাগীয় ইন্সপেক্টর ও গ্রন্থকার আবদুল করিমের উদ্যোগে ঐ অফিসের দ্বিতীয় কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। এখান থেকে ১৯৩৪ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো স্বগ্রামে থেকে সাহিত্যসাধনায় কাটিয়ে দিয়ে তাঁর ত্র্যশীতিতম জন্মদিনের দশদিন পূর্বে (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩) মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল করিমের পরিবারেই প্রাচীন পুথিপত্রের কিছু সংগ্রহ ছিল। অল্প বয়স থেকে এগুলো নাড়াচাড়া করতে গিয়েই তিনি পুরোনো বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর "অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী" প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, তখনো বোধহয় তিনি কলেজের ছাত্র। কর্মজীবনে প্রবেশের সূচনা থেকেই তিনি পুথিসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তাঁর অর্থসম্বল ছিল না, প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগও তিনি লাভ করেন নি। শুধু একাগ্রচিত্ততার বলেই যাট বছর ধরে বিপুল পরিশ্রমে তিনি আড়াই হাজারেরও বেশি পুথি সংগ্রহ করেন।

সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত দু খণ্ড পুথির বিবরণে ছ শ পুথির পরিচয় দেওয়া আছে (অবশ্য এর সবগুলি তাঁর সংগৃহীত ছিল না)। এ বিবরণ দীনেশচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা সকলেই ব্যবহার করেছেন। আবদুল করিম তাঁর বিপুল সংগ্রহ থেকে প্রায় ছ শ পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। এগুলো সবই মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের কাব্যের পুথি। এসব পুথির বিবরণ অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় 'পুথি-পরিচিতি' নামে প্রকাশ পেয়েছে (১৯৫৮)। মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান অবদানের আলোচনায় এ গ্রন্থের ব্যবহার অপরিহার্য।[৯] আবদুল করিম-সংগৃহীত আরো সাড়ে চার শ পুথি তাঁর

৯. এ-প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক-সহযোগে লিখিত তাঁর 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (কলিকাতা, ১৯৩৫) গ্রন্থটিও স্মরণীয়। তবে এ বইতে সাহিত্য-বিশারদের মতামত কিভাবে কতটা প্রকাশ পেয়েছে, তা নির্ণয় করা সহজ নয়।

উত্তরাধিকারী হিসেবে অধ্যাপক আহমদ শরীফ দান করেন বরেন্দ্র মিউজিয়মকে। এসব পুথির বিবরণ এখনো প্রকাশিত হয়নি।

শুধু সংখ্যা দিয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগ্রহের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না। এই সংগ্রহের ফলেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহু অপরিজ্ঞাত কবি, অজ্ঞাতপূর্ব কাব্য ও অপরিচিত তথ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধিত হয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগীর, জয়নুদ্দীন, সৈয়দ সুলতান, দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ কবীর, শাবিরিদ খান, শেখ চাঁদ, মুহম্মদ খান, আলী রাজা প্রভৃতি কবির কথা তাঁর মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি। শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দর' কিংবা ভবানী দাসের 'গোপী-চন্দ্রের পাঁচালী' তাঁরই সংগৃহীত। আলাওলের 'পদ্মাবতী'র পুথির আবিষ্কারও তাঁর কৃতিত্ব। তার আগে পর্যন্ত মুদ্রিত 'পদ্মাবতী' দেখে আলাওলকে অনেক পরবর্তী কবি বিবেচনা করা হত।

'পুথি পরিচিতি'তে সাহিত্য বিশারদ রচিত চার শতাধিক প্রবন্ধের একটি তালিকা সংকলিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ তালিকা অসম্পূর্ণ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আজীবন গবেষণার ফল এসব প্রবন্ধে ধরা পড়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর প্রবন্ধের কোন সংকলন নেই। শ্রীরমেশ চন্দ্র গুপ্ত এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। বাংলা একাডেমী অবশ্য তাঁর 'ইসলামাবাদ' বইটি প্রকাশ করেছেন। বাঙালী মুসলমান লেখকদের মধ্যে আঞ্চলিক ইতিহাসের চর্চায় ও যে আবদুল করিম অগ্রণী ছিলেন, এ গ্রন্থ তার পরিচয়স্থল।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে কয়েকটি কাব্য প্রকাশ পেয়েছিল। এগুলো হল: নরোত্তম ঠাকুরের 'রাধিকার মানভঙ্গ' (১৯০১) কবি বল্লভের 'সত্যনারায়ণের পুথি' (১৯১৫), দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' (১৯১৫), দ্বিজ মাধবের 'গঙ্গামঙ্গল' (১৯১৬), আলী রাজার 'জ্ঞানসাগর' (১৯১৭), বাসুদেব ঘোষের 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' (১৯১৭), মুক্তারাম সেনের 'সারদা মঙ্গল' (১৯১৭), ও শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষ বিজয় (১৯১৭)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর সংগৃহীত চারটি পুথি

মিলিয়ে ভবানী দাসের 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'র পাঠ নির্ণয় করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছিলেন। তাঁর পাঠ অবলম্বন করেই দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্ত রঞ্জন রায় ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'গোপীচন্দ্রের গান' গ্রন্থে (১৯২৪) ভবানীদাসের কাব্যটি সংকলিত হয়। বইতে আবদুল করিমের কাছে ঋণ স্বীকার করা হলেও সম্পাদক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়নি।

'পদ্মাবতী'র পাণ্ডুলিপি আবিস্কার সাহিত্য বিশারদের জীবনের অমর কীর্তি। এ কাব্য তিনি সম্পাদনা করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছিলেন: "তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলী একত্রে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে এবং তাঁহার সম্পাদিত পদ্মাবতী প্রকাশ করিলে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ হইবে।" তাঁর সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র পাণ্ডুলিপি খণ্ডিতভাবে আমাদের হাতে এসেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পেরে আমরা গৌরব বোধ করছি।

বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান

ভূমিকা

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ১৮৯৩ সন থেকেই মধ্যযুগের সাহিত্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচিতি সংকলন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে অনলস অধ্যবসায়ে তিনি পুথি সংগ্রহ করে পুথির বিবরণ লিখেছেন। সেকালে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত করার পথে বাধা ছিল না বটে, কিন্তু সম্পাদিত পুথির প্রকাশনা সম্ভব ও সহজ ছিল না, প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের বিরলতা ও আর্থিক সহায়তার অভাবই ছিল মুখ্য বাধা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ লালগোলার জমিদার রাও বাহাদুর যোগীন্দ্র নারায়ণের আর্থিক আনুকূল্যে আবদুল করিম সম্পাদিত কয়েকখানা ক্ষুদ্র কলেবর পুঁথি প্রকাশিত করেন। কিন্তু ১৯২২-২৩ সনের দিকে আলাউলের পদ্মাবতী সম্পাদনার আগ্রহ পোষণ করলেও আবদুল করিম বৃহদাকার এ পুথি ছাপানো সম্ভব হবে না বুঝে সম্পাদনা কার্যে উৎসাহ বোধ করেননি, কিন্তু একজন শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কবির শ্রেষ্ঠ অবদান শিক্ষিত সমাজের অগোচরে থাকবে,—এ চেতনাও তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। তাই তিনি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সহযোগিতায় 'পদ্মাবতী' সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় প্রয়াসী হন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হওয়ায় সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তখন থেকেই সাহিত্যবিশারদ প্রকাশনার কোন আশ্বাস না পেয়েও দুরূহ সম্পাদনা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এবং সম্ভবত ১৯৪৪ সনের দিকে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে প্রায় অর্ধাংশের সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। এবং তখন থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রকাশনার জন্যে ধর্না দেন। কেউ কেউ আশ্বাসও দিয়েছিলেন, অঙ্গীকারও করে ছিলেন, যেমন চট্টগ্রামের সংস্কৃতি সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ ও অধুনালুপ্ত দৈনিক ইসনাফ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাঁর (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সন) মৃত্যু মুহূর্ত অবধি তাঁর প্রয়াস ফলপ্রসূ ও বাসনা পূর্ণ হয়নি।

তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সাহিত্যবিশারদের প্রিয়জন রাজশাহী কলেজের তখন-কার অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের পরামর্শক্রমে উত্তরাধিকারী হিসেবে আমি হিন্দু কবি-রচিত পুথিগুলো নিম্নলিখিত শর্তে রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়ামে দান করি।

I, the undersigned on behalf of the varendra Research Museum, Rajshahi do heredy accept the presentation at about 450 (Four hundred and fifty only) Bengali Manuscripts belonging to the Late Moulvi Abdul Karim Sahityavisharad and now in the possession of Mr. Ahmed Sharif, M.A. on the conditions given below.

1. Publication of Padmavati. edited by M. Abdul Karim.
2. Publication of Satimoyna, edited by M. Abdul Karim.
3. Publication of a collection to be made by Mr. Ahmed Sharif, of all the articles hitherto published in different Magazines and Newspapers.
4. Publication of a catalogue of all Manuscripts.
5. All coyyrights to such publications will belong to the Varendra Research Museum, Rajshahi and all profits there to, if any, will accrue to the said Varedra Research Museum.
6. All the conditions ranging from 1-4 shall be fulfilled within 5 (five) years from the date of delivery of the manuscripts.

Sd/—M. Mir. Jahan
Secretary to the Committee of
Management, Varendra Research
Museum, Rajshahi.

Witness:

1. Ghulam Maqsud Hilali
   Professor of Arabic &
   Persian, Rajshahi College.
2. D.K. Chakravarty
   Asst. Curator, Varendra
   Research Museum, Rajshahi.

Signed this day the 4th November,
1953.

রবেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়ামের কিউরেটর ও রাজশাহী কলেজের ইতিহাসের তখনকার অধ্যাপক মরহুম মীর জাহান উপর্যুক্ত শর্তগুলো মেনে নিয়ে একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন এবং আমি পুথিগুলো উক্ত মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিই।

তারপর থেকে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে মাঝে মধ্যে আমি মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকি। কিন্তু কখনো আমার চিঠির উত্তর পাইনি। কেউ কেউ মৌখিকভাবে অর্থাভাবের কথা আমাকে জানিয়েছেন মাত্র। মিউজিয়ামের অর্থাভাব আশু ঘুচবার নয় জেনে বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড এবং বাঙলা একাডেমীও নাকি সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত পদ্মাবতী ছেপে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ রাজি হননি। এসব আমার শোনা কথা।

গত কয়েক বছর ধরে আমি বর্তমান কিউরেটর ডকটর মুখলেসুর রহমানকে বহু চিঠি দিয়েছি, কোন কোন চিঠির প্রতিলিপি পদাধিকার সূত্রে মিউজিয়াম তত্ত্বাবধায়ক কমিটির সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে (ডকটর মজাহারুল ইসলাম ও সৈয়দ আলী আহসান) পাঠিয়েছি। কিন্তু উত্তর পাইনি কখনো। ১৯৭৫ সনের ৭ই আগস্ট তারিখে কিউরেটরকে নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি লিখি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ও ডকটর মুহম্মদ এনামুল হককে প্রতিলিপি পাঠাই।

বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়ামের
পরিচালক মহোদয় সমীপেষু,

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই, ১৯৫৩ সনের নবেম্বর মাসে ডকটর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের পরামর্শে ও মধ্যস্থতায় আমি দুটো শর্তে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-সংগৃহীত ৪৫০ খানা পুথি বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়মে দান করি। শর্ত দুটো ছিল এই ঃ
(১) সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত পদ্মাবতী ১৯৫৮ সনের মধ্যেই ছেপে দিতে হবে এবং
(২) সাহিত্য বিশারদের প্রবন্ধগুলোর সংকলন বের করতে হবে। —এ বিষয়ে মিউজিয়াম কমিটির তখনকার সেক্রেটারী অধ্যাপক মীর জাহান স্বাক্ষরিত একটি চুক্তিপত্রও আমার কাছে রয়েছে (তার প্রতিলিপি সঙ্গে দেয়া হল)। আমি গত ২২ বছর ধরে এ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে (সেক্রেটারী ও কিউরেটরের কাছে) বহু অনুরোধ-পত্র লিখেছি। কিন্তু আমার সব অনুরোধ এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছে। দেশের একজন কীর্তিমান মৃত পুরুষের কৃতি নিয়ে একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান এরূপ ঔদাসীন্য ও কর্তব্যভ্রষ্টতার পরিচয় দেবে—তা ভাবতে পারিনি।

বাইশ বছর গত হয়েছে। আমি আবার বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি, পদ্মাবতী অবিলম্বে ছাপাবার ব্যবস্থা করুন, অথবা এর পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হওয়ার আগে আমাকে ফেরৎ দিন। উল্লেখ্য যে সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত পদ্মা

বতীর ঐ পাণ্ডুলিপিটি এখন এক অমূল্য জাতীয় সম্পদ। বিনষ্ট হলে সাহিত্য বিশারদের বহু বছরের শ্রম ও সাধনায় তৈরী—তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁর আত্মীয়ের পক্ষে এ. ক্ষতি চরম ক্ষতিরূপে চিরদুঃখের ও ক্ষোভের কারণ হয়ে থাকবে। এই পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করে ও আপনাদের সিদ্ধান্ত যথাশীঘ্র জানিয়ে আমার উৎকণ্ঠা দূর করবেন—এই অনুরোধ রইল।

১৯৭৬ সনের মাঝামাঝি কোন সময়ে 'পদ্মাবতী'র খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি ডাকযোগে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সঙ্গে প্রত্যাশিত কোন তথ্য বা সৌজন্য পত্রও ছিল না। উক্ত পাণ্ডুলিপি পেয়ে গত ২৯।৭।৭৬ তারিখে আমি কিউরেটরের কাছে নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি লিখি। এ পত্রেরও প্রতিলিপি পাঠাই উপাচার্যের ও ডকটর মুহম্মদ এনামুল হকের কাছে।

রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ
মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ সমীপেষু,
জনাব,

বিনীত নিবেদন এই, আপনার প্রেরিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ (১০০ পৃষ্ঠা) পেয়েছি। কিন্তু এটি এক তৃতীয়াংশ মাত্র। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার মতো পাণ্ডুলিপি (পাঠান্তর সহ তৈরী করে ছিলেন এবং তেইশ বছর আগে আমিই তা ডকটর মুহম্মদ এনামুল হকের জ্ঞাতসারে তৎকালীন কিউরেটর মীর জাহান সাহেবের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম।

আপনি দয়া করে অবিলম্বে বাকি পাণ্ডুলিপির সন্ধান নিয়ে আমাকে জানালে বাধিত হব। বিনয় সম্ভাষণান্তে—

আজ অবধি কারো কাছ থেকে কোন উত্তর পাইনি।

পদ্মাবতী

[আলাউল বিরচিত]

[আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত]

। জগদীশ্বর স্তুতি ।

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিলা সংসার॥
করিলা সর্বাগ্রে* আদি জ্যোতি পরকাশ।
তার পরে প্রকট করিলা কবিলাস॥১
স্বজিলেক অনল পবন জল ক্ষিতি।
নানারঙ্গ স্বজিলা করিয়া নানা ভাতি॥
স্বজিলা পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর।২
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিলা প্রচার॥
স্বজিলেন্ত সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
চতুর্দ্দশ ভুবন স্বজিলা খণ্ড খণ্ড॥
স্বজিলেন্ত দিবাকর শশী দিবা রাত্রি।
স্বজিলেন্ত নক্ষত্র নির্মল পাঁতি পাঁতি॥
স্বজিলেক সুশীতল গ্রীষ্ম রৌদ্র আর।(৩)
করিলা মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার॥

---

*ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব হিন্দীপাঠের অনুসরণে ‘সর্বাগ্রে’ স্থলে ‘প্রথমে’ পাঠ দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন পুঁথিতে ‘প্রথমে’ পাঠের কোন ইঙ্গিত মিলে না বলিয়া আমি ‘সর্বাগ্রে’ পাঠ দিলাম।

“আদি জ্যোতি প্রকাশ”—পাঠান্তর।

আদি জ্যোতিঃ—নূরে মোহাম্মদী।

‘১’ কবিলাস—স্বর্গ। কৈলাস পর্বত নহে।

‘২’ ‘স্বর্গ নর্ক আর’ স্থলে শূন্য নৈরাকার—৪ সং পুঁথিতে পাঠান্তর

‘৩’ স্বজিলেন্ত শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র ছায়া আর ” ”

বহু পুঁথিতে ‘স্বজিলেন্ত’ স্থলে ‘স্বজিলেক’ এবং ‘স্বজিলেক’ স্থলে ‘স্বজিলেন্ত’ পাঠ আছে।

স্বজিলা সমুদ্র মেরু জলচর কুল।
স্বজিলেক ছিপি মুতি রত্ন বহু মূল ॥(৪)
স্বজিলেন্ত বনচর(৫) পক্ষী চতুষ্পদ।
স্বজিলেন্ত নানা রোগ নানান ঔষধ॥
স্বজিলা মানব রূপ করিলা মহত।
অন্ন আদি নানাবিধ দিয়াছে ভোগত॥(৬)
স্বজিলেক নৃপতি ভুঞ্জএ সুখে রাজ।
হস্তী অশ্ব নর আদি দিছে তার সাজ॥
স্বজিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ বিলাস।
কাকে কৈলা ঈশ্বর কাহাকে কৈলা দাস॥
কাকে দিলা সুখ ভোগ সতত আনন্দ।
কেহ দুঃখী উপবাসী চিন্তাযুক্ত ধন্দ॥

আপনা প্রচার হেতু স্বজিলা জীবন।
নিজ ভয় দর্শাইতে স্বজিলা মরণ॥
কাকে কৈলা ভিক্ষুক(৭) কাহাকে কৈলা ধনী।
কাকে কৈলা নির্গুণী কাহাকে কৈলা গুণী॥
সুগন্ধি স্বজিলা প্রভু স্বর্গ আকলিতে।(৮)
স্বজিলেন্ত দুর্গন্ধ নরক জানাইতে॥
মিষ্টি রস স্বজিলেন্ত কৃপা অনুরোধ।
তিক্ত কটু কষা স্বজি জানাইলা ক্রোধ॥
পুষ্পে জন্মাইলা মধু গুপত আকার।
স্বজিয়া মক্ষিকা কৈলা তাহার প্রচার॥
সুরাসুর রাক্ষস গন্ধর্ব অপসর।
কীট পিপীলিকা আদি যত চরাচর॥

পাঠান্তর ও শব্দার্থ :

৪ স্বজিলেন্ত ছিপি মুতি রতন বহুল। ছিপি—ঝিনুক।
৫ "স্বজিলেক বনতরু"—পাঠান্তর
৬ "নানাবিধ" স্থলে "নানাভোগ"—
ভোগত—ভোগের জন্য।
৭ ভিক্ষুক' স্থলে 'নির্ধনী'
৮ আকলিতে—বুঝিতে। প্রকাশ করিতে।

[বসতি অঙ্কুর তিন বীর্য উপসম।
শ্বাসধারী যত আর স্থাবর জঙ্গম॥
অষ্টাদশ সহস্র বরণ অনুপাম।
ভূপতি বলিতে হৈল সিদ্ধি মনস্কাম॥]*

এথেক স্থজিতে তিল না হৈল বিলম্ব॥
অন্তরীক্ষ গগন রাখিছে বিনি স্তম্ভ॥
কাকে কৈল নির্বলী কাহাকে বলী আর।
ছার হস্তে নির্মিআ করএ পুনি ছার॥

---

*এই চারি চরণ ছাপা পুঁথির পাঠ। এই পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধি ও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমি হাতের লেখা প্রাচীন পুঁথিগুলি খুলিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও কোন কুল কিনারা পাইলাম না। অগত্যা বিভিন্ন প্রতিলিপিতে ঐ স্থলের যে পাঠ পাওয়া যায়, আমি এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বসতি অঙ্কুর তিকল বির্জ উপসম।
শ্বাসধারি আর জথ স্থাবর জঙ্গম॥
য়ষ্টাদশ সহস্র বরণ য়নুপাম।
উৎপতি বুলিতে হইল সিদ্ধি মনস্কাম॥ —৬৮৪ নং পুথি

বসতি ঐক্ষর তিন বিজ উপসম।
শাখাধারি জথ আর স্থাবর জঙ্গম॥
অষ্টদশ সহস্র বরণ অনুপাম।
তবে তিহলীত হৈল সিদ্ধি মনস্কাম॥ —২৫১ নং পুঁথি

বসতি অক্ষর তিন বির্জ উপসম।
সাখাধারি জথ আর স্থাবর জঙ্গম॥
অষ্টদস সহস্র বরণ অনুপাম।
তবে তিহুলিত হৈল সিদ্ধি মনস্কাম॥ —৬৪৪ নং পুঁথি

পাঠান্তর

ব্রত পস্তি অঙ্কুরেতি লৈগ্য উপসম।
শ্বাসধারি জথ আছে স্থাবর জঙ্গম॥
অষ্টদস সহস্র বরণ অনুপাম।
ভুপতি নমিতে হৈল সিদ্ধি মনস্কাম॥ ২৬০ নং পুঁথি
শেষচরণের সম্ভাব্য শুদ্ধপাঠ—'উৎপত্তি' বুলিতে হৈল সিদ্ধ মনস্কাম।
তুল : 'কুন্ ফায়াকুন্'।

স্বজিল অনন্ত রূপ নাহি ছন্দ বন্ধ।
তাহারে বন্দিআ করোঁ কথা অনুবন্ধ ।।
সেই ধনপতি সব যাহার সংসার।
সকলেরে দেন্ত নিত্যে না টুটে ভাণ্ডার ।।
যত জীব পশু পক্ষী পিপীলিকা আর।
কাকে নাহি বিস্মরণ দিয়াছে আহার ।।
সকলের উপরে তাহান দৃষ্টি আছে।
কিবা শত্রু কিবা মিত্র কাকে নাহি বাছে

হেন দাতা আছে কোথা শুন জগজন।
সবাকে খাওয়াএ পুনি না খাএ আপন ।।
জীবন আহার দানে করিছে আশ্বাস ।।
সকলেরে আশ্বাসন্ত আপনে নৈরাশ ।।(১)
যুগে যুগে করে দান না টুটে ভাণ্ডার।
জগজনে যেই দেন্ত সেই দান তার ।।
আদিঅন্ত সংসারে সেই সে এক রাজা।(২)
ত্রিলোকের জীবজন্ত করে যারে পূজা ।।
সভানের শির'পরে সেই সে ঈশ্বর।(৩)
যারে চাহে তারে তিলে করে রাজেশ্বর ।।(৪)
নিরূপেরে করে তিলে রূপের প্রমাণ।
আর কেহ নাহি তান দোসর প্রধান ।।(৫)
পর্বত করএ রেণু দেখে সর্ব লোক।
হস্তীরে করএ পিপীলিকা সমযোগ ।।
যেই ইচ্ছা সেই করে কেহ নাহি জানে।
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্ধ তাহার কারণে ।।

---

১ 'সকলের আশা পূরে আপনে নৈরাশ'
২ 'আদিঅন্ত সংসারেত সেই এক রাজা'
৩ 'সভান উপরে জান সেই সে ঈশ্বর'
৪ যাকে চাহে তিলে তাকে করে রাজ্যধর
৫ 'প্রধান' স্থলে 'সমান'

সেই সে সকল গঠে সকল ভাঙ্গএ।
ভাঙ্গিয়া গঠএ পুনি যদি মনে(১) লএ॥
অলক্ষ্য অবর্ণ্য রূপ সেই এক কর্তা।
তাহা হোন্তে সকল সেই সে জগহর্তা॥

প্রকটে গুপতে আছে সবাক বেআপি।
ধর্মবন্তে চিনে তানে না চিনএ পাপী॥
তাত মাতা দারা সুত সকল বর্জিত।
সোদর কুটুম্ব আদি সম্বন্ধ, রহিত॥
আপনে সৃজক সেই না হএ সৃজন।
যেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন॥
যেই জনে আন ভাবে সেই মূর্খ অন্ধ।
দিন চারি বিলম্বে মরিব হই ধন্ধ॥
যেই ইচ্ছা করিব করিব সেই ভাব।
বুঝিতে না পারে কেহ অপচয় লাভ॥
এই বিধি চিন প্রভু করিআ গেয়ান।
যেমতে পুরাণে আদ্যে(২) করিছে বাখান॥
বিনি জীবে জীয়ে বিনি করে করে কর্ম।
জিহ্বা বিনে কহে বাক্য কেবা জানে মর্ম ॥(৩)
অনাদি নিদান(৫) প্রভু কর্ণ বিনে শুনে ।
হিআ বিনে ভূত ভবিষ্যৎ সব গুণে॥

চক্ষু বিনে হেরে সব পদ বিনে গতি।(৪)
কোন রূপ সম নহে অনন্ত মূরতি॥

পাঠান্তর :

১ ‘যদি স্থলে ‘যেই’
২ ‘আদ্যে’ স্থলে ‘আল্লা’
৩ জিহ্বাহীন বক্তা সেই কে জানিব মর্ম
৪ “অনাদি নিদান প্রভু” স্থলে “না দেখিয়া জানে প্রভু”
৫ চক্ষু বিনে হেরে পদ পাখা বিনু গতি

স্থল বিবর্জিত সে যে আছে সর্ব ঠাম
রূপ(১)গুণ বহির্ভূত নিরমল নাম।।
কাহাকে না মিশে সর্ব ঠামে ভরিপুর
দৃষ্টিবন্ত নিকটে সে মূঢ় অন্ধ দূর।।
আর যথ দিআছেন্ত রত্ন অমূলিত।
না জানএ মূর্খ তার মর্ম কদাচিত।।
দরশন হেতু চক্ষে দিআ আছে জ্যোতি।
শুনিবার হেতু জান দিআ আছে শ্রুতি।।
বাক্য প্রকাশের হেতু রসনা প্রসাদ।
হাস্য লাগি দশন লইতে নানা স্বাদ।
সুস্বর নিমিত্তে করিআছে কন্ঠ দান।
হস্তপদ আদি(২) সব দিছে স্থানে স্থান।।
ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিযোজিছে সবাকারে। (৩)
একের কর্তব্য আনে করিতে না পারে।।
এ সকল(৪) রত্ন পাই আছে জনে জনে।।
তথাপিহ দাতার মর্যাদা বুঝে কোনে।।(৫)
যাহাকে করিছে প্রভু এক রত্নহীন।
সেই সে জানএ মর্ম হৈআ অতি দীন।।(৬)
যৌবনের মর্ম জানে যার জীর্ণকায়।
সুস্থ মর্ম জানএ অসুস্থ যার গাএ।।

পাঠান্তর

১ "রূপ গুণ" স্থলে "রূপ রেখা"
২ 'আদি' স্থলে 'অস্থি'
৩ 'সবাকারে' স্থলে 'সবানেরে'
৪ "এসকল" স্থলে "এত সব"
৫ 'মর্যাদা বুঝে কোনে' স্থলে 'মরম কেবা জানে'
৬ যে এ সকল রত্নের কোনটি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই মাত্র ততটা দীন (বঞ্চিত) হইয়া উক্ত রত্নের মর্ম বুঝিতে পারে।
"হৈআ অতি দীন" স্থলে "পাই পরিচিন"

সুখ মর্ম দুঃখী জানে না জানে রাজন।
বন্ধ্যাএ না জানে যেন(১) প্রসব বেদন॥
অনেক(২) অপার অতি প্রভুর করণ।(৩)
কহিতে অশক্য কথা না যাএ কহন॥(৪)
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত মহী বৃক্ষপত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি স্বজএ কাগত(৫)॥
এ সপ্ত সাগর আদি যত নদনদী।
দীঘি পুষ্করিণী কূপ মসী হয় যদি॥
যত বিধ বন গ্রাম সব বৃক্ষশাখা।
যত লোমাবলী অঙ্গে পক্ষী অঙ্গে পাখা(৬)
পৃথিবীর রেণু যত স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু যত শ্বাস বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি অস্তুত লিখএ।
সহস্র ভাগের পুনি এক ভাগ নহে॥
সংসারের গুণী যত গুণ প্রকটিল।
এহি সমুদ্রের এক বিন্দু না টুটিল॥
এথেক জানিআ সবে গর্ব অনুচিত।
গরব করএ যেই উন্মত্ত চরিত॥
বড় গুণবন্ত স্বামী যেই ভাবে হএ।(৭)
বহু গুণ জ্ঞাতা গুণী নিমেখে স্বজএ॥
বর্ণন না যাএ যার স্বজন অপার।
কেমতে বর্ণিব সেই স্বজন তাহার॥

পাঠান্তর :

১ ‘যেন’ স্থলে ‘জান’ ও ‘কভু’
২ ‘অনেক’ স্থলে ‘অনন্ত’
৩ অনন্ত অপার কীর্তি সেই নিরঞ্জন
৪ ‘কহন’ স্থলে ‘বর্ণন’
৫ কাগত—কাগজ।
৬ যত লোম হএ অঙ্গে যত পক্ষী পাখা
৭ “যেই ভাবে হএ” স্থলে “জানিও নিশ্চয়”

বুদ্ধির প্রকাশ মোর তত দূর নাই।
অস্তুত কেমতে তোর করিমু গোসাঁই।।
ভাবিতে চিন্তিতে বুদ্ধি পায় পরাভব।
সেই পন্থে অন্ধলের মরণ সম্ভব।
কৃপাময় স্বামী বুলি আছে এক দায়
তেকারণে কবিকুলে তান গুণ গাএ।।
কৃপার সমুদ্রে যদি উঠিল তরঙ্গ।।
কুমতি দারিদ্র্য দুঃখ-সেনা হএ ভঙ্গ।।
এহি কৃপা কর প্রভু দয়াল চরিত।
তোমার সখার গুণ গাহিব(৮) কিঞ্চিত।।

। রসুলের তারিফ ।

পূর্বেত আছিলা প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেন্ত নিজ রূপ করিতে প্রচার।।
নিজ সখা মোহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই জ্যোতি মূলে ত্রিভুবন নিরমিলা।।
সে সকল জ্ঞান কথা কহিতে অপার।(১)
সম্মুখে পুস্তক কথা আছে মহাভার।।
তাহান পিরীতে প্রভু সৃজিলা সংসার।
আপনে কহিছে প্রভু পুরাণ মাঝার(২)।।
সেই দীপ জ্যোতিএ উজ্জ্বল ত্রিভুবন।
হইল নির্মূল জগ পাতক নাশন।।(৩)

পাঠান্তর :

৮ 'গাহিব' স্থলে 'গাহিএ'
১ "সে সকল জ্ঞান কথা' স্থলে সে সকল কথা পুনি'
২ 'পুরাণ' স্থলে 'কোরান'
৩ 'নাশন' স্থলে 'মোচন'

ঘোরাকার(১) ছিল পন্থ নর পাপ লীন।
পুণ্য প্রকাশের হেতু হৈল তান "দ্বীন"।।
অঙ্গুলি ইঙ্গিতে যার চন্দ্র দুই খণ্ড।
ঘনমালা যার শিরে ধরে নবদণ্ড।।
বনমৃগী যাহারে লগ্নক(২) আরোপিআ।
বনান্তরে যাই পুনি আইল ফিরিআ।।
ছায়াহীন কায়া না পরশে মক্ষিকাএ।
বাক্যধারী হই সর্পে যার গুণ গাএ।।
মহিমা কতেক কৈমু(৩) মুই মতিহীনে।
যার গুণ কোরানে কহিছে নিরঞ্জনে।।(৪)
জনমিআ যেই জনে না লএ তান নাম।
তাহার হইব নরকের মাঝে ধাম।।(৫)
পাপপুণ্য যখনে পুছিব করতার।
আগু হই করিবেন(৬) নারকী উদ্ধার।।

। চারি আসহাব প্রশস্তি

চারি মিত্র রসুলের সুখ মোক্ষদাতা।
দোহ জগে নিরমল সৃজিলা বিধাতা।
প্রথমে সিদ্দিক পীর মহন্ত গেআন।
এক করতার জানি(৭) আনিল ঈমান।

পাঠান্তর

১ 'ঘোরাকার স্থলে 'অন্ধকার'
২ লগ্নক—জামিন, প্রতিভু।
৩ 'কৈমু' স্থলে 'কৈব' ও 'গাব'
৪ যার গুণ নিরঞ্জনে কহিছে কোরানে
৫ তাহার হইব জান নরকেত ঠাম
৬ 'করিবেক' স্থলে 'করিবেন্ত'
৭ 'জানি' স্থলে 'হেন'

দ্বিতীয় ওমর বীর(১) খত্তাবের সুত
ত্রিভুবন জিনি ন্যায়বন্ত অদভুত ।।
তৃতীএ ওসমান ধীর জগ জিনি দাতা
গ্রহস্থ করিল যেবা কোরানের গাথা ।।(২)
চতুর্থে আমীর আলী সিংহ বলিয়ার(৩)
ত্রিভুবনে নাহি তান সমান যুঝার ।।
চারি এক একে চারি চারি এক মতি ।(৪)
এক বাক্য এক ভাব এক পন্থের পন্থী ।।
চারি মহন্তেরে যেই করে ভাব ভিন ।
পড়িব নরক ঘোরে এই তার চিন ।।
জানাইলা যত ইতি কোরানের গ্রন্থ ।(৫)
যে জনে বিপন্থে চলে দেখাইলা (৬) পন্থ ।।
"দ্বীনের গৃহের চারি স্তম্ভ চারিজন ।।
অপার মহিমা যার না যাএ কহন ।।
এতেকে সে তেজিলুম কথা(৭) পরিপাটি ।
তা সবান মহিমা কহিতে নহি আঁটি

পাঠান্তর

১ 'দ্বিতীয়' স্থলে 'দোয়াজ'
'বীর' স্থলে 'গুণী'
২ 'একস্থানে কৈলা যেই কোরানের গাথা"
৩ 'সিংহ বলিয়ার' স্থলে 'কেশরী আল্লার'
৪ চারি এক একে চারি এক মতি গতি'
বলিয়ার—হিন্দী শব্দ অর্থ বলবান ।
"চতুর্থে আমীর আলী বলী ত্রিভুবন ।
নাহি তান সমযোদ্ধা আর কোন জন ।।"
৫ 'কোরানের গ্রন্থ' স্থলে 'পুরাণ গ্রহস্ত
৬ 'দেখাইলা'—স্থলে 'জানাইলা ।
৭ 'কথা' স্থলে 'সে সব'

। শেখ মোহাম্মদ জায়সীর পরিচয়।

। খর্ব ছন্দ ।

এবে পুস্তকের কথা কর অবগতি
শেখ মোহাম্মদ কৃত পুথি পদ্মাবতী।।
জাইস নগরে বাস কবিকুল গুরু।
সিদ্দিকের বংশভব কুলীন সুচারু।।
তান পীর সৈয়দ আশরফ মহাজন।
হাজি শেখ নাম তান পীরের নন্দন।।
তান ঘরে দুই পুত্র প্রভুর ভাবক।
শেখ কামাল আর শেখ মোবারক।।
তাহান পীরের পীর শেখ বোরহান।
তার পীর শেখ আলাদাদ গুণবান।।
তান পীর সৈয়দ মোহাম্মদ গুণবন্ত।
দানিয়াল গুরু তান দেখাইল পন্থ।।
তথাতে খোয়াজ সঙ্গে হৈল দরশন।
মিলিল সেই সে রাজ্যে বিধি পরসন(১)।।
এহি উপদেশ কহি শেখ মহামতি।
এক অক্ষরে হৈল তান সহস্রেক জ্যোতি।।
হৃদ চক্ষে জগৎ দেখন্ত স্থানে বসি।
কলঙ্ক উজ্জ্বল যেন দুই বাণ শশী।।
এসব গুণীর গুণ কহিতে অপার।
তান চারি মিত্র গুণ পুস্তক মাঝার।।
প্রয়োজন নাহি মোর সে কথা(২) কহিতে।
কিঞ্চিত লইলুম(৩) নাম তাহান পিরীতে।।

পাঠান্তর :

১ 'মিলিলেন্ত সেই গ্রামে'
২ 'কথা' স্থলে 'সব'
৩ 'লইলুম' স্থলে 'কহিলুম'

যখনে রচিল শেখে পুথি পদ্মাবতী।
দিল্লীশ্বর ছিল শের শাহা নরপতি॥

পুস্তকের মাঝে তান অতুল মহিমা।
যতেক কহিছে শেখে দিতে নাহি(১) সীমা॥
জগতে প্রচার আছে সে সব কথন।
তাহারে রচিলে মোর কোন(২) প্রয়োজন॥
তেকারণে ছাড়িয়া সে সব বাক্যজাল।
আপনা ঈশ্বর গুণ গাহিলে সে ভাল॥
এবে অবধান কর সকল পণ্ডিত।
রোসাঙ্গ নৃপতি গুণ গাহিব(৩) কিঞ্চিৎ॥

। রোসাঙ্গরাজ প্রশস্তি ।

রাগ ধানশী। দীর্ঘছন্দ।

সিলিম সাহার(৪) বংশ যদ্যপি হইল ধ্বংস
নৃপগিরি(৫) হৈল রাজ্যপাল।
রাজসুখ ভোগ মূল কি দিমু তাহার তুল
রসভোগে গোঁআইল কাল॥
এক পুত্র এক কন্যা সংসারেত ধন্য ধন্যা
জনমিল নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্য দান
যারে দেখি লজ্জিত বাসব॥

পাঠান্তর

১ 'নাহি' স্থলে 'নারি'
২ 'কোন স্থলে' 'নাহি'
৩ 'গাহিব' স্থলে 'গাহিমু'
৪ ছিলিম (সলিম) শাহা—রোসাঙ্গ রাজ মেঙ রাজা-গ্যি
Meng Radza-gyi (১৫৯৩—১৬১২ খ্রীঃ)
৫ নৃপগিরি—রোসাঙ্গ রাজ Narapadigyi (১৬৩৮—৪৫ খ্রীঃ)

ছদোউমাদার নাম(১)　　রূপে গুণে অনুপাম
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অতিরেক।
দেখিতে সুচারু মুখ　　লোকের নয়ান সুখ
যেন পূর্ণ চন্দ্র পরতেখ॥
ললাট দোয়জ শশী　　পীযূষ বরিষে হাসি
কটাক্ষে মোহিত বধূকুল।
সুলোচন প্রাতঃ ভানু　　হেম কান্তি জিনি তনু
পদ্ম জিনি চরণ রাতুল॥
সতত মধুর ভাষ(২)　　ক্রোধানলে শত্রু নাশ
পাত্রমিত্র তোষএ অসীম।
ধর্মে জিনি যুধিষ্ঠির　　দাতা জিনি কর্ণবীর
প্রতাপে সমান নহে ভীম॥
হেম গৃহ রত্ন খাট　　শুদ্ধ সুবর্ণের পাট
শ্বেতবর্ণ(৩) মাতঙ্গ ঈশ্বর
হয় গজ পরদল　　ক্ষিতি করে টলমল
আসমুদ্র মহিমা শেখর॥(৪)
যেই ক্ষণে নরপতি(৫)　　আখেটে(৬) করএ গতি
রত্ন চতুর্দোলে আরোহণ।
ক্ষণে চড়ে করী কান্দে　　চালাঅন্ত নানা ছন্দে
যেন ঐরাবতে মঘবন॥
শ্বেত বর্ণ ছত্র গণ　　আবরে গগন ঘন
রত্ন মক্তা জড়িত বিস্তর।

১　ছদোউমাদার—রোসাঙ্গ রাজ থদো = থদো মিন্তার (১৬৪৫-৫২ খ্রীঃ)

২　'ভাষ' স্থলে 'হাস'
৩　'শ্বেত বর্ণ স্থলে 'শ্বেত ছত্র'
৪　সমুদ্রে তরণী নাহি ওর
৫　যখনে রাজাধিপতি
৬　'আখেটে' স্থলে 'আহেরে'

নৃপ সম্ভাষিতে আসি　　একত্রে মার্তণ্ড শশী
সঙ্গে করি তারক নিকর ।।
নানা বর্ণ বানাচয়　　অর্ক চন্দ্র পরশএ
উপরে চামর শোভাকার।
বিধু সূর হত বেশ　　করি মুকলিত কেশ
নৃপ স্থানে মাগে পরিহার ।।
চলিতে দুন্দুভি বাজে　　মহা করীকুল সাজে
ভাবিআ লজ্জিত মঘবান্।
দেখি নৃপতির দল　　হীন বাসি নিজ বল
ধারারূপে স্রবএ নয়ান ।।
চলে অশ্বগজ ঠাট　　রুন্ধিআ মারুত বাট
গগন আবরে পদরেণু।
ভূমি না পরশে ধারা　　অদর্শন চন্দ্রতারা
দিবসে আলোপ হয় ভানু,।।
পর্বত ধূলির মত　　তৃণ বৃক্ষহীন পত (পত্র)
জলহীন হএ নদী সরঃ।
অগ্রগামী সান্তরএ　　মধ্যমে কর্দম হএ
পৃষ্ঠগামী ধূলাএ ধূসর ।।
[নানা বর্ণ নৌকা সাজে　　নাহি সম ক্ষিতি মাঝে
গলিআ ওগাস [?] ডিঙ্গা জঙ্গ।(১)
সুলুপা নানান ভাতি(২)　　মাছুয়া গোরাপ পাঁতি
জালিআ ভাঅরি নানা রঙ্গ ।।
কোশা ধাউ অতি ভাল　　পীয়া রূপে বজ্র বিসাল
সাতাইল পাটলা সিঙ্গসার।

পাঠান্তর :

১　গামিয়া ওগানে ডিঙ্গা রঙ্গ
২　ছনুপুর্কা নানা ভাতি

সুন্দর খেল্লন রঙ্গি   পির্কো সব চারি রঙ্গি(১)

মগধের নানা বর্ণ আর ॥]*

নৃপতি চরণ (চড়ন্ত ?) যথা সুবর্ণ মণ্ডিত তথা

সম্মুখে হাটক চক্ষু তারা।

দিব্য বস্ত্র আচ্ছাদন   চামরে লাঞ্ছিত ঘন

স্থানে স্থানে মুকুতার ঝারা ॥

যত বায়ু যার শিক্ষা   পক্ষী যেন ধরে পাখা

ঘৃণাএ না ছোঁএ সিন্ধু জল।

[সম্মুখে ক্ষেপিলে শর   শর যাএ দূরান্তর

যেন চলে চঞ্চলা চপল ॥] (২)

জথ নৌকা দণ্ডধারী   বৈরী বধূ রণ্ডা কারী(৩)

কর তুলি করে নিষেধন।

নৃপতির শত্রুচয়   একসর(৪) করে ক্ষয়

তুমি সব(৫) আইস কি কারণ ॥

পাঠান্তর :

১ পিক সব চারি ডিঙ্গি বা টঙ্গি

* বলা অনাবশ্যক যে, বন্ধনী মধ্যস্থ অংশে আরাকান রাজার নানা বর্ণ ও নামের নৌকাগুলির নাম উল্লেখিত হইয়াছে। অনেকগুলি নামের অর্থই বোধগম্য হয় না। বহু হাতের লেখা পুঁথি ঘাঁটিয়াও তাহাদের প্রকৃত নাম আবিষ্কার করা সম্ভব হইল না। যাহা হউক, এসব নামের শুদ্ধাশুদ্ধিতে যে কাব্যের কিছু আসে যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

২ বন্ধনীকৃত পদের এরূপ পাঠান্তরও দেখা যায় :—

"সম্মুখে ক্ষেপিলে শর   পাছে পড়ে সতান্তর (?)

দেখিতে আদেখ হএ তিলে।

হাক্কারিআ নৌকা যায়   যেহেন বিদ্যুত প্রায়

যথা ইচ্ছা তথা গিআ মিলে ॥"

এই পাঠ গ্রহণ করিতে গেলে পূর্ব পদের ("ঘৃণাএ না ছোঁএ সিন্ধু জল") জোড়া পদ থাকে না, সে কথাও লক্ষণীয়। 'চপল' স্থলে 'চঞ্চল'

৩ বৈরী বধূ রণ্ডাকারী—শত্রু বধূকে রণ্ডা বা বিধবাকারী; অর্থাৎ শত্রুকুল বিনাশক

৪ 'একসর' স্থলে 'এক শরে'
একসর—একাকী।

৫ 'সব' স্থলে 'এথা'

হেন নৌকা অধিপতি　　দুঃখিত জনের গতি
　　নৃপশ্রেষ্ঠ নৃপ মহাশয়।
প্রথম যৌবন কাল　　তাহাতে মেদিনীপাল
　　অতি পুণ্য ভাগ্য বলে(১) হএ ॥

নানা দেশী নানা লোক　　শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ(২)
　　আইসন্ত নৃপছায়া তল।
আরবী মিসিরী সামী　　তুরুকী হাবসী রুমী
　　খোরাসানী উজবেকী সকল ॥

লাহোরী মূলতানী সিন্ধি　　কাশ্মিরী দক্ষিণী হিন্দী
　　কামরূপী আর বঙ্গদেশী
[ওআপাই কেতান হরি　　কজাই মলয়াবারি
　　আচি কুচি কর্ণাটক বাসী ॥(৩)

বহু শেখ সৈয়দ জাদা　　মোগল পাঠান যোদ্ধা
　　রাজপুত্র হিন্দু নানা জাতি।

পাঠান্তর ঃ

"জথ নৌকা........আইস কি কারণ" এই কথাগুলির অনুরূপ কথা "সেকান্দর নামায়" পাওয়া যায়; যথা ঃ—
জথ য়াউজার সাজে উড়িআ না পায়/বাজে জথ য়াওজারে (?) সাজে
　উড়িআ না পাএ (পায়) বাজে
　　বেগবন্ত জিনি দিব্য শর।
　　জথ নৌকা দণ্ড লগ্ন
　　বৈরি দল পেলি মগ্ন
　　ইঙ্গিতে হস্তে নিষেধএ
　　তুমি সব রহ এথা
　　নৃপ রিপু কুল জথা
　　　একসর মুই করো খএ (ক্ষয়) ॥

১　'বলে' স্থলে 'বশে'
২　'শুনি রোসাঙ্গের সুখ'
৩　অওয়াপিহ খোতনাছ্রি কর্ন্নাহি মলয়াবারি
　　আছন্দারি কর্ণাটক বাসী
　"অওয়াপিহ খ্তঞ্চারি"

আভাসি বরমা শ্যাম ত্রিপুরা কুকীর নাম
কতেক কহিমু ভাতি ভাতি।।
আরমানী ওলন্দাজ দিনেমার ইঙ্গরাজ
কাস্তিলান আর ফরান্সিস।
কোসমাতে ফাসমানী(১) চোলদার নসরানী
নানাজাতি আর পর্ত্তুকিস।।]*
মগদের নিজ(২) সৈন্য সব রণে অগ্রগণ্য
সংখ্যা নাহি কটক অপার।
মহন্ত অমাত্যগণ ছত্রধারী জনে জন
শুদ্ধভাবে নৃপ পরিচার।।
হেন মহামহীরাজা নৃপ সবে করে পূজা
মিত্রপাল দুর্জন ঘাতক।(৩)
মর্যাদা কৃপার সিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
ন্যায়বন্ত সংসার পালক।।(৪)
অপার মহিমাগুণ কহিতে না পারি পুন
আমি অল্পবুদ্ধি অতিশয়।(৫)

পাঠান্তর

১ 'কুমিরাত ফাসমানি'

* বন্ধনী মধ্যস্থ অংশে যে নানা দেশীয়ের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু বহু পুথির সাহায্যেও উক্ত নামগুলির মধ্যে অনেকটারই অর্থবোধক পাঠ দেওয়া সম্ভবপর হইল না। যাহা হউক, তাহাতে কাব্য-রস-গ্রহণে কোন বাধা হইবে না।

মলয়াবারি—মালাবার বাসী।
'আভাসি' কি 'আভাই' (আভাবাসী)?
ফরান্সিস—ফরাসী জাতি।
পর্ত্তুকিস—পর্ত্তুগীজ জাতি।

২ 'নিজ' স্থলে 'যত'
৩ "মিত্র পালে শত্রুর ঘাতক"
৪ 'পালক' স্থলে 'রক্ষক'
৫ 'অতিশয়' স্থলে 'হীনাশয়'

এই সে মনের সাধ   সদা করোঁ আশীর্বাদ
জেন কীর্তি১ উন্নতি বাড়এ ॥
যত কাল চন্দ্র সূর   সংসারেত ভরিপুর
আয়ু কীর্তি বাড়ুক সতত।
শুনি নৃপতির যশ   দেবতা হউক বশ
শত্রুহীন হউক জগত ॥

। মাগন প্রশস্তি ।

। যমক ছন্দ।

যখনে আছিল বৃদ্ধ নৃপ(২) অধিকারী।
যশস্বিনী রাজগৃহে আছিল কুমারী ॥৩
পরম সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
বহু স্নেহে নৃপতি পুষিলা নিজ সুতা ॥৪
বহু ধন রত্ন দিলা বহুল ভাণ্ডার।
বহুল কিঙ্কর দিলা বহু অলঙ্কার৫ ॥
কন্যার শৈশব দেখি ভাবে নরনাথে।৬
এতেক সম্পদ সমর্পিমু কার হাতে ॥৭
এক মহাপুরুষ আছিল নিজদেশে।
মহাসত্ত্ব মোসলমান সিদ্দিকের বংশে ॥৮

পাঠান্তর

১ 'জেন কীর্ত্তি' স্থলে "জন বৃত্তি"
২ নৃপ অধিকারী—রাজা নরপদিগ্যি।
৩ যশস্বিনী কন্যা।
৪ রাজসূতা
৫ পরিবার।
৬ নরপতি।
৭ কার প্রতি।
৮ 'মহাসত্ত্ব' স্থলে 'মহাশুদ্ধ'
সিদ্দিকের—১ম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিকের।

নানা গুণে পারগ মহন্ত কুলশীল।
তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল ॥
বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী।
সেই কন্যা হৈল১ মুখ্য পাটেশ্বরী ॥
শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি।২
মুখ্য পাত্র করিআ৩ রাখিল মহাদেবী ॥
এবে তান নামগুণ কর অবধান।
কিঞ্চিত কহিমু কথা শুন বুদ্ধিমান৪ ॥
রাজ সৈন্যমন্ত্রী ছিল শ্রীবড় ঠাকুর।৫
প্রভুতে মাগিআ৬ পাইল কুলদেব সূর ॥
প্রভুতে মাগিয়া পাইল প্রার্থনা করি।
তেকারণে ঠাকুর মাগন৭ নাম ধরি ॥
সজীবে থাকিতে সৈন্যমন্ত্রী মহাশয়।
নিজ গুণে পাই ছিলা বাপের বিষয় ॥
অখনে হইল মহাদেবী ৮ মুখ্যামাত্য।৯
কতেক কহিমু রূপ গুণের মাহাত্ম্য ॥
দূর্বাদল শ্যাম তনু মুখ পূর্ণচন্দ।
দেখিয়া সুহৃদ জন হৃদয়ে আনন্দ ॥
সুন্দর মগধ পাগ মস্তকে বেষ্টিত
নবঘন জিনি যেন চন্দ্রিমা উদিত ॥

পাঠান্তর

১ 'সেই কন্যাবর হৈল' স্থলে 'সেই কন্যা হৈল জান'
মঘদের মধ্যে সহোদর ভগ্নী বিবাহের প্রথা ছিল ॥
২ 'দেখি বহু স্নেহ' স্থলে 'বলি বড় স্নেহ'
৩ 'মুখ্য পাত্র করিআ 'স্থলে 'মুখ্য অমাত্য করি' ॥
৪ 'বুদ্ধিমান' স্থলে 'গুণবান'
৫ শ্রীবড় ঠাকুর—মাগনের পিতা।
মাগন ছিলেন 'ঠাকুর' পিতা ছিলেন 'বড় ঠাকুর'।
৬ 'প্রভুতে মাগিআ' স্থলে 'প্রভু স্থানে মাগি'
৭ 'ঠাকুর মাগন' স্থলে 'মাগন ঠাকুর'
৮ 'মহাদেবী' স্থলে 'মুখ্য দেবী'
৯ 'মহাদেবী মুখ্যামাত্য' স্থলে 'মহাদেবীর অমাত্য'

দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি ললাট শ্রীখণ্ড।
ভঙ্গিমা বঙ্কিমা ভুরু কামের কোদণ্ড॥১
চালনি দোলনি নেত্র নীলোৎপল শোহে।
ঈষৎ কটাক্ষে কুলবধূ মন মোহে॥
গৃধিনী নিন্দিত চারু শ্রবণ যুগল।
শুক চঞ্চু জিনি ভাল নাসিকা কোমল॥২
মৃদু মন্দ মধুর সুন্দর মুখ হাস।৩
সুধারস মিশ্রিত চপলা সুপ্রকাশ॥৪
দশন মুকুতা পাঁতি৫ অধর বান্ধুলী।
মধুর সুস্বর ভাষ কোকিল কাকলী॥
কম্বুবর নিন্দিআ৬ কন্ঠের পরিপাটি।
নির্মল সুচারু বক্ষ সিংহ জিনি৭ কটি॥
চন্দনের বৃক্ষ৮ যেন কুন্দিল কন্দর্পে।
শক্রবর্গ নাশ হএ ভুজ যুগ দর্পে॥
সুকোমল করতল পল্লব রাতুল।৯
চম্পক কলিকা জিনি সুন্দর অঙ্গুল॥
শ্বেত নখ পাঁতি কিবা বালক ময়ঙ্ক।১০
স্রোতধারী দান-নদী করতল অঙ্ক॥১১

পাঠান্তর

১ ভঙ্গিমা রঙ্গিমা ভুরু কন্দর্প কোদণ্ড
২ শুক চঞ্চু কঠোর নাসিকা সুকোমল
৩ 'হাস' স্থলে 'হাসি'
৪ 'প্রকাশ' স্থলে 'সুপ্রকাশি'
৫ 'পাঁতি' স্থলে 'জিতি'
৬ 'নিন্দিআ' স্থলে 'জিনিআ'
৭ 'জিনি' স্থলে 'জিত'
৮ 'বৃক্ষ' স্থলে 'কুন্দে'
৯ 'পল্লব রাতুল' স্থলে 'পদ্মদল তুল'
১০ "বালক ময়ঙ্ক' স্থলে কোন কোন পুঁথিতে "শশী নিষ্কলঙ্ক" পাঠ আছে। "নখ পাঁতির" সহিত "বালক ময়ঙ্কের" (বাল চন্দ্রের") উপমা হইতে পারে, (পূর্ণ) শশীর উপমা হইতে পারে না। তাই "বালক ময়ঙ্ক" পাঠ গ্রহণ করা হইল।
১১ করতলের রেখাগুলি যেন স্রোতধারী দান-নদী।

গজরাজ শুণ্ড জিনি১ সুবলিত উরু।
লজ্জাএ গমন হীন কদলিকা তরু॥

চক্ষু মুখ সম নহে ভাবিআ কমলে।
লজ্জা পাই রহিল চরণ যুগ তলে॥

কর্তার সৃজন রূপ কহিতে অনন্ত।
তাহাতে করিল বিধি নানা গুণবন্ত॥

আরবী ফারসী আর মঘা হিন্দুআনি।
নানা গুণে পারগ সঙ্কেত (সঙ্গীত?) জ্ঞাতা গুণী॥

কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা ইস্তক (?) নাটিকা।
শিল্পগুণ মহৌষধি মন্ত্রবিধি শিক্ষা॥

দেবগুরু ভক্ত মিত্র বান্ধব পালক।
ইঙ্গিতে বাঞ্ছিত পূরি তোষন্ত যাচক॥

দান কালে শত্রু মিত্র এক নাহি চিন।
সকলেরে দেঅন্ত আপনা কিবা ভিন॥

শুদ্ধভাব সদাচার মধুর আলাপ।
না জানন্ত কৃপণতা অধর্মতা পাপ।২

পর উপকারী অতি দয়াল হৃদয়।
হিতকারী না করন্ত লোক অপচয়॥৩

মহাদানী মহামানী মহা সাহসিক।
অহিংসক অপিষুণ মর্যাদা অধিক॥

যেই কিছু নিরঞ্জনে কহিছে কোরানে৪
সেই কর্ম নিত্য কৃত্য অন্য নাহি মনে॥

নিন্দা চর্চা বর্জিত নাহিক কটু কথা।৫
শরণাগত জনের খণ্ডাএ মনোব্যথা॥

পাঠান্তর

১ 'জিনি' স্থলে 'সম'
২ সব শাস্ত্র বিশারদ প্রচণ্ড প্রতাপ
'কৃপণতা' স্থলে 'চপলতা'
'অধর্মতা পাপ' স্থলে 'অকর্ম কলাপ' বা 'কুকর্ম কলাপ'
৩ হিতকারী করন্ত যে লোক উপচয়
৪ 'কোরানে' স্থলে পুরাণে'
৫ 'নাহিক কটু কথা' স্থলে 'সরস মধু কথা'

ওলমা সৈয়দ শেখ যত পরদেশী।১
পোষন্ত আদর করি বহু২ স্নেহ বাসি।।
কাহাকে খতিব কাকে করন্ত ইমাম ৩
নানাবিধ দানে পুরাঅন্ত মনস্কাম।।
নৃপ ক্রোধে যত লোক হএ ছত্রকার।
তাহান শরণে আইলে৪ হএন্ত উদ্ধার।।
গুণের সমুদ্রে সান্তরিতে নাহি কূল।৫
মুই হীন বুদ্ধি তান মহিমা বহুল।।
গুণ কীর্তি কহিতে৬ না পুরে মনোসাধ।
ভাবিআ চিন্তিআ মনে করোঁ আশীর্বাদ।।
[দীর্ঘ পরমায়ু হৌক শতবিংশ অব্দ।
দিগন্তরে পূর্ণ হৌক কীর্তি গুণ শব্দ।।]
শুক্ল পক্ষ চন্দ্র তুল্য বৃদ্ধি হৌক যশ।
তাহান গুণেতে হৌক দেব কুল বশ।।৭
চন্দ্র সূর্য আকাশ ধরণী গিরি জল।
যত দিন আছে পূর্ণ মেদিনী মণ্ডল।।
নিশ্চল রহৌক নাম কীর্তির শব্দ।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হৌক খণ্ডৌক আপদ।।

। মাগন নামের তাৎপর্য ।

নামের বাখান এবে শুন মহাজন।
অক্ষরে অক্ষরে কহি ভাবি গুণাগুণ।।

পাঠান্তর

১ 'পরদেশী' স্থলে 'পরবাসী'
২ 'বহু' স্থলে 'মনে'
৩ কাহাকে খতিব করে কাহাকে ইমাম 'করন্ত' স্থলে 'করেন্ত'
৪ 'আইলে' স্থলে 'আসি'
৫ গুণের সাগরে সাঁতারিয়া নাহি কূল
৬ 'কহিতে স্থলে 'কহিআ'
৭ তাহান গুণেতে দেবকুল হৌক বশ

মান্যের 'ম' কার আর ভাগ্যের 'গ'কার।
শুভযোগ নক্ষত্রের আনিআ 'ন'কার।।
এতিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে।
রাখিলেন্ত মহাজন অতি মহোৎসবে।।
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল।
কাব্যশাস্ত্র ছন্দোমূল পুস্তক পিঙ্গল।।১
পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট মহাগণ মূল।
তাহাতে মগণ অর্থ বুঝ কবি কুল।।
নিধি স্থির কল্প প্রাপ্তি মগণ ভিতর।২
'মগণ' মাগন এক আকার অন্তর
আকার সংযোগে নাম হইল মাগন।
অনেক মঙ্গল ফল পাই তেকারণ।।৩

। গ্রন্থোপত্তির বিবরণ।

অখনে আপনা কথা কহিমু কিঞ্চিৎ
পুস্তকের সূত্র এবে৪ শুনহ পণ্ডিত।।
মুলুক ফতেআবাদ গৌড়েত প্রধান।
তথাতে৫ জালালপুর অতি দিব্য স্থান৬
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলমা।
কতেক কহিব সেই দেশের মহিমা।।

পাঠান্তর

১ বাক্য মূল কাব্য শাস্ত্র পুস্তক পিঙ্গল
২ নিধির স্থিরতা প্রাপ্তি—অর্থাৎ মগণে লক্ষ্মী অচলা থাকেন।
৩ সম্পদের অধিষ্ঠাত্রীভূত মগণ
আকার ধারণ করিয়া অর্থাৎ মূর্তিমান হইয়া মঙ্গল বিতরণ করিতেছেন।
'অনেক' স্থলে "অধিক'
৪ 'এবে' স্থলে 'কহোঁ'
৫ 'তথাতে' স্থলে 'তাহাতে'
৬ 'দিব্য স্থান' স্থলে 'পুণ্যবন্ত স্থান'

মজলিস কুতুব তাহাতে অধিপতি।
মুই হীন দীন তান অমাত্য সন্ততি।।
কার্যগতি যাইতে পন্থে১ বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন।।
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত।
রণক্ষতে ভোগ যোগে আইলুম এথাত।।
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিআ হৈলুম্ রাজ আসোআর।।

বহু বহু মোসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত২
সদাচার পণ্ডিত কুলীন গুণবন্ত।।৩

সবে কৃপা করন্ত সম্ভাষা বহুতর।
তালিম আলিম বুলি করন্ত আদর।।

মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঠাকুর মাগন।।

ভাগ্যোদয় হৈল মোর বিধি পরসন।
দুঃখনাশ হেতু তান সঙ্গতি মিলন।।

অনেক আদর করি বহুল সম্মানে।৪
সতত পোষন্ত আমা অন্নবস্ত্র দানে।।

মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন।।
তান গুণসূত্র হৈল গ্রীবাতে বন্ধন।।
গুণীগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি।
গীত নাটে যন্ত্রে তন্ত্রে৫ রঙ্গ ঢঙ্গ করি।।

পাঠান্তর

১ 'পন্থে' স্থলে 'বাটে'
২ 'বৈসন্ত' স্থলে 'বৈসএ'
৩ সদাচার পণ্ডিত বহুল গুণালয়
৪ 'অনেক' স্থলে 'বহুল'
'বহুল সম্মানে' স্থলে 'বহু সম্ভাষণে'
৫ 'তন্ত্রে' স্থলে 'বাদ্যে'

নানা সুপ্রসঙ্গ কথা কহি নানামত।১
তান সভা মধ্যে থাকোঁ হই২ সভাসদ।।
একদিন মহাশয় বসিছে আসনে।৩
নানা রস প্রসঙ্গ৪ কহন্ত গুণিগণে।।
কেহ গাহে কেহ বাএ কেহ খেলে খেলা।
সুধাকর বেড়ি যেন তারাগণ মেলা।।
হেনকালে শুনি পদ্মাবতীর কথন।
পরম হরিষ হৈল পাত্রবর মন।।
কৌতুকে আদেশ কৈল পরম হরিষে।
পূর্ণ দ্বিজরাজ যেন অমিআ বরিষে।।
এহি পদ্মাবতীর সেসব রস কথা।৫
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোথা।।
রোসাঙ্গেত অনেকে না বুঝে এই ভাষ।৬
পয়ার রচিলে পূরে সভানের আশ।।৭
যেহেন দৌলত কাজী চন্দ্রানী রচিল।
লস্কর উজীর আশরফে আজ্ঞা দিল।।
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি।
একথা শুনিতে মনে বহু শ্রধা করি।।৮
তাহান আদেশ মাল্য পরিআ মস্তক।
অঙ্গীকার কৈলুম মুঞি রচিতে পুস্তক।।

পাঠান্তর

১ 'কহি নানামত' স্থলে 'কহিআ রসদ'
২ 'হই' স্থলে 'হৈয়া'
৩ 'বসিয়া আসনে' স্থলে 'বসিছে মাগন'
৪ 'রস প্রসঙ্গ' স্থলে 'রসরঙ্গ' কথা' ও 'নানান প্রসঙ্গ'
৫ 'সে সব রস কথা' স্থলে 'রহস্য রস কথা'
৬ 'অনেকে স্থলে 'আন লোকে', 'ভাষ' স্থলে 'ভাষা
৭ 'সবানের আশ' স্থলে 'সকলের আশা'
'পয়ার রচিয়া পুর সবানের আশ'
৮ তাহাকে শুনিতে শ্রদ্ধা মনে বহু করি

বিমর্শি চাহিলুম পাছে মুঞি অল্প বুদ্ধি।
কেমতে জানিমু মুঞি রচনের শুদ্ধি।।
অনেক ভাবিআ মনে চিন্তিলুম্ উপায়।
তান ভাগ্য যশ কীর্তি আছএ সহায়।।
সেই বলে রচিলুম্ পুস্তক পদ্মাবতী।
নিজ বুদ্ধি বলে নহে এতেক শকতি।।
অখনে পণ্ডিত স্থানে মাগি পরিহার।১
দোষ ক্ষেম২ টুটা শোধ গুণে আপনার।।
গুণ বুঝি দোষ ক্ষেমে যেই জন গুণী।
পণ্ডিত নিন্দক হেন কভু নহি শুনি।।
নিন্দক পাপিষ্ঠ খল শত্রু সম হএ।
কিঞ্চিৎ না বুঝে পুনি বহুল দোষএ।।
না বুঝিআ কবিত্বরে বোলে মন্দ ছন্দ।৩
পদেক রচিতে পুনি হএ অন্ধ ধন্দ।।
কাব্যরত্ন লুটিল যতেক অগ্রগামী।
পৃষ্ঠগামী হই তথা কি পাইব আমি।।
তবে কি প্রভুর সে ভাণ্ডার নহে উন।
যত হরে তত বাড়ে এই মহা গুণ।।
এই ভাবি কবি পাছে করিলুম পয়াণ।
ভাল মন্দ বোলে কেহ না করিলুম কাণ।।
হৃদয় ভাণ্ডার মাঝে যত আছে৪ পুঞ্জি।
মুক্ত৫ ব্যক্ত কৈলুং তাহা জিহ্বা করি কুঞ্জি।।

পাঠান্তর

১ অখনে পণ্ডিত গণে মোর পরিহার
২ 'ক্ষেম' স্থলে 'ক্ষেমি' (ক্ষমি)
৩ না বুঝিআ কবিক বোলএ মন্দ ছন্দ
'কবিক' স্থলে 'কবিরে'
৪ 'আছে' স্থলে 'ছিল'
৫ 'মুক্ত' স্থলে 'গুপ্ত'

বচন পদার্থ অতি রতন অমূল।
ত্রিভুবনে দিতে নাহি১ বচনের তুল।।
বচন সংযোগে হএ নর পশু ভিন।
বচন রচনে২ মূর্খ পণ্ডিতের চিন।।
বিষ তুল্য বচন বচন সুধারস।
বচন রচনে পুনি দেব হএ বশ।।৩
এ বেদ পুরাণ আদি যত মহামন্ত্র।
বচনে সরস পুনি যত তন্ত্র যন্ত্র।।৪
বচন অধিক রত্ন যদি সে থাকিত।
স্বর্গ হোন্তে বচন না লামি সে লামিত।।৫
তার মাঝে প্রেম কথা মাধুর্য অপার।
প্রেমভাবে সংসার সৃজিলা করতার।।
প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হোন্তে বশ।।
যার হৃদে জনমিল প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সেই সবার ঠাকুর।।
প্রেম হোন্তে জনমে বিরহ তিনাক্ষর।
পঞ্চাক্ষর বিহীনে নিলক্ষ্য পঞ্চশর।।(?)
যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল।
সুখ (সূক্ষ্ম) ?) মোক্ষ প্রাপ্তি তার আপদ তরিল
বিরহ অনলে যার দহিল পরাণ।৬
পিতল আউটি কৈল হেম দশ বাণ।।৭

পাঠান্তর

১ ‘নাহি’ স্থলে ‘নারি’
২ ‘রচনে’ স্থলে ‘অন্তরে’
৩ সুধারস বচন যে বচন কর্কশ
৪ “তন্ত্র যন্ত্র” স্থলে “যন্ত্র তন্ত্র”
৫ বচনের অধিক রত্ন যদি থাকিত, তবে স্বর্গ হইতে বচন না নামিয়া সে (রত্ন) নামিত।
৬ বিরহের আনলে দহিল যার প্রাণ
৭ পিতল অঙ্কুরী করে হেম দশবাণ

যাহার বচনে হএ বিরহের মায়া।
কিবা রূপ রেখ তার কিবা তার কায়া।১
আন ভেশ (বেশ) বাহিরে বিরহ অভ্যন্তর।
গোপত মাণিক্য যেন ধূলার ভিতর।।২
প্রেম বিরহের লক্ষ্যে ভক্ত কবিকুল।
কাব্যভাব বুঝে যেই জানে তার মূল।।
যার ভাব রসোদয় সূক্ষ্ম মোক্ষ কাম।৩
প্রেম হোন্তে সকল যতেক লৈলুম নাম।।
প্রেম হোন্তে পুত্র দারা প্রেমে গৃহবাস।
প্রেম হোন্তে ধৈর্যরূপ প্রেমেতে উদাস।।
প্রেম মূলে৪ ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেম তুল্য বস্তু নাহি সংসার৫ ভিতর।।
প্রেম-কবি আলাউল প্রভুর ভাবক।
অন্তরে প্রবল পূর্ণ প্রেমের পাবক।।
বাঞ্ছিত পূরণ হেতু গুরু পরসন
অন্ধ চক্ষে জ্যোতি হৈল জ্ঞানের অঞ্জন।।
কাটিল মনের ঘোর শক্তির কৃপাণে।
রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে।।
প্রেম পুঁথি পদ্মাবতী রচিতে আশয়।
অসাধ্য সাধন মোর গুরুর কৃপাএ।।
ভকতি প্রণতি করি মাগোঁ৬ এহি বর।
শুনি গুণিগণ মনে হউক আদর।।

পাঠান্তর

১ 'কায়া' স্থলে 'ছায়া'
২ 'ধূলার ভিতর' স্থলে 'ধূলির অন্তর'
৩ হাব ভাব রস দশা সূক্ষ্ম মোক্ষ কাম
বিভাব রস দশা. সূক্ষ্ম মোক্ষ কাম
৪ 'প্রেম মূলে স্থলে 'প্রেম ভাবে'
৫ 'সংসার' স্থলে 'পৃথিবী'
৬ 'মাগোঁ' স্থলে 'মাগি'

। বিষয়-সূত্র ।

শেখ মোহাম্মদ যতি যখনে রচিল পুঁথি
সংখ্যা সপ্ত বিংশ নব শত।১
চিতাওর গড়েশ্বর রত্নসেন নৃপবর
শুক মুখে শুনিআ মহত্ত্ব॥
যোগী হৈআ নরাধিপ চলিল সিংহল দ্বীপ
ষোলশত কুমার সংহতি।
বনখণ্ড বাট উত্তরে সিংহল ঘাট২
নৌকা দিলা নৃপ গজপতি॥৩
সিংহল দ্বীপেত গিআ নানাবিধ দুঃখ পাইয়া
বহু যত্নে পাইল পদ্মাবতী।
পক্ষি মুখে শুনি কথা নাগমতী দুঃখ বার্তা
পুনি দেশে চলিল নৃপতি॥
সাগরে পাইআ ক্লেশ আইলা চিতাওর দেশ
কৈলা বহু উৎসব আনন্দ॥
রাঘব চেতন জ্ঞানী অবিমর্শি কহি বাণী
প্রতিপদে দেখাইল চান্দ॥
তত্ত্ব জানি নৃপবর কৈলা তাকে দেশান্তর
যাইতে কৈলা কন্যা দরশন৪
বহুল আদর মনে করের কঙ্কণ দানে
পরিতোষি পাঠাইল ব্রাহ্মণ॥
সোলতান আলাউদ্দিন দিল্লীশ্বর জগজিন
প্রচণ্ড প্রতাপ ছত্রধর।

পাঠান্তর

১ সন সপ্ত বিংশ নবশত
২ 'উত্তরিল সিন্ধু ঘাট'
৩ 'গজপতি' স্থলে 'জগপতি'।
৪ উচাট হৈল নৃপবর তাকে কৈলা দেশান্তর
যাইতে কৈলা কন্যা দরশন

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তথা কহিল কন্যার কথা
শুনি হরষিত নৃপবর ।।১

শ্রীজা নামে বিপ্রবর পাঠাইল দিল্লীশ্বর২
কন্যা মাগি রত্নসেন স্থানে।
পদ্মাবতী না পাইআ শ্রীজা আইল পলটিআ৩
শুনি শাহা ক্রুদ্ধ হৈল মনে ।।

বহুল মাতঙ্গ বাজী চতুরঙ্গ দল সাজি
গেল চিতাওর মারিবারে।
দ্বাদশ বৎসর রণ তথা ছিল অখণ্ডন
রত্নসেনে ধরিল প্রকারে ।।

দিল্লীশ্বর পাটে আইল নৃপ কারাগারে৪ থুইল
তাড়না করিলা নানা ভাতি।
গৌরা বাদিলা নাম ছিলা রত্নসেন ধাম
মুক্ত কৈল কপট-যুকতি ।।৫

চিতাওর দেশে আসি বঞ্চিলেক সুখে নিশি
পদ্মাবতী সঙ্গে করি রঙ্গ।
দেওপাল নৃপকথা নাগমতী মুখে তথা
শুনি নৃপ মন হৈল ভঙ্গ ।।

সর্বারম্ভে তথা গিআ দেওপাল সংহারিআ
যুদ্ধ ক্ষতে আইলা নৃপতি।
সপ্তম দিবসান্তর মৈল রত্ন নৃপবর
দুই রানী সঙ্গে হৈল সতী ।।

পাঠান্তর

১ 'নৃপবর' স্থলে 'দিল্লীশ্বর'
২ 'দিল্লীশ্বর' স্থলে 'রাজেশ্বর'
৩ 'পলটিআ' স্থলে 'উলটিআ'
৪ 'কারাগারে' স্থলে 'কারা ঘরে'
৫ 'কপট যুকতি' স্থলে 'করিআ যুকতি'

পুনি সাজি দিল্লীশ্বর আসি[১] চিতাওর গড়
চিতাধূম্র দেখিলা বিদিত।
সতীগতি পদ্মাবতী শুনি শাহা মহামতি
মনে হৈল পরম দুঃখিত।।[২]

। সিংহল দ্বীপ বর্ণন ।

। রাগ : যমকছন্দ ।

কাব্য কথা কমল সুগন্ধি ভরিপূর।
দূরেতে নিকট হএ নিকটেত দূর।।
নিকটেত দূর যেন পুষ্পেত কন্টিকা।[৩]
দূরেত নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা।।
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেত বশ।
নিকটে থাকিআ ভেকে না জানএ রস।।
এই সূত্রে কবি মোহাম্মদে করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি।।
[সিংহল দ্বীপের কথা শুন এবে গামু।[৪]
সেই পদ্মিনীর রূপ বর্ণিয়া শুনাম।।]

পাঠান্তর

১ 'আসি' স্থলে 'আইলা'
২ 'দু:খিত' স্থলে 'ব্যথিত'
৩ 'কন্টিকা' স্থলে 'কলিকা' পাঠান্তর বহু পুঁথিতে পাওয়া যায়। এই পাঠ বাহ্য দৃষ্টিতে ঠিক মনে না হইলেও একটি অর্থ করা যাইতে পারে। মূলে পুষ্প কন্টক সম্বন্ধ নিকট হইলেও ইহাদের দূরবর্তিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু পুষ্প এবং কলিকার উপমায় সে ভাবটি স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। কলি একবার ফুটিয়া ফুল হইলে আর তাহার কলিকার অবস্থায় ফিরিবার উপায় নাই। সুতরাং ফুল এবং কলিকার সম্বন্ধ নিকট হইলেও দূর বটে।
৪ বন্ধনী মধ্যস্থ এই দুই চরণে;
হিন্দী পাঠ এরূপ :—
"সিংঘল দীপ কথা অব গাবউঁ।
অউসো পদুমিনি বরনি সুনাবউঁ।।"
গামু—গাই ; শুনাম—শুনাই। ঠিক চট্টগ্রামী প্রয়োগ।

সুন্দর মার্জনে যেন১ উজ্জ্বল দর্পণ।
যার যেন মত রূপ দেখিব তেমন॥২
ধন্য সেই দ্বীপ যথা হেন রূপ নারী।
রূপে গুণে বহু যত্নে বিধি অবতারি॥
সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী কহএ৩ সব নর।
কোন দ্বীপ নহে সিংহল সমসর॥
দিয়াদ্বীপ সরন্দীপ জম্বুদ্বীপ লঙ্কা।৪
কুম্ভ স্থল মউস্থল মনে করে শঙ্কা॥
হিন্দুয়ানী ভাষে দ্বীপ নাম এহি বলি।
জম্বু দ্বীপ প্লক্ষ আর শাক ও শাল্মলী॥
কশ দ্বীপ ক্রৌঞ্চ দ্বীপ ষষ্টমে কহিল।
পুষ্কর বলিআ দ্বীপ সপ্তমে পূরিল॥
নৃপতি গন্ধর্ব সেন সিংহল নরেশ।
শত সংখ্যা ছত্রধারী৫ আছে সেই দেশ।

পাঠান্তর

১ 'সার বর্ণ হএ যেন,
২ 'যাহার যেমন রূপ দেখিব তেমন'
৩ 'কহব' স্থলে 'কহন্ত'
৪ 'কুম্ভ স্থল' আদির হিন্দী পাঠ:

"দীপ কুংভ শুল আরন পরা।
দীপ মহু স্থল মানুষ হরা॥"

হিন্দী 'পদ্মাবতী' সম্পাদক সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় 'দিয়া দ্বীপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা এরূপ করিয়াছেন:

'দিয়া দ্বীপ' মানে—সুন্দরী যুবতীকা নেত্র
(সুন্দরী যুবতীর নেত্র)
সরণ (শ্রবণ দ্বীপ) সুন্দরীকা কর্ণ (সুন্দরীর কর্ণ)
জম্বু দ্বীপ—সুন্দরীকে কেশপাশ
(সুন্দরীর কেশপাশ)
লঙ্কা দ্বীপ—সুন্দরী কী কটি (সুন্দরীর কটি দেশ)
কুম্ভ স্থল—সুন্দরী কা পয়োধর (সুন্দরীর পয়োধর)
মউ স্থল (মধু স্থল)—সুন্দরী কা গুহ্যাঙ্গ— মনুষ্যের বিনাশকারী।

৫ চক্রবর্তী

কটক ছাপ্পান্ন কোটি বহু সেনাপতি।
সপ্তদশ সহস্র তুরঙ্গ বায়ুগতি ॥
সিংহলে মত্ত সপ্ত সহস্র মাতঙ্গ।
অশ্বগজ সৈন্য সেনাপতি চতুরঙ্গ ॥১
নিজ ভুজ বলে ক্ষিতি পালে মহাবীর।
নৃপ সবে সম্মুখে করএ নম্র শির ॥
যেই জন যাএ সেই দেশের নিকট।
যেহেন অমরাবতী দেখএ প্রকট ॥
চারিপাশে তাহার সঘন উপবন।
উঠিয়া ধরণী হন্তে লাগিছে গগন ॥
চন্দন সুগন্ধি তরু মলয় সমীর।
নিদাঘ সময়ে শীত ছায়া সুগম্ভীর ॥
অস্তঙ্গত হৈলে২ সূর হএ অন্ধকার।
সেই ছায়া প্রসরএ সকল৩ সংসার ॥
সুরূপ সমান অতি তরু মনোহর।
সেই ছায়া লাগিআছে আকাশ উপর ॥
সেই ছায়াতলে পন্থিক৪ করিলে বিশ্রাম।
এই রৌদ্রে আসিতে না লএ পুনি নাম ॥
মনোহর উদ্যান কহিতে নাহি অন্ত।
ফলে ফুলে ষড়ঋতু সদাএ বসন্ত ॥
ফলভরে নম্র অতি আম্র কাঠোআল।
বরই খিরিনী খাজুর আর তাল৫ ॥

পাঠান্তর

১ চতুরঙ্গ—অশ্ব, গজ, রথ, পদাতি—এই চারি অঙ্গে পরিপূর্ণ সেনা।
২ অস্তগত হইলে বা
'অস্তাচলে গেলে' বা 'অস্তে চলি গেলে'
৩ সয়াল
৪ পন্থী
৫ বরই—বদরী ফল, কুল।
ক্ষিরিণী—ক্ষীরণী (হিঃ খিন্নী) তরু বিশেষ।

গুআ নারিকেল আর ডালিম্ব ছোলঙ্গ ।১
নারাঙ্গি কমলা শামতারা ২ কামরঙ্গ ।।
জামির তরুঞ্জা দ্রাক্ষা মহুআ৩ বাদাম।
বেল শ্রীফল সদ্৪ ফল (?) কলা জাম ।।
অতিচর৫ উরিআম কেরঞ্জা তেন্তই।
আখরোট৬ ছোহাবা লবঙ্গ জলপাই ।।
ছেব বিহি৭ খোরমা সুফল নানা ছন্দ।
মধু জিনি মিষ্ট অতি পুষ্প জিনি গন্ধ ।।
দীঘি পুষ্করিণী কূপ৮ দেখিতে অপার।
মথন তরাসে লুকাইছে পারাবার ।।
দুগ্ধ হস্তে শ্বেত জল কর্পূর সুগন্ধ।
দরশনে তৃষ্ণা হরে খাইতে আনন্দ ।।
শুদ্ধ স্ফটিকের ঘাট দেখিতে উজ্জ্বল৯
বান্ধি আছে চতুর্ভিতে অতি সুনির্মল ।।
শ্বেতরক্ত মহোৎপল১০ দেখিতে সুন্দর।
মধুপানে মত্ত হই ঝঙ্কারে ভ্রমর ।।
স্থানে স্থানে সুশোভিত দেখি পদ্মপত্র।
রাজহংসী শির পরে বিরাজিত ছত্র ।।১১

পাঠান্তর

১ ছোলঙ্গ—বাতাবি লেবু।
২ শামতারা বাঙ্গালা অভিধানে এই শব্দ পাওয়া যায় না।
৩ মহুআ—মধুফল।
৪ সদ্ফল—'শামতারা' সম্বন্ধে যেই কথা,
এই শব্দ সম্বন্ধেও সেই কথা।
৫ অতিচর—স্থল পদ্ম।
৬ আখরোট—পার্বত্যফল বিশেষ।
৭ বিহি—মিহিদানা।
৮ 'আদি'
৯ নির্মল স্ফটিক ঘাট দর্পণ উজ্জ্বল' (আঃ পুঃ
১০ মহোৎপল—পঙ্কজ; পদ্ম
১১ 'রাজহংস বিরাজিত সরোবর ছত্র'

প্রফুল্লিত কুমুদিনী অতি মনোহরা।
যেন দেখি গগনে শোভিত ঘনতারা ॥১
সরোবরে নামি জল তোলএ জীমূত।
উথলএ মৎস্য যেন চমকে বিদ্যুৎ॥
হংস চক্রবাক আদি চরে জলচর।
সিতাসিত২ রক্তপীত নানাবর্ণ ধর॥
নিশির বিচ্ছেদে চক্রবাক মনোদুঃখে।
দম্পতি দিবসে কেলি করে মন৩ সুখে॥
[কুরলএ৪ সারস করএ নানা রঙ্গ।
জীবন মরণে যে দম্পতি এক সঙ্গ॥]৪
করটক মরাল শুক জল কাক।৫
কারব৭ বক শ্বেত শ্যেন ঝাঁকে ঝাঁক॥
কেহ উড়ে কেহ চরে পক্ষীর লহরে।
কেহ নিন্দে কেহ ঝুরে কেহ ধ্বনি পুরে॥
কারব৬ বক শ্বেত শ্যেন ঝাঁকে ঝাঁক॥
কেহ উড়ে কেহ চরে পক্ষীর লহরে।
কেহ নিন্দে কেহ ঝুরে কেহ ধ্বনি পুরে॥
অমূল্য রতন মুক্তা বৈসে সেই জলে।
মজিআ ডুবিলে মাত্র পাএ ভাগ্যবলে॥

পাঠান্তর

১ 'যেন দেখি সুশোভিত গগনের তারা'
২ সিতাসিত—সিত—শুভ্র; অসিত-কাল।
৩ মহাসুখে'
৪ 'বন্ধনী মধ্যস্থ পদের হিন্দী পাঠ-এ ব্যাখ্যা এরূপ:
"কুরলহিঁ সারস ভরে হুলাসা।
জিঅন হমার ম অহি এক পাসা॥"
ব্যাখ্যা—"সারস উল্লাস (আনন্দ) ভরে আপন মনে ক্রীড়া করিতেছে, আর কহিতেছে আমরা জীবনেত এক সাথে আছিই, মরিতেও এক সাথে মরিব।
৫ শুক স্থলে "ডাহুক'
করটক—কা'ক
৬ কারণ্ডব—জলচর পক্ষী বিশেষ।

মনোহর পুষ্পের উদ্যান চারিপাশ।
বৃক্ষসব ভেদি হৈল চন্দন সুবাস॥১
অমদে না (?) মরুবক সুগন্ধি মালতী।২
লবঙ্গ গোলাল চাম্পা শতবর্গ যুথি॥৩
কেতকী কেশর বৈজয়ন্তী৪ বেল ফুল॥
রঙ্গন কাঞ্চন জাতি মাধবী বকুল॥
সুদর্শন কুজা রূপ মঞ্জরী বাসক।৫
কালা ফুল অবাচক (?) নগা৬ কুরুবক॥
সে পুষ্পে লাগিয়া যথা যাএ সদাগতি।৭
হরিআ দুর্গন্ধ আমোদিত করে অতি॥
সর্বলোকে দেখি করে আরতি বহুল।
ভাগ্যবন্ত জনে মাত্র পাএ সেই ফুল॥
উপবনে নানাভাষে বোলে নানা পক্ষী।
শুনিতে শ্রবণে সুখ দরশনে অক্ষি॥
সারি শুক শবদে কোকিলে গাএ গীত।
এক স্তুতি নানা মতে বোলে সুললিত॥
পিউরব পাপিআ শিখিণী করে রোল।
বহুভাষে ভিঙ্গ (ভৃঙ্গ) রাজে বোলে নানা বোল॥

পাঠান্তর

১ ফুল বাগিচায় কুসুম রাজির বাস (সুগন্ধ) বৃক্ষ সব ভেদ করিয়া তাহাদিগকে চন্দনগন্ধী করিয়াছে।

২ 'মালত' স্থলে 'অতুল'
মরুবক—পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ।

৩ 'শতবর্গ যুথি' স্থলে 'শতবর্গ ফুল'

৪ বৈজয়ন্তী—জয়ন্তী বৃক্ষ।

৫ সুদর্শন—গুল্ম বিশেষ।
কুজা—এক প্রকার গোলাপ।

৬ কালা ফুল অরণ্ডক লঘু কুরুবক (?)
নগা—কি নগজাত বা পার্বত্য?
কুরুবক—ঝাঁটি ফুল গাছ।

৭ সদাগতি—বায়ু।

নানাজাতি পক্ষী সবে সুমধুর রাএ ।১
আপনা আপনা ভাষে প্রভুগুণ গাএ ।।
স্থানে স্থানে জলপূর্ণ মনোহর কূপ।
স্ফটিক পাষাণে অতি বান্ধিছে সুরূপ।।
বহুল বরণ মঠ দেবতা মণ্ডপ২।
যোগী জাতি সন্ন্যাসী করএ জপতপ৩।।
[কেহ ব্রহ্মচারী কেহ জয়রামী অবধূত।
রামযতি রিখেসুর পৈরণ বিভূত।।
কেহ পুরী কেহ নাথ কেহ দিগম্বর।
কেহ গোরখের ভেশ (বেশ) কেহ মহেশ্বর।।]৪
কেহ বৃদ্ধ কেহ সিদ্ধ সাধক সুজন।৫
কেহ ধ্যানবন্ত৬ কেহ সুধীর আসন।।
নগরের বসতি দেখিতে অপরূপ।
তেরচ বৰ্জিত গৃহ সমান সুরূপ।।
উচচতর মনোহর সুন্দর আওয়াস৭।
অমরা নগর যেন ইন্দ্রের নিবাস।।

পাঠান্তর

১ রাএ—রবে, শব্দে।
২ 'বহুল রতন মঠ দেউল মণ্ডপ'
৩ 'জাতি' স্থলে 'ঋষি' ও 'সন্ন্যাসী' স্থলে 'তপস্বী'
৪ বন্ধনী স্থিত অংশের জন্য হিন্দী পাঠ দ্রষ্টব্য :—
"কোই সু-রিখে সুর কোই সানিআসী।
কোই সু-রাম-জতি কোই মস বাসী।।
কোই সু-মহেশ্বর জংগম জতী।
কোই এক পরখই দেবী সতী।।"
আরবী লেখা পুথিতে "রামজতি সুরখির" পাঠ আছে।
রিখে-সুর—ঋষীশ্বর অর্থাৎ ঋষি শ্রেষ্ঠ।
রামজতি—রামযতি; রামভক্ত সন্ন্যাসী।
৫ 'কেহ বৃদ্ধ কেহ শিশু'
'কেহ বুধ কেহ সিদ্ধ'
'কেহ বৃদ্ধ যুবা'—(আরবী পুথি)
৬ 'ধ্যান করে'—(আ: পু:)
৭ আওয়াস—আবাস, গৃহ।

কিবা রাহা কিবা রঙ্ক ঘরে ঘরে সুখী।১
বাল বৃদ্ধ যুবক সকল হাস্য মুখী॥২
চন্দনের স্তম্ভ প্রতি গৃহের অন্তর।
পাষাণে রচিত চারু আঙ্গিনা সুন্দর॥
শ্বেত রক্ত পীত বস্ত্র পৈরএ৩ সকল।
কস্তুরী চন্দন মেদ নানা পরিমল॥
ঘরে ঘরে পণ্ডিত সুজন গুণবান।৪
এক বাক্য শত ভাও করএ৫ বাখান॥
প্রতি গৃহে পদ্মিনী সুরূপা সুচরিতা।
দেখিতে৬ লজ্জিত হএ দেবের বণিতা॥
দুই ভিতে স্বর্ণ রত্ন রজতের হাট।
মধ্যভাগে কদর্য বর্জিত শুদ্ধ বাট॥
উচচ সিড়ি রজত কাঞ্চন কাচ চাল (?)।
নানাবিধ চিত্র তাহে করিআছে ভাল॥
হাটশালা নির্মল কুঙ্কুম লেপনে।
লক্ষ কোটি পসার মেলিছে জনে জনে॥
হীরা মণি মাণিক্য মুকুতা গজমুতি।
পুষ্প রাগ গোমেদ বিদ্রুম নানা জাতি৭॥
কুঙ্কুম আগর মেদ মৃগমদ বেনা।৮

পাঠান্তর

১ সুখ
২ মুখ
৩ পিন্ধএ
৪ 'পণ্ডিত সুজন' স্থলে 'সুজন পণ্ডিত'
৫ করন্ত
৬ দেখিলে
৭ গোমেদ—পীতমণি; বৈদূর্য মণি।
বিদ্রুম—রক্ত প্রবাল।
৮ আগর বা অগর—অগুরু চন্দন।
মেদ—সুপ্রসিদ্ধ গন্ধ দ্রব্য। নেপাল তরাই হইতে আমদানী হয়।
মৃগমদ—কস্তুরী; মৃগনাভি।
বেনা—সুগন্ধি বিশেষ; খস্‌খস্‌।

যাবক কর্পূর ভীমসেনী আর চীনা১ ॥
ফুলেল গোলাপ চুআ চন্দন আগর।
জরতারি পাটাম্বর সুচারু চামর॥
এই হাটে বিকাকিনি করে যেই জন।
আর হাটে তার কার্য নাহি কদাচন॥]২
কেহ রঙ্গ চাহে কেহ করে বিকাকিনি।
কার হওএ লভ্য প্রাপ্তি কার হওএ হানি।
সুন্দরী পদ্মিনী সবে দেয়ন্ত পসার।
প্রতি অঙ্গে সুশোভিত নানা অলঙ্কার॥৩
শিরেত কুসুম্বী চীর৪ মুখেতে তাম্বুল
রতন জড়িত কর্ণে শোভে কর্ণফুল॥
[ভুরু যুগ ধনুক কটাক্ষ বিশ্ববাণ।৫
নআনের শরে৬ মারে রাখিয়া পরাণ॥
অলক কপোলে যেন কমলেত অলি।
সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চুলি॥]৭

পাঠান্তর

১ ভীমসেনী—এক রকম কাপূর।
চীনা— ঐ
২ 'এই হাটে বিকাকিনি যার কিছু নাই।
আর হাটে তার কার্য কদাচিৎ নাই॥"
৩ প্রতি অঙ্গে শোভিত নানান অলঙ্কার।
৪ 'কুসুম্বী চীর' স্থলে 'সুন্দর বেণী'
৫ 'বিশ্ব (বিষ) বাণ' স্থলে 'তীক্ষ্ণ বাণ' বা 'বিষবাণ'
৬ 'নআনের শরে' স্থলে 'নয়ান সন্ধানে'—(আঃ পুঃ)
৭ বন্ধনী মধ্যস্থ অংশটি মূল হিন্দীর সহিত হুবহু মিলে না এবং আলাউল সবটার অনুবাদও করেন নাই; যথা:
"ভউঁহঁ ধনুখ তিক্ষ নয়ন অহেরী।
মারহিঁ বাণ খানি সউঁ ফেরী॥
অলক কপোল ডোনু হঁসি দেঁহী।
লাই কটাচ্ছ মারি জিউ লেহঁী॥
কুচ কংচুকি জানৌ যুগ সারী।
অঞ্চল দেহি সুভাব হি ঢারী॥

কুহক লাগাই মন হরি নেএ বলে।
বাঝাএ১ প্রেমের ফান্দে যত শত গলে॥
সত্যের আঞ্চল বস্ত্রে করিছে গোপন॥
খলের মানস অন্ধ তাহার কারণ॥
যেহেন স্বরূপা সব তেহেন চাতুরী।
নিজ প্রিয়তমা ভাবে মাত্র কামাতুরী॥
সুগন্ধি তাম্বুল কপূরের খিরউরী২।
স্বরূপ সুগন্ধি পুষ্প রাখিআছে ভরি॥৩

পাঠান্তর

কত খেলার হার তিহ্ন পাসা।
হাত ঝারি হোই চলহিঁ নিরাসা॥"

ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয় কৃত উপরোক্ত অংশের অনুবাদ দেখিলে কথাগুলি পরিষ্কার বুঝা যাইবে; যথা—
"ভুরু ধনু লৈয়া ফিরে শিকারী নয়ান।
চঞ্চল চাহনি ছুটে যেন চোখা বাণ॥
অলকের গুঙ্গা ডোলে কপোল উপরি।
হাসিয়া কটাক্ষ হানে জীউ লয় হরি॥
কাঁচুলী আবৃত স্তন পাশা যুগ্ম সারি॥
সুন্দর অঞ্চল ঢাল মন লয় কাড়ি॥
হাসিয়া কটাক্ষ হানে জীউ লয় হরি॥
বহুত জুয়ারী হারে খেলি সেই পাশা।
হাত ঝাড়ি চলি যায় হইয়া নৈরাশা॥"

এখন আমরা
"অলকা কপোলে যেন" ইত্যাদির অর্থ এরূপ করিতে পারি,—
"সুন্দরীর কপোলের উপর লম্বিত অলক হাসির সঙ্গে যখন দুলিয়া উঠে, তখন মনে হয় পদ্মের উপর ভ্রমর নড়িতেছে।"

১ বাঝাএ—আবদ্ধ করে; আটকায়। (আঃ পুঃ)

২ খিরউরী—হিন্দী শব্দ অর্থ—মসলাদার খয়েরের (খদিরের) গুলি, যাহা পানের সঙ্গে খাওয়া যায়। খয়ের হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে 'খিরৌরী' কহে।

৩ 'সুসৌরভে বেয়াপিত আছে সব পুরী' (আঃ পুঃ)

স্থানে স্থানে পণ্ডিতে পড়এ শাস্ত্র বেদ।
স্থানে স্থানে যোগ কথা আগমের ভেদ।।
কোন স্থানে সুপ্রসঙ্গ কহএ কৌতুকে।
কোন স্থানে নৃত্য কলা দেখাএ নর্তকে।।
কোন স্থানে ইন্দ্রজালে দেখাএ১ কুহক।
মিথ্যা বাক্য সত্য করে দেখাই চটক২ ।।
সেই নৃত্য চটকে ভোলএ যেই নরে।
গাঁঠির সঞ্চিত ধন হরি নেএ চোরে।।
যেই জন চতুর কৌতুকে দেখে রঙ্গ।
হরিতে না পারে চোরে নহে মনোভঙ্গ।।
অতি উচচতর গড় না পরশে দৃষ্টি।
অধোভাগ নিতান্ত৩ স্থাপন কূর্ম-পিষ্ঠি (পৃষ্ঠি)।।
হেটে গড় খাই অতি বঙ্কিম বিকট।
কদাচিত নিপতিত পাতাল নিকট৪ ।।
অধে উর্ধ্বে সে গড় বঙ্কিম নবখণ্ড।
উপরে উঠিলে মাত্র নিকটে ব্রহ্মাণ্ড৫ ।।
হেম গড়ের যত কাঙ্গুরা অদ্ভুত৬।
তারাগণ মধ্যে যেন সুধীর বিদ্যুত।।

পাঠান্তর

১ 'দর্শাএ—(আঃ পুঃ)

২ মিথ্যা কার্য
চটক—হিন্দী শব্দ—"চটক মটক সে টোনা লগা দেনা।" সম্ভবতঃ টোনাগিরি।

৩ বিশ্রান্ত

৪ কদাচিৎ কেহ গড়খাইতে পড়িলে
একেবারে পাতালের নিকট গিয়া পড়িবে;
(উহা এতই গভীর।)

৫ উপরে উঠিলে ব্রহ্মাণ্ডের নিকট যাওয়া যায়।

৬ 'হেন গড়ে রজত কাঙ্গুরা অদ্ভুত'—
কাঙ্গুরা—Bastions

জিনিআ লঙ্কার গড় অতি উচ্চতর১।
যেন দেখি প্রসিদ্ধ সুমেরু ধরাধর।।
[নিত্য গড় বর্জিআ২ চলএ শশী সুর।
নতুবা বাঝিলে৩ মাত্র রথ হএ চুর।।]৪
নব দ্বার সেই গড় বজ্রের কপাট।
রক্ষিগণ জাগএ রোধিআ বৈরীবাট৫।।
পঞ্চ কোতোআল সঙ্গে ফিরে অনুচর।
প্রবেশ করিতে নারে৬ দুর্জন তস্কর।।
সিংহ গজ মূর্তি করি৭ আছে দ্বারে দ্বারে।
দেখিলে৮ অচিন গজ পলাঅন্ত ডরে।।
কনক শিলার পৈঠা উঠিতে৯ সঞ্চারে।
বিনি সত্য বলে কেহ নারে উঠিবারে।।
উপরে দশম দ্বার হেটে নবখণ্ড।
তাহার উপরে রাজ-ঘড়িআল দণ্ড।।
[ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িআলে ঘন ফুকারএ।
কত নিদ্রা যাও জাগ প্রভাত সময়।।]১০

পাঠান্তর

১ মনোহর'—(আঃ পুঃ)
২ 'লঙ্ঘিআ'—
৩ বাঝিলে—স্পৃষ্ট হইলে।
৪ চন্দ্র ও সূর্য নিত্য সে গড় এড়াইয়া চলে; নতুবা সেই গড়ে বাঝিলে অর্থাৎ স্পৃষ্ট হইলে তাহাদের রথ একবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত।
৫ রুদ্ধিআ—
রোধিআ—রোধ করিয়া।
শত্রুগণের পথ রোধ করিয়া রক্ষিগণ জাগ্রত থাকে।
৬ প্রবেশিতে নাহি পারে:
৭ 'সিংহ করি মূর্তি গঠিআছে দ্বারে দ্বারে'—
৮ 'দেখিআ'—
৯ কনক শিলায় পৈঠা এমন কৌশলে নির্মিত যে, তাহাতে উঠা মাত্র উহা সঞ্চারিত হইয়া যায়, নড়িয়া যায়, আরোহী আর উঠিতে পারে না।
১০ 'ঘন ঘন ঘড়িআলে ঘড়ি ফুকারএ।
পন্থিক নিশ্চিন্তে কেনে চলিতে যুয়াএ।।'—(আঃ পুঃ)
'যাও জাগ' স্থলে 'যাও কেনে' বা 'যাও ওরে'' 'জাগ' স্থলে 'লোক'

জগত দণ্ডন দণ্ড পড়ে দণ্ডে দণ্ডে।
কি সুখে নিশ্চিন্তে আছ মৃত্তিকার ভাণ্ডে॥
পলে দণ্ডে প্রহরে প্রহরে দিন যাএ।
পন্থিক নিশ্চিন্তে কেনে রহিতে যুআএ॥১
রহট ঘটীর তুল্য২ সংসার নিশ্চয়।
উর্ধ্ব মুখে ভরে অধোভাগে নিঃসরএ॥৩
গড়ের উপরে নীর ক্ষীর দুই নদী।
জল ভরে রামাগণে৪ যেহেন দ্রৌপদী॥
আর এক কূপ আছে নাম মুক্তাসর।
অমৃত সমান জল কদম কাপুর॥
সেই কূপ জল মাত্র নরপতি পীএ।
বৃদ্ধ হএ তরুণ বহুল অব্দ জীএ॥
কাঞ্চন বরণ এক তরু৫ তার পাশে।
যেন কল্পতরু৬ শোভে ইন্দ্রের নিবাসে॥
স্বর্গ লগ্ন শাখা তার মূল রসাতল।
জগ জনে শ্রদ্ধা করে খাইতে সে৭ ফল॥
যেই জনে সেই ফল করএ ভক্ষণ।
শত অব্দ জরাজীর্ণ সরস লক্ষণ॥

পাঠান্তর

১ কত নিদ্রা যাও হৈল প্রভাত সময়॥—(আঃ পুঃ)
২ 'রহটের ঘটী প্রায়'
রহট—(হিন্দী শব্দ)—অর্থ—পুরবট আর ঘট্ট।
আরঘট্ট বাঙ্গালায় 'অরঘট্ট'—অর্থ—"কূপ হইতে জল তুলিবার কাষ্ঠ নির্মিত যন্ত্র।"
আমার মনে হয়, এখানে 'রহট ঘটী' মানে তলদেশে ছিদ্রযুক্ত ঘটী (কলসী) বলিলে অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায়।
'পুরবট' শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই।
৩ উর্ধ্ব মুখে ভরে পুনি অধে নিঃসরএ
৪ রামাকুল
৫ 'তরু' স্থলে 'বৃক্ষ'
৬ 'কলপ দ্রুম'
৭ 'সে' স্থলে 'তার'

গড় পরে চারি গড়পতির নিবাস।
সুবর্ণ নির্মিত চারু সুন্দর আওয়াস।।
পরশ পাষাণ১ লাগাইছে গড় দ্বার।
রূপবন্ত বলবন্ত ভাগ্যবন্ত আর।।২
সুখ ভোগ বিলাস করন্ত জনে জনে।
দুঃখ চিন্তা বৈরি৩ ভাব নাহি কার মনে।।
ঘরে ঘরে সকলের সুবর্ণ চৌআরি৪।
বসিআ কুমার সবে খেলাঅন্ত সারি৫।।
[দায় বুঝি খেলাঅন্ত সবে পড়ে পাশা।
নাম ছাড়ে খেলিআ না ছাড়ে গড় আশা৬।।]
স্থানে স্থানে ভাটে পড়ে৭ কীরিতি বহুল।
কোন কীর্তি নহে দান খড়গ সমতুল।।৮
রাজদ্বারে হস্তিগণ বান্ধিছে অপার।
পর্বতে হইছে যেন জলদ৯ সঞ্চার।।
সামর্থ্য ভূষিত সব দেখিতে সুন্দর।
গিরিবর হন্তে যেন নামে অজাগর।।১০

পাঠান্তর

১ 'পাষাণ' স্থলে পাথর
২ রূপবন্ত ভাগ্যবন্ত ধনবন্ত আর
৩ 'রিস ভাব'
৪ চৌআরি—(হিন্দী)—চতুঃপাঠ ; চতুঃশালা—বৈঠক
৫ সারি—পাশা
৬ দায় বুঝি খেলে সবে শুভ পড়ে পাশা।
নাম ছাড়ে খেলিআ না ছাড়ে গড় আশা।।- (আঃ পুঃ)
৭ 'পড়ে' স্থলে 'করে'—পাঠান্তর (আঃ পুঃ)
৮ হিন্দীতে এচরণের স্থলে আছে,—
'পাসা ঢরহ খেলি ভলি হোই।
খরগ দান সরি পুজ ন কোই।।'
অর্থাৎ "ইয়ে কুঙর খরগ চালানে মে
ঔর দান দেনে মে বড়ে বাহাদুর হৈ।
৯ জীবন
১০ গিরি হন্তে যেহেন লামিছে অজাগর

শ্বেত শ্যাম রক্ত ধূম্র ধরে মেঘবর্ণ।
মদমত্ত গর্বধারী বিলোলিত কর্ণ॥
গর্জন[১] মেঘের তুল্য বর্ণ মেঘাকার।
স্বর্ণ পাটা শোভে তাহে বিদ্যুৎ[২] সঞ্চার
নিঠুর প্রবল দণ্ড কুলিশ লক্ষণ।[৩]
সতত গলিত মদ ঘন বরিষণ॥
মহাগড় পর্বত ইঙ্গিতে যাএ চলি।
বৃক্ষ উকারিআ ঝারি মুখে দেন্ত তুলি॥[৪]
নানা জাতি[৫] নানা বর্ণ বহু তুরঙ্গম।
দৃষ্টি পাছে করি চলে অতুল বিক্রম॥
উশ্বাস লইতে স্বর্গে লাগে হয় শির।[৬]
সমুদ্রে ধাইতে না পরশে পদে নীর॥
আরোহণ মাত্রে স্থির নহে কদাচন।
অতি রিষে ধরি লৌহ করএ চর্বণ॥
বায়ু আরোহণ করে ধরণী তেজিআ।
যথা প্রভু ইচ্ছা যাএ নিমেষে চলিআ॥
নৃপতির সভা অতি সুচারু লক্ষণ।
যেন ইন্দ্র সভা শোভে অমরা ভুবন॥
চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ।
তার মাঝে স্থাপি আছে[৭] রত্ন সিংহাসন॥
সেই সিংহাসনে বৈসে গন্ধর্ব নরেশ।

পাঠান্তর

১ গর্জএ
২ বিজুলী
৩ নিঃসরি কুলিস দণ্ড প্রবল লক্ষণ
৪ দেন্ত মুখে তুলি ও 'মুখে দেএ তুলি'
৫ দেশী।
৬ 'উশ্বাস' স্থলে 'আশোআস'
মূল হিন্দী 'উসাস'—অর্থ—নিঃশ্বাস। আশোআস—অর্থও ঐ।
হয়—অশ্ব।
'স্থাপন আছে'—
ও 'আছে স্থাপি'—

প্রকাশে কমল শোভা দেখিআ১ দিনেশ ।।
কেহ কেহ হস্তক সহিতে পড়ে বেদ।
কেহ সুপ্রসঙ্গ কহে পুরাণের ভেদ ।।
নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গাহে গীত।
কেহ কেহ নানা যন্ত্র বাহে সুললিত ।।
কুঙ্কুম কস্তুরী চুআ চন্দন আগর।২
আমোদ সৌরভে সব দেশ ভরিপুর ।।
সুরূপ সুস্বর আর সুগন্ধি পুরিত।
দেখিতে শুনিতে সুর মুনি আমোদিত ।।৩
উচচতর সপ্তখণ্ড নৃপতি আওআস।
সুবর্ণের ভূমি তথা সুবর্ণ আকাশ ।।
কাপুর গঠন সব সুবর্ণ ইটাল।
হীরামণি রত্ন জড়ি আছে অতি ভাল ।।৪
নানাবিধ চিত্র করিআছে চিত্রকরে।
একমূর্তি দেখিতে নানা৫ মূর্তি ধরে ।।
স্থানে স্থানে স্বর্ণ স্তম্ভ৬ দেখিতে শোভিত।
দিনমণি সম জ্যোতি মাণিক্য জড়িত ।।
দেখিতে নির্মল অতি নৃপগৃহ শোভা।
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীন প্রভা ।।
সপ্ত খণ্ড গৃহ সপ্ত বৈকুন্ঠ দোসর।
ভ্রমিতে আছএ বাট খণ্ড খণ্ড পর।
সেই গৃহে ষোড়শ যে সহস্র পদ্মিনী।
সুন্দর সুঠান চারু অপসরা জিনি ।।
[সুকোমল মৃদু তনু পোতলি আকার।

পাঠান্তর

১ 'দেখিলে'—
২ 'চন্দন কুঙ্কুম চুয়া কস্তরী কাপূর'
'চন্দন সুগন্ধি চুয়া কস্তুরী কাপুর'
৩ সুর মন
সুর মুনিহ মোহিত
৪ হীরামণি রত্ন জড়ি গঠিআছে ভাল
৫ নানা ভাতি
৬ হেম স্তম্ভ।

সুগন্ধি তাম্বুল রাগ এই সে আহার ।।]১
সকলের মুখ্য দেবী জগ মনোরমা।
চম্পাবতী রাণী জিনি রম্ভা তিলোত্তমা ।।
নৃপতির প্রিয়তমা সোহাগে আগলি।
নিত্য নব প্রেমে স্বামী-সেবাএ কুশলী ।।
সকল দ্বীপের২ মাঝে শ্রেষ্ঠ সেই রাণী।
তাহাতে জন্মিল কন্যা দ্বাদশ৩ বরণী ।।
বত্রিশ লক্ষণ যুতা কুমারীর রূপ।
তার ছায়া হস্তে হৈল সিংহল সুরূপ ।।

পাঠান্তর

১ মূল হিন্দীতে এই পদ এরূপ—
"অতি সু-রূপ অউ অতি সু-কুঁবারী
পান ফুল কে রহহিঁ অধারী ।।"
অর্থাৎ (ষোড়শ সহস্র পদ্মিনীগণ সকলেই অত্যন্ত সুন্দরী ও অতি সুকোমল তনু) তাহারা (কেবল) পান আর ফুল কে আধার সে রহতী হৈ—অন্ন ন খাঁতী (living on betel and on flowers) আধার—চট্টগ্রামে পক্ষীর খাদ্যকে 'আধার' বলে।

২ 'দ্বীপের' স্থলে 'দেবীর'
'দেবীর' পাঠ দিলে মূলের সহিত মিল হয় না বটে কিন্তু একটা অর্থ হয়। রাজার অনেক রানী ছিলেন; তন্মধ্যে চম্পাবতী রানী ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠা।

৩ "দ্বাদশ বরণী" স্থলে "দোয়াদশ বাণী"—আঃ পুঃ ও ৭০৬নং পু।

মূল হিন্দীপাঠ এরূপ :
'সকল দীপ মহঁ চুনি চুনি আনী।
তিহ্ন মহ দীপক বারহ বানী ।।'
'রাজা গন্ধর্ব সেন সব দ্বীপো মে সে জিন জিন রানিয়া চুন চুন করলে আয়ে হৈ, তিন মে (চম্পাবতী) দ্বাদশবর্ণ দীপক হৈ'
—অর্থাৎ প্রজ্বলিত দীপ-শিখা সী হৈ।
আমার মনে হয় তাহাতে জন্মিল কন্যা 'দোয়াদশ বাণী' বা 'দ্বাদশ বরনী' বলিতে পদ্মাবতীকেই বুঝান হইয়াছে—রানী চম্পাবতীকে নহে। 'তাহাতে' শব্দে দুই অর্থ হইতে পারে—'সেই দ্বীপেতে' বা রানী চম্পাবতীতে'। পরে বত্রিশ লক্ষণযুতা কুমারী বলিতেও সেই 'পদ্মাবতীকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিবেদী মহাশয় কিন্তু 'রাণীচম্পাবতীকেই নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। 'বারহ রাণী' বা 'দোয়াদশ বানী' হিন্দীপ্রয়োগ। উহার 'দ্বাদশবর্ণ দীপক' অর্থ ঠিক কিনা আমি বুঝি না। বাঙ্গালায় 'বাণী' অর্থে বর্ণ বুঝায় না। প্রাচীন লিপিকারগণ সম্ভবতঃ এজন্যই 'দোয়াদশ বানীকে 'দ্বাদশ বরণী' করিয়াছেন।

পদ্মাবতীর জন্ম

কন্যাকে জন্মাইবে হেন১ বিধি অনুমানি।
অতি রূপে সৃজিলেক চম্পাবতী রানী॥
হেন কন্যা বিধি জন্মাইল সেই ঠাম।
তেকারণে ধরিল সিংহল দ্বীপ নাম॥২
[প্রথমে কন্যার জ্যোতি ধরিল আকাশ।
পিতৃ মৌলি মণি হৈল তার অবশেষ॥
পুনি সেই জ্যোতি আইল মাতৃগর্ভান্তর।
তাহা হোন্তে পাইল বহু উদরে আদর॥]৩
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন নিতি বাড়ে কলা।
দিনে দিনে দেবীর যে শরীর নির্মলা॥৪
অঞ্চল অন্তরে যেন দীপের উজ্জ্বল (ঔজ্জ্বল্য?)
তেহেন দেবীর হিআ হইল নির্মল॥
সম্পূর্ণ হইল যদি শুভ দশমাস।
জন্মিলেক পদ্মাবতী জগতে প্রকাশ॥
রজনী হইল প্রভা দিবস আকার।
সঘন তিমির জিনি বিদ্যুৎ সঞ্চার॥

পাঠান্তর

১ কন্যাক জন্মাইতে
কন্যাকে নিৰ্মিতে
২ তেকারণে সিংহল নগর হৈল নাম বা 'ধরে নাম'
৩ বন্ধনী মধ্যস্থ অংশের অর্থ—"কন্যার জ্যোতিঃ প্রথমে আকাশে উদ্ভূত হয় ও তথা হইতে পিতৃ মৌলিতে (মস্তকে) মণি রূপে জন্মে। পরে সেই জ্যোতি (মণি) মাতৃগর্ভে যায় এবং তথায় বিশেষ আদর প্রাপ্ত হয়।"
৪ দিনে দিনে হএ দেবী শরীর নির্মলা

লাজে পূর্ণচন্দ্র দিনে দিনে হএ ক্ষীণ।
সংসার ছাড়িআ লুকাঅন্ত১ দুই দিন।।
অল্প অল্প করি২ পুনি হএ পূর্ব রীত।
নিষ্কলঙ্ক তার তুল্য নহে কদাচিত।।
পদ্মাগন্ধ প্রসারিআ জগত ভেদিল।৩
সেই দীপে অলিকুল পতঙ্গ হইল।।
উৎসব আনন্দে সপ্ত দিন নির্বহিল।
প্রভাতে পণ্ডিত বিপ্রগণ আনাইল।।৪
শুভ ক্ষণে শুভ লগ্নে হইছে উৎপত্তি।
কন্যা রাশি কন্যা নাম থুইল পদ্মাবতী।।
ভাগ্যের মাণিক্য জ্যোতে উজ্জ্বল ললাট।।
কীর্তি শুনি নৃপগণে তেজিবেক পাট।।
অবতীর্ণ হৈল কন্যা সিংহল নগর।
জম্বু দীপ হন্তে আসিবেন্ত যোগ্য বর।।
জন্মপত্র লেখিআ করিল আশীর্বাদ।৫
ঘরে গেল বিপ্রগণ পাইআ প্রসাদ।।
পঞ্চম বরিষ৬ যদি হৈল রাজবালা।
পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্র শালা।।
শাস্ত্র বেদ পড়ি কন্যা হৈল গুণবান।৭
চতুর্দিকে৮ নৃপগণে শুনিল বাখান।।

পাঠান্তর

১ পলাঅন্ত
২ বাড়ি
৩ 'প্রসারিআ' স্থলে 'প্রকাশিআ' (আঃ পুঃ)
'ভেদিল' স্থলে 'বেড়িল'
৪ 'গণ আনাইল' স্থলে 'গণিতে আইল'
৫ 'জন্মপত্র' স্থলে 'জন্ম পঞ্জী'
'করিল' স্থলে 'করিআ'
৬ 'বৎসর'
৭ মোহন পণ্ডিত হৈল কন্যা গুণবান।
৮ 'চারিদিকে'

সিংহল দ্বীপের রাজকন্যা পদ্মাবতী।
মোহন সুরূপ সুপণ্ডিতা গুণবতী।।১
যেন রূপ তেহেন পণ্ডিত গুণনিধি।
কাহার সংযোগে জানি সৃজিলেক বিধি।।
যাহার হইব অতি২ ভাগ্যের উদয়।
হেন রূপ গুণ কন্যা দিব দয়াময়।।৩
সপ্ত দ্বীপ হন্তে যত আইসন্ত বর।৪
ফিরি ফিরি যাএ সবে না পাই উত্তর।।৫
মনে গর্ব করে রাজা আমি ইন্দ্রতুল।
কারে সমর্পিমু কন্যা৬ না জানিএ মূল।।
সম্পূর্ণ হইল যদি দ্বাদশ বৎসর।
হইল সংযোগ যোগ্য ভাবে নৃপবর।।
সপ্ত খণ্ড সাজাইআ সোনার৭ আওআস।
সখীগণ সঙ্গে তথা দিলেক নিবাস।।৮
নবীন বয়সী সব রসের সঙ্গিনী।
কমল নিকটে যেন শোভে কুমুদিনী।।৯
কন্যা পাশে শুক এক অতি অনুপাম।১০
মোহন পণ্ডিত হীরামণি তার নাম।।

পাঠান্তর

১ মোহন পণ্ডিতা সুচরিতা গুণবতী
২ হেন
৩ হেন রূপ কন্যা তারে দিব দয়াময়
বা
তারে হেন রূপ কন্যা দিব দয়াময়
৪ যত রাজ রাজেশ্বর
৫ ফিরিআ যায়ন্ত সব
৬ কাহারে সঁপিব কন্যা
৭ সুবর্ণ
৮ সখীগণ সঙ্গে দিল তথাতে নিবাস
'দিলেক' স্থলে 'দিলেন্ত'
৯ কমলিনী
১০ বড় মনোরমা

বিধির দাতব্য পক্ষী হৃদে জ্ঞান জ্যোতি।
নআনে রতন মুখে বরিখএ১ মুতি॥
সতত শুকের প্রতি অতি২ অনুরাগ।
কাঞ্চন রতনে জনু মিলিল সোহাগ॥
নানা রঙ্গে শুক সঙ্গে পড়ে শাস্ত্র বেদ।৩
ব্রহ্মার দোলএ শীর্ষ শুনি অর্থ ভেদ॥৪
উপনীত৫ হৈল আসি যৌবনের কাল।
কিঞ্চিৎ ভুরুর ভঙ্গ বচন রসাল॥
আড় আঁখি বঙ্ক দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে৬ হএ।
ক্ষেণে ক্ষেণে লাজে আসি তনু সঞ্চারএ॥
সম্বরএ গীমহার কটির বসন।
চঞ্চল হইল আঁখি ধৈরজ গমন॥
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেত আইসে যাএ।৭
প্রেম রস কথা ক্ষেণে ক্ষেণে মনে ভাএ॥৮
অনঙ্গ সঞ্চরে অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে।
আমোদিত পদ্মগন্ধ৯ পদ্মিনীর অঙ্গে॥
নানা পরিমল অঙ্গে করে বিলেপন।
সহজে তেজিল অলি পুষ্পের কানন॥
চন্দনের বৃক্ষ তনু পৃষ্ঠে নাগ বেণী।
শেষে আইল রক্ষক ললাটে চন্দ্র গুণী॥১০

পাঠান্তর

১ বরিষএ
২ বড়
৩ লাগিছে
৪ শাস্ত্রভেদ
৫ উপাসন
৬ ক্ষেণে ক্ষেণে
৭ চোর ভেসে অঙ্গেত অনঙ্গ আইসে যাএ, 'রূপে' স্থলে 'বেশে'
৮ বিরহ-বেদনা
৯ পুষ্পগন্ধ
১০ চন্দ্রমণি

কামধনু জিনিল ঈষৎ ভুরুভঙ্গ।
কটাক্ষে হরএ প্রাণ নআন কুরঙ্গ॥
শুক চঞ্চু নাসিকা কমল মুখে শোহে।
পদ্মিনীর মুখ দেখি মুনিমন১ মোহে।
অধর মাণিক্য তুল্য দন্ত যেন হীরা।
হিআ হরজিত কুচ কনক জামিরা॥
কেশরী জিনিআ কটি২ মত্ত গজগামী।
সুর গজে দেখিআ মস্তকে ধরে ভূমি॥
সংসারে নাহিক৩ দৃষ্টি নআন আকাশে।
যোগী যতি তপ সাধে দরশন আশে॥
নিত্য শুক সঙ্গে রস কথা সুমধুর।
হৃদয়ে জন্মিল কিছু প্রেমের অঙ্কুর॥
শুনি শুক প্রতি ক্রুদ্ধ হইল রাজন।
রসভাব বচনে টলাএ সতী মন॥৪
এই শুক বুদ্ধি হোন্তে কন্যা হৈব নাশ।
রাখিতে উচিত নহে শুক তার পাশ॥
নৃপতির আজ্ঞা হৈল শুক মারিবার।
শুনিয়া ধাইল সব যেহেন মার্জার॥
ধাইরে করিল আজ্ঞা করিয়া ইঙ্গিত।
কন্যার গোপনে শুক মারিতে ত্বরিত॥
হিত তত্ত্ব নরপতি যতেক কহিল।
কন্যা আপ্ত সখী সব সে মর্ম জানিল॥
শুনিয়া রহস্য সব ঈশ্বরের ঠাঁই।
কহিলেন্ত সর্ব তত্ত্ব ইঙ্গিতে বুঝাই॥

পাঠান্তর

১ "যোগি-মন" ও "জগজন"
২ মাঝা
৩ সংসারেত নাই
৪ রসভাষ বচনে টলএ মুনি-মন (আঃ পুঃ)

পদ্মাবতী শুনিআ এসব বিবরণ।
পরম যতনে শুক রাখিলা১ গোপন।।
মধুর বচনে কন্যা করে পরিহার।
কহিঅ পিতার পদে২ মিনতি আমার।।
পক্ষী জাতি হীন মতি কিবা বুদ্ধি তার।
সবে মাত্র জানে দুই উড়ন আহার।।
হৃদয় নআন যার না হৈছে প্রকাশ।
বুধ জনে তার বাক্য না করে বিশ্বাস।।
রত্ন মণি না করে৩ ডালিম্ব বীজতুল।
হেম হস্তে 'ধিক জানে বনফল মূল।।৪
সবে ফিরি গেল শুনি কন্যার উত্তর।
ত্রাস যুক্ত শুকবর কম্পিত৫ অন্তর।।
কন্যা সম্বোধিআ কহে ছাড়িআ নিশ্বাস।
এবে আমা আজ্ঞা দেও যাই বন দেশ।।৬
যেই সেবকেরে স্বামী চাহে মারিবার
কোন মতে নাহিক তাহার৭ প্রতিকার।।
তোমার প্রসাদে মুঞি ছিলুম মহা সুখে।৮
যেই ইচ্ছা সেই খাইলুং মনের কৌতুকে।।
এই সে দারুণ দুঃখ রৈল মোর মনে।৯
নারিলুম করিতে সেবা তোমার চরণে।।

পাঠান্তর

১ করিলা
২ কহিও পিতৃর আগে
৩ রত্ন মুক্তা না জানে
৪ হেম হস্তে বনফল জানে 'ধিক মূল
'অধিক' অর্থে 'ধিক' ব্যবহার লক্ষণীয়
৫ রহিল..........(আঃ পুঃ)
৬ আজ্ঞা দেয় (দেও) এবে আমি যাই বনবাস (আঃ পুঃ)
৭ তাহার নাহিক
৮ 'নানা সুখে' ও 'বহু সুখে'
৯ এই দুঃখ সতত রহিল মোর মনে

নারিলুম শুনিতে সুধা বচন তোমার।
না পারিলুম নিজ মনোবান্ছা পুরিবার।।
পড়শী হইলে বৈরী১ গৃহে সুখ নাই।
শত্রু হৈলে নৃপতি দেশেতে নাই ঠাঁই।।২
যেই ঘরে আছএ মার্জার কাল রূপ।
পক্ষীর নিকট মৃত্যু জানিও স্বরূপ।।
পদুত্তর দিল কন্যা করি বহু মায়া।
বিনি জীবে কেমতে রহিব শূন্য কায়া।।
হীরামণি শুক তুমি পক্ষী প্রাণসম।৩
তোমাকে সেবিতে মনে না লাগে ভরম।।৪
তোমার বিচ্ছেদ মোর না সহে পরাণে।
পিঞ্জর করিআ হিআ রাখিমু যতনে।।
আমি নর জাতি তুমি পক্ষী শুদ্ধ মতি।
কোনে কি করিব যথা ধরম৫ পিরীতি।।
পিরীতি পর্বত ভার যদি৬ লৈলুম কান্ধে।
এড়াইতে না পারে বাঝিলে প্রেম ফান্দে।।
যত দিন মোর ঘটে আছএ জীবন।৭
কোন চিন্তা না করিবা শুক কদাচন।।৮
বহুল প্রকারে কন্যা করিল আশ্বাস।
তথাপিহ শুক মনে৯ রহিল তরাস।।

পাঠান্তর

১ শত্রু
২ শত্রু হৈলে ঈশ্বর রাজ্যেতে নাই ঠাঁই।
ঈশ্বর হইলে ক্রুদ্ধ দেশে নাই ঠাঁই।
৩ 'পক্ষী প্রাণসম' স্থলে 'মোর প্রিয়তম'
৪ মনে নাহিক ভরম
৫ ধর্মের
৬ তুলি
৭ যতদিন আছে ঘটে মোহর জীবন
'ঘটে' স্থলে 'কন্ঠে'
৮ ততদিন চিন্তা না করিব কদাচন
৯ তথাপি শুকের মনে

মান সরোবরে পদ্মাবতীর তীর্থ-স্নান-যাত্রা

যমক ছন্দ

একদিন তীর্থ স্নান হইল উপাসন।
মান সরোবরে কন্যা করিল গমন॥
সখীগণ সঙ্গে কন্যা সুবেশ করিআ।১
নানা বর্ণ সুবসন ভূষণ রচিআ॥২
জনে জনে পরিআ রত্ন আভরণ।
নানা পরিমল অঙ্গে করিআ লিপন॥৩
নানা অলঙ্কার বাস নানা পরিমলে।
ঋদ্ধ৪ সিদ্ধ মুনি তপস্বীর মন টলে॥
নানা বর্ণ পুষ্প যেন ফুটিছে উদ্যানে।
তারক মণ্ডল যেন সুধাকর সনে॥
হাসিতে খেলিতে মন হৈল উল্লসিত।৫
সরোবর তীরে গিআ হৈল উপনীত॥৬
উচাটন হইল মন সরোবর দেখি।৭
পদ্মাবতী সম্বোধিআ কহে সব সখী॥

পাঠান্তর

১ 'রচিআ'
২ 'করিআ'
৩ 'করি বিলেপন'
৪ ঋদ্ধ—তেজঃসম্পন্ন।
৫ 'হরষিত'—পাঠান্তর
৬ সরোবর কুলে আসি হৈল উপস্থিত"
৭ 'উচাটন' স্থলে 'উৎসব;' 'মন' স্থলে 'মনে'

[আপনার মনে কন্যা দেখহ বিচারি।
পিতৃগৃহে কন্যার রহন দিন চারি ॥]১
যে কিছু খেলিবা কন্যা আজু লও খেলি।২
কালি শ্বশুরালে গেলে কোথা রস কেলি ॥৩
[নিজগত না হইব আপনা ইচ্ছা মন।
সখীগণ সঙ্গে পুনি কোথাতে মিলন ॥]৪
শাশুড়ী ননদী বাক্য বিষ বরিষণ।
স্বামী সেবা ভক্তি মাত্র উপায় কারণ ॥৫
সরোবরে আসিআ পদ্মিনী সমুদিত।৬
খোপা খসাইআ কেশ কৈল মুকুলিত ॥
সুগন্ধি শ্যামল ভার ধরণী ছুঁইল।৭
চন্দনের বৃক্ষ যেন নাগিনী বেড়িল ॥৮
কিবা মেঘাড়ম্বে জগ হৈল৯ অন্ধকার।
বিধুন্তুদ আইল১০ কিবা চন্দ্র গ্রাসিবার ॥

পাঠান্তর

১ আপনা মনেত কন্যা চাহত বিচারী
পিতার গৃহেত কন্যা রহে দিন চারি—"
বা
'হাসি খেলি পিতৃগৃহে আছে দিন চারি'
২ 'যে কিছু খেলিতে ইচ্ছা আজু লও খেলি' বা
যে কিছু খেলিতে মন লও আজু খেলি' বা
'যে কিছু খেলন যোগ্য'............"
৩ 'চাতুরালি'............"
৪ 'নিজ ইচ্ছাগত নহে আওন যাওন।
সখীগণ সঙ্গে কোথা হইব মিলন ॥'—" (আঃ পৃঃ)
অথবা "পুনি সে মিলন")–"
৫ 'জীবন—"
৬ 'উপস্থিত'—"
৭ 'ধরণী ছুইল' স্থলে 'ছুইল ধরণী'—(আঃ পুঃ)
৮ বেড়িল নাগিনী..........(আঃ পুঃ)
৯ কৈল
১০ আসিল

দিবস সহিতে১ সুর হইল গোপন।
চন্দ্র তারা লৈআ নিশি হৈল উপাসন॥
ভাবিআ চকোর আঁখি পড়ি গেল ধন্দ।
জীমূত সময়ে কিবা প্রকাশিত২ চন্দ॥
হাস্য সৌদামিনী তুল্য কোকিল বচন।
ভুরুযুগ ইন্দ্র ধনু৩ শোভিত গগন॥
নআন খঞ্জন দুই সদা কেলি করে।
নারাঙ্গ জিনিআ কুচ সগর্ব আদরে॥
সরোবর মোহিত৪ কন্যার রূপ হেরি।
পদ পরশন হেতু করএ লহরী॥৫
উপরে থুইআ সব বস্ত্র আভরণ।৬
সরোবর মধ্যে প্রবেশিল রামাগণ॥৭
[কুরলএ কেশ যেন বিষধরগণ।
বআন কমল মাঝে নআন খঞ্জন॥]৮
কন্যাকুল পরশে আনন্দ সরোবর।
তীর জিনি উঠে জল করিআ লহর॥
এমত শত গুণ যেবা দেখএ কৌতুক।
কিবা মৃতবৎ কিবা প্রাপ্তি রাজসুখ॥

পাঠান্তর

১ দিন শেষ হইতে
২ প্রকাশিল
৩ কামধেনু
৪ মোহিল
৫ কন্যাকুল দেখিআ আনন্দ সরোবর।
পদ পরশন হেতু করএ লহর॥
৬ উপরে রাখিআ সবে বস্ত্র অলঙ্কার।
৭ প্রবেশিল রামাগণ জলের মাঝার॥
৮ রামাগণের (পদ্মাবতীর ও সখীগণের) কেশ দাম বিষধর সর্পের মত জলের উপর ভাসিতেছে আর বদন কমলের মাঝে নয়ন খঞ্জন (নৃত্য করিতেছে)।

কেহ কেহ সান্তরএ সরোবরে১ পশি।
লাজে তীর ছাড়ি জলে গেল রাজহংসী ।।২

মোর জলে স্নান করে চন্দ্র তারাগণ।
কমল কুমুদ কত আছে মোর সন ।।

চকোআ চকোয়ী হন্তে৩ হইআ বিচ্ছেদ।
প্রাণনাথে কহে কথা মনে করি খেদ ।।

এক চন্দ্র দেখিএ গগনে নিশাকালে।৪
দিবসে দোসর চন্দ্র প্রকাশিছে জলে ।।৫

হেনকালে পদ্মাবতী শশধর-মুখী।
মধুর বচনে কহে শুন সব সখী ।।

শ্যামলী শ্যামলী সঙ্গে গৌরী সঙ্গে গৌরী।
জোড়ে জোড়ে হার লই খেল বাদ করি ।।
জলেত ফেলিআ হার তোল একবারে।
হার হারে যেই জনে তুলিতে না পারে ।।
বুঝিআ খেলিঅ খেলা রাখিঅ মহত্ত্ব।
নিজ হার নহে যেন পর হস্তগত ।।
ছন্দ বন্ধ থাকিতে খেলহ সাবধানে।
খেলি গেলে খেলা নাই ভাবি দেখ মনে ।।৬
যেই ইচ্ছা তেনমত প্রেম খেলা খেল।
তেল ফুল সঙ্গে হএ ফুলাএল তেল ।।৭

পাঠান্তর

১ জলান্তরে
২ গেল জলান্তরে হংসী বা গেল জলে রাজহংসী।
৩ চকোর চকোরী
৪ একচন্দ্র গগনে দেখি নিশকালে
‘দেখিএ গগনে’ স্থলে গগনে দেখিল
৫ দোয়াশ
প্রকাশিছে স্থলে প্রকাশিত
৬ বুঝি চাহ
৭ মূল হিন্দীতে আছে—
“তেল হি ফুলহি সংগ জউঁ।
হোই ফুলাএল তেল ।।”
“যৈসে তেল আর ফুল কে সংগ সে ফুলেল
তেল হোতা হৈ ।।”
ফুলাএল—ফুলেলা, ফুসলে।

তার মাঝে এক সখী খেলা না জানিল।
চিত্ত অচেতন হই১ হার হারাইল॥
[ছিন্নপদ্ম সম মুখ হৈল সুবদনী।২
কাহাকে দোষিমু হার হারিলু৩ আপনি॥]
কি লাগিআ এথাত আইলুং খেলিবার।
হাতের সঞ্চিত ধন হারাইলুং হার॥
ঘরে গেলে পুছিবেক৪ জনক জননী।
কি বুলি উত্তর দিমু মুখে নাই বাণী॥৫
নিঝরে ঝরএ মুক্তাপ্রায় আঁখি লোর।৬
সখীগণে বোলে বালা কেনে মতি ভোর॥
কেনে হেন রূপে কান্দ হার হারাইআ।
হারাইলে হার তুমি লওত হেরিআ॥৭
সখীগণে ডুব দিআ বিচারিআ চাহে।
কার হাতে মুকুতা শামুক কেহ পাএ॥৮
সরোবর পাইল যদি কন্যাবর ছায়া।৯
পরশ পরশে যেন লৌহ স্বর্ণ কায়া॥
হইল নির্মল সেই১০ পদ পরশনে।
পাইল অতুল রূপ রূপ দরশনে॥১১

পাঠান্তর

১ চিত্তেত বিভোর
২ চন্দ্রমুখ মলিন হইল সুবদনী
ছিন্ন পদ্ম না ছিন্নপত্র?
৩ হারাইলুং
৪ জিজ্ঞাসিব
৫ কি উত্তর দিমু মুখে না ফুরএ বাণী
'মুখে নাই বাণী' স্থলে 'মুই অভাগিনী"
৬ জলধার
৭ হারাইলি হার তুই লহরে হেরিআ
হারাইলে রত্ন পুনি লও বিচারিয়া
৮ কার হাতে শামুক মুকুতা কেহ পাএ
৯ সরোবরে যদিসে পাইল কন্যা ছায়া
১০ জল
১১ রূপের দর্শনে

সেই অঙ্গ পরশনে১ মলয়া সমীর।
সুসৌরভ শীতল হইল গতি ধীর॥
ততক্ষণে ডুবা হার২ পাই এক সখী।
অতুল হরিষ হৈল শশধর মুখী॥
শশধর কিরণে কুমুদিনী প্রকাশিত।
যেন মত৪ দেখিল হইল তেন রীত॥
শশীমুখী কন্যার মুকুর নিরমলে।
যাহার যেমত রূপ দেখিল সকলে॥
আঁখি পদ্ম দেখিল নির্মল অঙ্গ নীর।
রাজহংস গমন দশন যেন হীর॥

পাঠান্তর

১ সে অঙ্গ পরশ হেতু
২ ডুবি হার
৩ চন্দ্রের
৪ যে যেমতে

শুকের পলায়ন

এথা সরোবরে কন্যা করে জল কেলি।
মন্দিরে থাকিআ শুক বুদ্ধি পরিকলি॥১
মনে ভাবে যাবতে শরীরে আছে পাখা।
প্রাণ লৈআ যাম যথা বনবৃক্ষ শাখা ॥
এই মনে ভাবি শুক চলিল সত্বর।
মহাবনে চলিআ গেলেন্ত দিগান্তর॥৩
শ্রান্ত হই বসিলেক৪ বৃক্ষের উপর।
[পক্ষী সব দেখি কৈল বহুল আদর॥৫
নানা ফল আনিআ দিলেক খাইবার।]
যাবত জীবন আছে না টুটে আহার॥
পাইআ ভোগত মনে জন্মিলেক৬ সুখ।
বিস্মারিল পাইল মনেতে যত দুঃখ॥
আএ প্রভু নিরঞ্জন বিধির বিধাতা।৮
যত জীব জন্তু সকলের জীব কর্তা॥৯

পাঠান্তর

১ বুদ্ধি পরিকলি—বুদ্ধি স্থির করিয়া
২ যাম্—যাই
৩ গৃহান্তর থাকি পক্ষী গেল বনান্তর
৪ বসিলেন্ত
৫ আন পাখী সবে বহু করিল আদর
৬ জনমিল
৭ 'বিস্মারিল যতেক পাইল মনোদুখ বা 'মনে দুখ' —(আঃ পুঃ)
৮ 'ত্রিভুবনকর্তা'
৯ 'ভক্ষ্যদাতা'
'জীবজন্তু সবানের তুমি ভক্ষ্যদাতা'

পাষাণের মধ্যে কীট নাহি বিস্মরণ।
যথা তথা ভক্ষ্য দানে করহ পালন॥
তাবত বিচ্ছেদ দুঃখ শরীরে সমস্ত।
যাবত আহার নাহি হয় উদরস্থ॥
আহার গ্রহণে লোক দুঃখ বিস্মরএ।
যেন মত আছিলেক স্বপ্ন পরিচয়॥১
পদ্মাবতী এথা নিজ মন্দিরে আইল।
নিজ সখী অনুচরী শিবিরেতে গেল॥
হেন কালে কন্যা স্থানে২ কহিল ভাণ্ডারী।
উড়ি গেল শুকবর মায়া পরিহরি॥
শুনি পদ্মাবতী মুখ হইল মলিন।
রাহুএ গ্রাসিলে যেন চন্দ্র প্রভাহীন॥
নআনের জলে তট পূর্ণ সরোবর।
কমল ডুবিল উড়ি গেল মধুকর॥
কান্দিআ উঠিলা কন্যা না সম্বরি চুল।
আগে পাছে স্রবে পূর্ণ মুকুতার ফুল॥
প্রবোধ বচনে প্রবোধেন্ত সব সখী।
রোদনে কি ফল যদি উড়ি গেল পাখী॥
যতদিন আছিল পিঞ্জর মধ্যে৩ শুক।
নানা রসে নানা রঙ্গে করিলা যৌতুক॥৪
পিঞ্জরে থাকিআ পক্ষী হইল মুকুল।৫
নানা যত্ন করিলে না হএ করতল॥৬

পাঠান্তর

১ 'আছিল স্বপন'
যেহেন আছিল স্বপ্নের পরিচয়' (আঃ পুঃ)
২ 'হেনকালে কন্যা স্থানে' স্থলে 'পদ্মাবতী স্থানে আসি'
৩ 'মাঝে' (আঃ পুঃ)
৪ নানা রঙ্গে ভেসে করিলা যৌতুক
৫ মুকুত
৬ 'নানা যত্ন করিলেহ নহে করগত'

[সঁপিল তাহার স্থানে পিঞ্জরা যাহার।
যে জন যাহার ছিল হইল তাহার॥]১
দশ বাট আছে যেই পিঞ্জর মাঝার।
কেমতে মার্জার হস্তে পক্ষীর উদ্ধার॥
সখীর বচনে কন্যা মন স্থির করি।
মন্থর গমনে গৃহে চলে অনুসরি॥

পাঠান্তর

১ শুক পলাইয়া যাহার পিঞ্জর তাহাকে দিয়া গেল, আর সে (শুক) যাহার ছিল অর্থাৎ যে বনের ছিল তাহার হইল।

ব্যাধহস্তে শুক

ওথা শুক বন মাঝে করন্ত আহার।
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে করি ব্যবহার।।

দিন দশ[১] শুকে তথা কাটিলেক কাল।
ব্যাধ আইল সঙ্গে আঠা টাটি জাল।।

পদে পদে ভূমি চাপি আইসন্ত নিকট।
পক্ষী সবে দেখি বোলে পড়িল সঙ্কট।।[২]

এথ কাল এহি বনে বসি তরু ডালে।[৩]
স্থাবর চলিতে নহি দেখি[৪] কোন কালে।।

বিপরীত হইলেক এই রাজ্য খানি।
চল এথা হস্তে ধাই থাকিতে পরাণি।।

আজু বৃক্ষ চলি আইসে নহে পুনি ভাল।[৫]
এহি বন ছাড়িতে উচিত তৎকাল।।[৬]

পক্ষীগণে ভাবিআ চলিল শীঘ্রগতি।
রহিল পণ্ডিত শুক[৭] হই ভোরমতি।।

পাঠান্তর

১ 'দিন কত'
২ 'পক্ষী সবে বোলে দেখি কি হৈল সঙ্কট'
'পক্ষীগণে ভাবে মনে'
৩ 'এতদিন এ. বনে বসতি তরু ডালে'
৪ না দেখিছি (আঃ পুঃ)
৫ 'না দেখিএ ভাল'
৬ এহি বন ছাড়ি যাইতে যুয়াএ তৎকাল"
৭ শুয়া

বৃক্ষশাখে পত্র ছায়ে শুকে বসিয়াছে।১
ভ্রমে না জানিল ব্যাধ আইল তার কাছে।।২
আঠা লগ্নে হৃদয়েত হানিল পঞ্চবাণ।
পাখা বন্দী হৈল শুক হারাইল জ্ঞান।।৪
নিবন্ধ বন্ধনে শুকবর বন্দী হৈল।
পাখা শূন্য করিআ পেটারি মাঝে থুইল।।
আর যত পক্ষী আছে পেটারি ভিতর।
অনুশোচে কান্দেন্ত দেখিআ শুকবর।।৫
বিষতুল্য আহারে মরণ সন্ধি হৈল।৬
সেই সে কারণে ব্যাধ পাখা শূন্য৭ কৈল।।
যদি না হইত পাপ৮ আহারের আশ।
কভু না আসিত ব্যাধ আমা সবের পাশ।।৯
এই বিষ আহারে ঠেকএ সব বুদ্ধি।১০
জীবন রাখএ আর করে মৃত্যু শুদ্ধি।।১১
আমি সব মূর্খ না জানিল কায়১২ সন্ধি।
কেমতে পণ্ডিত শুক তুমি হৈলা বন্দী।।

পাঠান্তর

১ 'বৃক্ষ শাখা' পরে শুক সুখে
২ ভ্রমে না জানিল শুক ব্যাধ আইল কাছে'
না জানিল ভ্রমে ব্যাধ আইল তার কাছে
৩ আঠা লাগাইয়া হৃদে
৪ 'পাখী বন্দী হৈল যদি তবে পাইল জশ
পাখা বন্ধ হৈল
৫ অনুশোচ করি কান্দে দেখি
৬ "বিষতুল্য আহারে মরণ মূল হৈল
৭ বন্ধ
৮ যদি সে না হৈব পাপ"
৯ 'আমার সম্পাশ'
১০ 'এহি সে আহারে জীব সব করে বন্দী'
১১ সন্ধি।
১২ কায়।

শুকে বোলে শুনরে বান্ধব পক্ষিগণ।
ললাট লিখন দুঃখ না যাএ খণ্ডন।।
যদ্যপি পণ্ডিত গুণী হএ১ শাস্ত্রবিৎ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধির২ চরিত।।
আপনে পণ্ডিত হেন কৈলুং যত গর্ব৩
সেই গর্বে গর্ব চূর্ণ হইলেক সর্ব।।৪
একত পণ্ডিত আমি আর আছে পাখা।
আমারে ধরিতে পারে কেমন বরাকা।।
এই মনে ভাবি আমি নিশ্চিন্তে রহিল।
হৃদয়ে লাগিল খোঁচা তবে সে জানিল।।
পণ্ডিত হইআ কেহ গর্ব না করিঅ।
আপনাক হীন হেন মনেত ভাবিঅ।।৫
পণ্ডিত হইআ গর্ব করে যেই জন।
তার ফল দেখ এই শুকের বন্ধন।।
প্রথমে নিশ্চিন্ত হৈলে কার্য অকুশল।
জীব বন্দী হইলে রোদন নিষ্ফল।।
মুছিআ আঁখির জল৬ কহে শুকবর।
বিপদেত মহাজন না হএ কাতর।।
যেখনে৮ যে করে বিধি৭ সেই মাত্র হএ।
কর্ম অনুরূপ ভোগ৮ সকলে ভুঞ্জএ।।
দূরান্তরে থাকে ব্যাধ ফান্দ আরোপিআ।
চক্ষুরত্ন আছে পক্ষী বাঝে কি লাগিআ।।

পাঠান্তর

১ অবোধ হই
২ প্রভুর
৩ যত কৈলুম গর্ব
৪ চুর করিলেক
৫ হীন আকলিঅ
৬ লোর
৭ প্রভু
৮ কর্ম

আঠার সংযোগে ব্যাধে ধরে পক্ষিগণে।
অচল চলএ কেহ না ভাবএ মনে।।
বনান্তরে[১] থাকে পক্ষী দূরে করে রব।
সেই শব্দ আকলিআ যাএ ব্যাধ সব।।
পণ্ডিতে না করে কভু শত্রু প্রতি রোষ।
মনেতে ভাবিআ চাহ[২] আপনার দোষ।।
নিশ্চিন্তে আহার বাক্যে[৩] পড়এ জঞ্জাল
সকল তেজিয়া মৌনভাব[৪] অতি ভাল।।

পাঠান্তর

১ পত্রান্তরে
২ দেখ
৩ ভক্ষি
৪ রূপ

জীবন-তত্ত্ব

রাগ কেদার গান্ধার

[শ্রবণ নয়ন মন বুদ্ধি জ্ঞান১
এক না আউত২ কাজে
যার যে৩ করম পাঠ বিফল যেহেন নাট৪
সেই পুনি অন্তরে বিরাজে।
মৃত্যু বা অমৃত চাহি৫ রীতি বুদ্ধি জানি নাহি
মনুষ্য খোঁজে আনে আনে৬
অবধান কর ভাই পরম বিষম ঠাঁই৭
গুরু মুখে শুনি জনে জনে।
দুঃখ সুখ ভোগ চঞ্চল সংযোগ
সম্পদ অন্তে বিপদ
চান্দ যেন ষোড়শ তাত তম নিবস
পূর্ণ গ্রাসে বিধুন্তুদ।

পাঠান্তর

১ গুণ
২ আসএ, হৈত।
৩ যে কিছু
৪ বিপুল হেন নাট
৫ মৃত্যু বিহি রীত
৬ মানস আন পন্থ করে
৭ পন্থ করে কে কর পরস বিষ পাই

তাত মাতাসুত দারা বন্ধু যত
সঙ্কটকালে না উদ্ধারা
এক নিরঞ্জন জগজন-সেবন
আপদ তারণ-হরা।
হীন আলাউল কহ ধৈরজ ধরহ বহু
সংযোগ করএ বিধাতা
রসিক নায়ক গুনীগণ তোষক
শ্রীযুত মাগন দাতা]৮

পাঠান্তর

৮ এ অংশ সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত।

রত্নসেনের জন্ম

পয়ার ছন্দ (যমক ছন্দ)

এবে চিতাওর কথা কর অবগতি।
চিত্র সেন নামে তথা মহা নরপতি।।
তান ঘরে রত্ন সেন জন্মিল যখন।
রাশি বর্গ বিচারি কহিল বিপ্রগণ।।১
মহাভাগ্যবন্ত হৈব২ চতুর প্রবীণ।
রাজপুত্র কুল মধ্যে বড়ই কুলীন।।
রত্নসেন নাম থুইব অমূল্য মাণিক।
অস্ত্রে শস্ত্রে রূপে গুণে সাহসে অধিক।।
রত্ন তুল্য প্রাপ্তি হৈব অমূল্য মাণিক।
চন্দ্র সূর্য মিলনে আনন্দ হৈব 'ধিক।।
মালতী ভ্রমর প্রায় হইআ বিয়োগী।
রাজ্য পাট তেজিআ নৃপতি হৈব যোগী।।৩
সিংহল দ্বীপেত গিআ সিদ্ধি করি কাজ।
পুনি চিতাওরে আসি ভুঞ্জিবেক রাজ।।
দিল্লীশ্বর সঙ্গে যুদ্ধ হৈব বহুতর।
এত কহি৪ বিপ্রগণ চলি গেল ঘর।।

পাঠান্তর

১ 'বর্গ' স্থলে 'গ্রহ'—
'কহিল' স্থলে 'চাহিল'
'বিপ্রগণ' স্থলে 'দ্বিজগণ'
২ ধিক = অধিক
৩ নৃপতি হৈব যোগী' স্থলে 'হৈআ যাইব যোগী'
'তেজিআ' স্থলে 'ছাড়িআ'
৪ এ বলিয়া

চিতোরবাসী বণিকের সিংহল গমন

চিতাওর দেশ হোস্তে এক বণিজার।১
চলিল সিংহল দ্বীপে করিতে বেপার॥
তথাত আছিল এক ব্রাহ্মণ ভিখারী।
সে পুনি চলিল সঙ্গে করিতে বেপারি॥২
ঋণ করি সঙ্গতি৩ লইল কিছু ধন।
বাণিজ্যের আশা করি চলিল ব্রাহ্মণ॥
দুর্গম কঠিন পন্থে বহু৪ দুঃখ পাইআ।
সেই দ্বীপে গেলেন্ত সাগর পার হৈআ॥
ধনবন্তে বিকিকিনি সতত তথাএ।৫
নিধনী হইলে তথা বাণিজ্য না পাএ॥
লক্ষ কোটি মূল ধনে বিকিকিনি হএ।৬
সহস্রের নাম কেহ ঘৃণাএ না লএ॥
বিকিকিনি করি সব গৃহে হৈল মন।৭
বেসাইত না পাইল নিধনী ব্রাহ্মণ॥
অনুশোচ করে বিপ্র কেনে আইলুম হাটে।
লভ্যাহীন মূল হানি হৈল এই বাটে॥৮
না হৈল বাাণিজ্য না পূরিল মন আশ।
কি লইয়া ঘরে যাইমু পুঁজি৯ হৈল নাশ॥

পাঠান্তর

১ বণিজার (হিন্দী শব্দ) বণিক, সওদাগর।
২ হইয়া বেপারী
৩ সঙ্গতি (সংহতি) স্থলে 'সঙ্গেতে'
৪ বড়
৫ ধনবন্তে বিকিকিনি করন্ত সদাএ
৬ লক্ষ কোটি মূলে মাত্র বিকিকিনি হএ
৭ দেশে কৈল মন
৮ লভ্য মূল হানি হৈল এই ছার হাটে
৯ মূলে

ঋণিআ১ ধরিলে দিমু কি বোলি উত্তর।
সত্য বিচলিত হৈব এহি মাত্র ডর।।
ভাবিতে চিন্তিতে বিপ্র২ হইল ফাঁফর।
সঙ্গিগণ চলিল রহিল৩ একসর।।
এই ভাবি প্রভু পদে করে আরাধন।৪
মনো২ভীষ্ট বর মাগে প্রভুর চরণ।।
আএ প্রভু নিরঞ্জন নৈরাশের আশা।
দীনবন্ধু কৃপাময় তুমি সে ভরসা।।
অনাথের নাথ প্রভু পরম কারণ।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি কর লইলুং শরণ।।
মুঞি অনাথের আশা পূরাও করতার।
ঋণিআর ঋণ হোন্তে করহ উদ্ধার।।
কাতর হইআ বিপ্রে প্রভুত মাগিলা।
অনাথের নাথ তাহারে দয়া কৈলা।।
হেন কালে ব্যাধ আইল লৈআ তথা৫ শুক
স্বর্ণ বর্ণ তনু চঞ্চু নিন্দিত৬ বান্দুক।।
উজ্জ্বল মাণিক্য আঁখি রাতুল চরণ।
গ্রীবাতে অসিত রেখা সুচারু লক্ষণ।।

শুক-ব্রাহ্মণ সম্বাদ

ব্রাহ্মণে পুছিল আসি৭ শুকের নিকট।
কিবা গুণী কিবা মূর্খ বোলহ প্রকট।।

পাঠান্তর

১ ঋনিআ—যে ঋণ দিয়াছে, মহাজন
২ বড়
৩ হইল
৪ নিবেদন
৫ এক
৬ জিনিয়া
৭ আসিআ পুছে

আমি নরকুলে তুমি পক্ষীত১ ব্রাহ্মণ।
সমসরে কীর্তিগুণ অযোগ্য গোপন।।
দ্বিজ২ বাক্য শুনি শুকে কহিল সাদরে।
দুঃখে বশ জ্ঞানহীন বচন না ফুরে।।৩
যতেক আছিল গুণ সব পাসরিল।
অখনে পিঞ্জরে করি৪ বেচিতে আনিল।।
পণ্ডিত হইআ কেহ নাহি চরে হাটে।
বিকাইতে লাগিল লইআ বাটে বাটে।।
রকত রোদনে রক্তবর্ণ হৈল মুখ।৫
অবয়ব পিঙ্গল বর্জিত ভোগ সুখ।।
কন্ঠ দেশে শ্যামরেখা দেখ ফাঁদ চিন।
অদ্যাপিহ ত্রাসে প্রাণ কাম্পে রাত্র দিন।।
ব্যাধ নাম শুনিলে কম্পিত পক্ষি হিয়া।৬
হস্তগত কোন রীত দেখহ ভারিয়া।।৭
পণ্ডিত হইয়া তুমি মোতে৮ পুছ গুণ।
সেই দশা ফল গুণ কহিলুং নিপুণ।।৯
পড়িয়া শুনিয়া কিছু না পাইলুং শুদ্ধি।
জগৎ জানিলুং ধন্দ পরিকলি বুদ্ধি।।১০

পাঠান্তর

১ পক্ষীত—পক্ষীতে; পক্ষী জাতির মধ্যে।
২ বড়ু
৩ দুঃখ বশে জ্ঞান ধ্বংস বচন না সরে
ফুরে—স্ফুরে; সরে
৪ পিঞ্জরা ভরি
৫ মূল হিন্দীতে আছে
রোঅত রকত ভএউ মুখ রাতা।
৬ পক্ষীর কাম্পে হিয়া
৭ চাহত
৮ মোতে—আমাতে। পাঠান্তরে 'মোরে' বা 'মোকে'।
৯ লই কর্ম ফল দশা
১০ পরিকালি

ব্রাহ্মণের শুক ক্রয়

রাগ-চন্দ্রাবলী ছন্দ।

শুকের বচনে দ্বিজ কষ্ট মনে
কহিল ব্যাধের প্রতি।
কেনে প্রাণি বধ করসি মুগধ্[১]
পরকালে কোন্ গতি॥
শুন পাপাশয় নিঠুর হৃদয়
হিংসা বড় অপকর্ম।
জীবনে জঞ্জাল অন্তে নহে ভাল
অশিষ্ট পাপিষ্ঠ ধর্ম॥
দ্বিজ বাক্য জাল ব্যাধ কর্ণে শাল
বুলিল করিয়া রোষ।
তুমি মহা সত্ত্ব না বুঝিয়া তত্ত্ব
কেনে মোরে দেয় (দেও)[২] দোষ॥
দেখ নরজাতি হইত[৩] ভোর মতি
পর মাংস সবে খাএ।
এহি সে কারণ যত ব্যাধগণ
প্রাণী হিংসে সর্বথাএ॥

পাঠান্তর

১ মুগধ—মুর্খ, নির্বোধ।
২ মোকে কেনে
৩ হৈয়া

সকল ভক্ষক নাহিক রক্ষক
ধন দিয়া করে বধ।
আপনা চরিত না বুঝিয়া রীত
আমারে বোল মুগধ।।
জীববন্ত ধরি বধ পরিহরি
বেচিএ তোহ্মার হাতে
কিবা প্রাণে মার কিবা মুক্ত কর[১]
তুমি সে জানহ তত্ত্বে।।
পরিহর রোষ মোর কোন দোষ
মানব[২] নিঠুর জাতি।
আমি সে বধক তুমি সে খাদক
বুঝিয়া করহ শাস্তি।।
ব্যাধের বচন শুনিয়া ব্রাহ্মণ
না দিলেক পদোত্তর।
শুক বৈসাইআ[৩] বহিত্রে চড়িয়া
চলি আইল নিজ ঘর।।
ঠাকুর মাগন সদগুণ ভাজন
রসিক নাগর রায়।
তাহান আরতি দীন হীন অতি
কবি আলাউলে গাএ।।

পাঠান্তর

১ কিবা মুক্ত কর কিবা প্রাণে মার
২ মনুষ্য
৩ বৈসাইআ—হিন্দীতে "ব্রাহ্মণ সুআ বৈসাহা" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শুক খরিদ করিয়া। হিন্দীর এই অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন পুথিতে 'বেচাইআ' বা 'শুকক লইয়া' পাঠ দেওয়া হইয়াছে। আরবী পুথিতে 'বৈসাইআ' পাঠ আছে।

রত্নসেন কর্তৃক শুক-ক্রয়

রাগ—যমক ছন্দ

চিত্র সেন নৃপ যদি হৈল স্বর্গ গতি।১
রত্ন সেন হৈল চিতাওর নরপতি॥
প্রসঙ্গ কহিল সবে নৃপতি গোচর।
স্ববহিত্রে২ আইল সিংহল সওদাগর॥
নানান সুগন্ধি রত্ন স্বর্ণ পাটাম্বর।
আনিছে সিংহল দ্বীপ বস্তু বহুতর॥
মহাবিজ্ঞ শুক এক আনিছে ব্রাহ্মণ।
কাঞ্চন বরণ তনু নয়ান রতন॥
মাণিক্য নিন্দিত চঞ্চু মুক্তা জিনি শব্দ।৩
শুনিতে বাক্যের ভঙ্গি ব্যাস হএ স্তব্ধ॥
তর্ক অলঙ্কার জ্ঞাতা মোহন পণ্ডিত।
হেন শুক নৃপ পাশে থাকিতে উচিত॥
শুনি আনন্দিত৪ নৃপ শুকের কথন।
সেই ক্ষণে আনাইল সে শুক ব্রাহ্মণ॥

পাঠান্তর

১ 'চিতাওর নৃপতি হইল স্বর্গগতি'
'চিত্রসেন নৃপতি গেলেক স্বর্গপুরী।
রত্নসেন হৈল চিতাওর অধিকারী'॥

২ 'স্ববহিত্রে' স্থলে 'সবহিত্র'ও হইতে পারে।

৩ "মুক্তা জিনি শব্দ' কেমন উপমা?

৪ হরষিত

বিপ্রে আশীর্বাদ দিলা আগে হৈয়া স্থির।১
মনোভীষ্ট সিদ্ধিরস্তু অরোগ শরীর॥
আশীর্বাদ পূর্বকে করিল নিবেদন।
কোন বস্তু শুক—করেঁ।২ প্রাণ সমর্পণ॥
কিন্তু এহি পাপোদরে না শুনএ বোল।
যাহার কারণে সব জগ উতরোল॥৩
তার বশে নিল সব৪ গৃহ সুখ বাসী।
এড়াইতে নারে যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী॥
অন্ধজন শান্তি হএ না দেখি নয়ানে।
বোব পুনি রহে বাক্য না আইসে বয়ানে॥
কাল রহে শ্রবণে না শুনি কার কথা।৫
পদ বিনে রহ খোঁড় পড়ি যথা তথা॥৬
শয্যা বিনে সুখ নিদ্রা আইসে ভূমিগত।
পাপিষ্ঠ উদর নাহি রহে কোন মত॥
আহার নিমিত্তে হএ বান্ধব বিচ্ছেদ।
মিত্র জন সঙ্গেত করাএ শত্রুভেদ॥৭
তাহার কারণে পাঙএ৮ দুঃখ কর্কশ।
জ্ঞানবন্ত জনেরে করএ মূর্খ বশ॥৯

পাঠান্তর

১ 'দিলা' স্থলে 'কৈলা'
আগু হৈয়া স্থির (অর্থাৎ সম্মুখে দাঁড়াইয়া)
২ কৃরেঁ। করম্, করি
৩ 'যাহার' স্থলে 'তাহার' ও 'সব স্থলে 'হএ'
৪ যত
৫ না শুনএ কথা
৬ খোঁড় পড়ি রহে
৭ মিত্র সঙ্গে করে সেই সুহৃদের ভেদ
মিত্র সঙ্গে সেই সে করএ শত্রু ভেদ
৮ পাঙ (পাম—পাই) স্থলে 'হএ'
৯ জ্ঞানবন্ত জনেরে মুরুক্ষে করে শব

সংসারের বৈরী সেই মরণ বিশ্বাস।১
এ বৈরী বিহীনে কারে কোনে২ করে রোষ।।
তার লাগি আমিহ ফিরি বাড়ী বাড়ী।
এ বুলিআ সেই বিপ্র রৈল মৌন ধরি।।
শুকে আশীর্বাদ কৈল হৈয়া হরষিত।
প্রতাপ প্রচণ্ড৩ হোক রাজ্য অখণ্ডিত।।
ভাগ্যবন্ত রূপবন্ত বুদ্ধিমন্ত দাতা।৪
সর্বগুণ দিয়া তোহ্মা সৃজিল বিধাতা।।
কোন জনে আশা করি গেলে কার স্থানে।
না পূরিলে কোন মত জানহ৫ আপনে।।
বিপ্র আশা পূরি আহ্মা রাখহ চরণ।।
আপনার কথা এবে করোঁ নিবেদন।।
যেই গুণী বিনি জিজ্ঞাসনে কহে কথা।
সে কথা৬ মাটির তুল্য জানিও সর্বথা।।
পণ্ডিতে আপনা না বাখানে কদাচিত।
যে জনে জিজ্ঞাসে তানে৭ কহিতে উচিত।।
যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন।
তাবত মরম না জানএ কোন জন৮।।
চতুর্বেদ জ্ঞাতা হীরামণি মোর নাম।
ভূত ভবিষ্যৎ জানি, পূর মনস্কাম।।

রত্নসেন নৃপ হীরামণিকে চিনিল।
এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ব্রাহ্মণরে দিল।।

পাঠান্তর

৪ সংসারের বৈরী মাত্র মরণ বিশেষ
২ কোনে কারে
৩ প্রচণ্ড প্রতাপ
৪ ভাগ্যমন্ত বুদ্ধিমন্ত জ্ঞানবন্ত
৫ বুঝহ
৬ বাক্য
৭ পুনি
৮ কদাচন

নৃপ গৃহে থুইল শুক করিয়া সম্মান।
আশীর্বাদ করি বিপ্র করিল পয়াণ।।
পরম সুন্দর শুক সামুদ্রক১ গুণী।
ধন্য নাম তাহার রাখিল হীরামণি।।
বচন প্রকাশে মাত্র মুকুতা২ বরিষে।
নহে মৌন ধরি রহে৩ মনের হরিষে।।
নানান প্রসঙ্গ কহে জ্ঞান অনুসারে।
নৃপচিত্ত ডুবাওন্ত আনন্দ সায়রে।।৪
আগম পুরাণ বেদ রসের আমূল।
শুনি শিষ্যরূপে নৃপভাবে গুরুতুল।।
হেন মত আছে শুক নৃপ অন্তঃপুরে।
একদিন মহারাজা চলিল আহিরে।।৫

নাগমতী ও শুক

নৃপ গৃহে মহাদেবী নাগমতী রানী।
পতিব্রতা সুন্দরী পাটের প্রধানী।।
সুবেশ রচিয়া করে লইল দর্পণ।
শুকের সাক্ষাতে গিয়া বোলিল৬ বচন।।
সত্য কহ শুকবর আমার গোচর।
পদ্মিনী সিংহল দ্বীপে কেমন সুন্দর।।

পাঠান্তর

১ সামুদ্রক—কর চরণাদির রেখা ইত্যাদি
হইতে দেহীর শুভাশুভ জ্ঞানোৎপাদক শাস্ত্র।
২ অমিয়া
৩ হৈয়া থাকে
৪ সাগরে
৫ শিকারে
আহির (হিন্দী শব্দ) মৃগয়া।
৬ পুছিল

নৃপতি শপথ শুক যদি বোল আন।
সংসারে কি১ আছে রূপ মোহর সমান।।
পদ্মাবতী রূপ শুক ভাবিয়া অন্তরে।
রানীর বদন হেরি কহে ধীরে ধীরে।।
যেই সরোবরে নাহি হংসের গমন।
তথা বক হংস তুল্য ভাবএ আপন।।
করতাএ সৃজিল জগত২ অপরূপ।
এক হোন্তে একজন 'ধিক৩ গুণরূপ।।
সুরূপে কুরূপে কেহ না গোঁয়াএ কাল।
যারে স্বামী দয়া করে সেই নারী ভাল।।
ত্রিভুবনে কাহার গরব নাহি রহে।
চন্দ্রেত কলঙ্ক আছে বিধুন্তুদ গ্রহে।।৪
কি পুনি পুছিলা মোরে সিংহল কাহিনী।
দিন সমতুল নহে উজ্জ্বল যামিনী।।
পুষ্পের সুগন্ধি তুল্য পদ্মিনীর তনু।
চন্দ্র জ্যোতিহীন হএ প্রকাশিলে ভানু।।
এতেক শুনিআ দেবী ক্রুদ্ধ হৈল মন।
অগ্নিদাহ ঘাএ যেন লাগিল লবণ।।
মনে ভাবে এমত নৃপতি৫ যদি শুনে।
রাজ্যপাট তেজিয়া৬ যাইব ততক্ষণে।।
হলাহল বিষাঙ্কুর মোর হৈল পাখী।৭
সর্ব সুখ ভ্র হৈব যবে তারে রাখি।।৮

পাঠান্তর

১ 'কি' স্থলে 'নি' চট্টগ্রামী প্রয়োগ
২ সৃজিয়াছে জগ
৩ ধিক—অধিক
৪ বিধুন্তুদ গ্রহে—রাহুএ গ্রাস করে।
৫ নৃপতি এমত
৬ ছাড়িয়া
৭ হৈল এই পাখী
৮ যদি তাকে

ধাই ধামিনীরে[১] ডাকি কহিল সত্বর।
ত্বরিতে মারহ নিয়া দুষ্ট শুকবর॥
[না হৈল তাহার পুনি যে জনে পুষিল।
এহি দোষে বারে বারে হাটে বিকাইল॥][২]
মুখে কহে এক কথা হৃদে তার আন।
মার নিয়া সাক্ষী না থাকে যেই স্থান॥
যেই বাক্য লাগি প্রাণ কাম্পে নিরন্তর।
পাপিষ্টের মুখেত শুনিলং সে উত্তর॥

ধাইয়ের শুক-বধে অনীহা

দেবীর আজ্ঞায় শুক নিল মারিবারে।
বুদ্ধিমন্ত ধাই পাছে চিন্তিল অন্তরে॥
শুক প্রতি নৃপ স্নেহ সতত সন্তোষ।
এহি শুক মারিলে পশ্চাতে আছে দোষ॥
পাছে না চিন্তিআ যেই জনে করে কর্ম্ম।
সেই সে নিশ্চয় জান হত মূর্খ ধর্ম্ম॥
বিমর্ষি করিলে কার্য সুখের লক্ষণ।
আগে না ভাবিলে হএ গতানুশোচন॥
নৃপে না সহিব পুনি শুকের বিয়োগ।
হরষিতে যাইয়া পশ্চাতে হৈব রোগ॥[৩]
গর্ভ পাপ পয়োধর না হএ গোপন।
কাল পূর্ণ হৈলে হএ বেকত আপন॥

পাঠান্তর

১ ধামিনী—"ধাবিনী" (হিন্দী শব্দ) শব্দের অপভ্রংশ ;
অর্থ দৌড়নেওয়ালী।
২ যে জনে পোষএ পুনি না হএ তাহার।
এ বুলিয়া হাটে তুলি বেচে বার বার॥
৩ এই দোষে সবানের হইব দুর্যোগ

এতেক ভাবিয়া মনে বুদ্ধিমন্ত ধাই।
পরম যতনে শুক রাখিল ছাপাই ॥১

রত্নসেন কর্তৃক শুকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা

আখেট বহিয়া২ যদি নৃপ আইল ঘরে।
না দেখিয়া হীরামণি নয়ান গোচরে ॥৩
জিজ্ঞাসিল নরপতি শুক না দেখিয়া।
কোনে কোথা নিছ শুক দেয়ত (দেওত) আনিয়া ॥
সগর্ব সংযোগে রানী দিল পদোত্তর।
মার্জারে ধরিল বিতপণ৪ শুকবর ॥
সিংহল রমণী কথা জিজ্ঞাসিলুঁ আমি।
বুলিল সে হংসি তুল্য বক তুল্য তুমি ॥
পদ্মিনী দিবস তুল্য তুমি তমোনিশি।
মার্তণ্ড প্রকাশে জ্যোতিহীন হএ শশী ॥
তোর স্বামী শ্যাম নিশি ভাবেত যাচক।
দিবসের মর্ম কিছু না জানে পেচক ॥
যদ্যপি নৃপের পক্ষী প্রিয় সুপণ্ডিত।
এমত বোলিতে মোরে৫ না হএ উচিত ॥
প্রিয়তম হৈলে পক্ষী শিরে না বৈসাইব।
কর্ণ টুটে হেন সোনা কিসকে৬ পরিব ॥

পাঠান্তর

১ লুকাই
২ মৃগয়া করিয়া
৩ জিজ্ঞাসিল হীরামণি না দেখি গোচরে
৪ বিতপণ—সুন্দর
৫ তোমা
৬ কি লাগি

শুনি ক্রুদ্ধ হৈল নৃপ১ অনল সমান।
না জানসি হীরামণি মোর পঞ্চপ্রাণ।।
অসত্য বচন কভু না কহে পণ্ডিত।
ছন্ন বুদ্ধি হলি তুই বুঝিলুং চরিত।।২
কিবা মোর প্রাণ শুক দেয় (দেও) নাগমতী।
নতুবা শুকের সঙ্গে হৈবা স্বর্গগতি।।
চন্দ্র তুল্য ছিল ধনী উজ্জ্বল বদন।
গ্রহণ লাগিল শুনি স্বামীর বচন।।৩
[নির্বাহন হৈল৪ যদি প্রেমের সোহাগ।
সেবাএ হারিল যবে হইল দোহাগ।।]
তিল এক দোষে প্রিয়৫ হৈল বিমন।
স্বামীরে আপনা বোলে সেই মূঢ়৬ জন।।

পাঠান্তর

"আলাম তাজ'এবং অন্যান্য প্রাচীন পুঁথিতে "কি হেতু" অর্থে "কি সকে" বলিয়া একটা শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথা :—

(১) মদিনা সহর তুহ্মি কিসকে তেজিলা।
(২) কিসকে ছাড়িলা তুহ্মি মা বাপের দেশ।
(৩) কিসকে না কহ তুহ্মি স্বরূপ বচন।

আমার মনে হয়, এখানে 'কি সুখে" প্রয়োগ ঠিক "কিসকে" শব্দেরই দ্যোতক। হয়ত কবি "কিসকে"ই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কি সুখে নহে।

১ রাজা
২ নিশ্চিত
৩ কথন
৪ নির্বাহ হৈল

বন্ধনী-ধৃত পদের হিন্দীপাঠ এরূপ—
"পরম সোহাগ নিবাহী ন পারী।
ভা দোহাগ সেবা জব হারী।।"

৫ স্বামী
৬ মূর্খ

প্রভু প্রেম দয়ার গরব অনুচিত।
সেবা ভক্তি ত্রাসে মাত্র অখণ্ড পিরীত ॥১
পিরীতি কাঞ্চন মধ্যে পড়ি গেল শিশা।
ত্রাস যুক্ত হৈয়া২ দেবী হারাইল দিশা ॥
কোথাতে পাইমু স্বর্ণবণিকের লাগ।
পুনি মিশাইতে পারে সংযোগ সোহাগ ॥
জিজ্ঞাসিল ধাইরে শুকের বিবরণ।
উত্তর দিলেক ধাই হৈয়া ক্রুদ্ধ মন ॥
নিষেধ করিলুম রিষ না করিঅ মনে।
এহি রিষ-বিষে নাশ হৈছে কত জনে ॥
রিষ যুক্ত হইলে না দেখে৩ পাছে আগ।
পাপ রিষ হন্তে পুনি৪ টুটএ সোহাগ ॥
স্বামি-ক্রোধে ত্রাসযুক্ত যেই রিষহীন।
তার মুখচন্দ্র পুনি৫ না হএ মলিন ॥
তখনে কহিল আহ্মি এ সব বৃত্তান্ত।
রিষে আপনা নাশ ক্রুদ্ধ হৈব কান্ত ॥
এতেক বুলিয়া ধাই আনি দিল শুক।
স শুকে আইল দেবী স্বামীর সম্মুখ ॥৬
মানমতী হই মুঞি গর্ব না৭ করিলুং।
স্বামীর পিরীতি ভাব মরম লইলুং ॥৮

পাঠান্তর

১ রহিতে উচিত
২ ত্রাসে কম্পমণি
৩ গুণে
৪ জান
৫ তুল্য
৬ শুক হস্তে আইল রানী
৭ না—এখানে পাদপূরণে ব্যবহৃত, কোন অর্থ নাই।
৮ বুঝিলুং

যদি প্রাণপণ সেবা কঁরো বারমাস।১
এক তিল দোষে হএ২ সমূলে বিনাশ॥
যেই গীম নম্র করি দেএ তোহ্মা আগে।
তাহারে পরাণে মার অতি অনুরাগে॥
মিলন সংযোগ মাত্র ভিন্ন ভাব জীউ।
দূরে থাকি তোহ্মারে উদ্দেশি প্রাণপিউ॥
মোর পিউ৩ করিয়া ভাবিলুং নিজ মনে।
বিমর্ষি চাহিলুং পাছে আছে সর্ব স্থানে॥
কিবা রানী কিবা দাসী কিবা অন্য জনী।৪
স্বামী যারে করে কৃপা সভার ভাজনী॥৫
তোহ্মারে জিনিব কোন হর ব্যাস ভোজ।৬
আপনা করিলে নাশ পাএ তোহ্মা খোঁজ॥
শুনিয়া নৃপতি আর না দিল উত্তর।
তার পাছে শুকেতে৭ পুছিলা নৃপবর॥
সত্য কহ শুকবর সত্য জগমূল।
সত্যের কারণে তোর বদন রাতুল॥
সত্যেত বান্ধিছে সৃষ্টি সত্যবাদী জন।
সত্য হন্তে লক্ষ্মী বশ জানিঅ কারণ॥
যথা সত্য তথাতে সাহস সিদ্ধি পাএ।
সত্য হোন্তে সতী নারী স্বামী সঙ্গে যাএ॥
সত্য হোন্তে সত্যবাদী দুই জগ তরে।
সত্যবাদী জনরে সকলে কৃপা করে॥৮

পাঠান্তর

১ যদি প্রাণপণ করি সেবে
২ দোষ কৈলে
৩ প্রভু
৪ অন্যজন
৫ যাকে কৃপা করে স্বামী সে বড় ভাজন বা স্বামী যাকে দয়া করে
৬ তোমারে জিনিতে পারে কোন ব্যাস ভোজ
৭ শুকেরে
৮ জগতে স্নেহ করে

পণ্ডিত চতুর তুম্মি সত্য কহ মোরে।
কিসের কারণে দেবী লুকাইল তোরে॥
নৃপতির মুখে হেন শুনিয়া উত্তর।
ভক্তিভাবে পদোত্তর দিলা শুকবর॥১
সত্যের কারণে প্রাণ যাউক নরনাথ।
পণ্ডিতের অসত্য বচন বজ্রাঘাত॥
সমুদ্রে বহিত্র মাঝে সত্যের কাণ্ডার।২
বিনি সত্য বলে উত্তরিতে নারে পার॥
সত্য সাক্ষী করি নিঃসরিলুং৩ এহি পন্থে।
সিংহল দ্বীপের রাজবালা গৃহ হোন্তে॥

পাঠান্তর

১ ভক্তিভাবে শুকে তবে দিল পদোত্তর
২ সত্য যে কাণ্ডার
৩ নিকলিলুং

পদ্মাবতীর পরিচয়

রূপে গুণে পদ্মাবতী রাজার কুমারী।
পরম সুন্দর তনু বিধি অবতারী॥
আর যত পদুমিনী আছে সেই দ্বীপে।
তার প্রতিবিম্ব হেন জানিঅ স্বরূপে॥
শশী নিষ্কলঙ্ক মুখী পঙ্কজ নয়ানী।
কনক সুগন্ধি তনু দোয়াদশ বাণী॥১
হীরামণি শুক মুই তার প্রিয় পাখী।
পাইলুং মনুষ্য শব্দ হৃদে হৈল আঁখি॥
শুকে বাখানিল যদি রানী পদ্মাবতী।
সেই পদ্মে অলি হৈআ ভুলিল নৃপতি॥
নিকটে আইসহ মোর পক্ষী প্রিয়তম।
পুনরপি কহ সেই২ বচন উত্তম॥
নৃপতি কি নাম৩ কোন মত সেই দেশ।
বিরচিআ কহ সেই কথা সবিশেষ॥
কোন মত রূপ গুণ পদ্মাবতী রামা।
ভ্রমরা সংযোগ কিবা কোরক৪ উপমা॥

পাঠান্তর

১ "দোয়াদশ বাণী"—হিন্দী প্রয়োগ। "দ্বাদশ আদিত্যের প্রজ্বলিত বর্ণা" বাঙ্গালায় 'বাণী' শব্দের 'বর্ণ' অর্থ প্রচলিত নাই। তাই কেহ কেহ ঐ স্থলে "দ্বাদশ বরণী" লিখিয়াছেন।
"Scented Gold is she,
and perfect in all her parts."

ঐ স্থলে হিন্দী পাঠ—'কনক সুগন্ধ দুআদশ বাণী'।

২ শুনি

৩ কি নাম নৃপতি

৪ কলিকা

এতেক শুনিয়া শুকে বোলে সবিনয়।
সিংহল ত্রিদিব তুল্য শুন মহাশয়।।
স্বরূপ সৌষ্ঠব সুখ বিনোদ দেখিআ।
সেই দেশে গেলে কেহ না আসে ফিরিআ।।
ছত্রিশ বরণ ঘরে ঘরে পদুমিনী।
সতত বসন্ত তথা দিবস রজনী।।
নানা বর্ণ উদ্যান পূর্ণিত ফল ফুল।
কুরূপ দুর্গন্ধ তথা স্বপ্ন সমতুল।।
নৃপতি গন্ধর্ব সেন তথা রাজ্যেশ্বর।
অপসরা বেষ্টিত যেহেন পুরন্দর।।
সুকুমারী পদ্মাবতী সেই রাজসুতা।
জিনিআ সকল দ্বীপ মাঝে গুণযুতা।।
পদ্মাবতী সাক্ষাতে রমণী কুল শোভা।
মিহির প্রভাবে যেন নিশাকর প্রভা।।
শুনিয়া কন্যার রূপ নৃপ উল্লসিত।
প্রেমভাবে শরীর১ হইল পুলকিত।।
পণ্ডিতের বচন জানিল সব সার।
চিত্ররূপে রহিলেক হৃদয় মাঝার।।

মোহন মূরতি যদি হৃদে প্রবেশিল।
ঘট পূর্ণ হৈয়া জ্যোতি হৃদ প্রকাশিল।।

চিত্তের নয়ানে বিলোকিল রূপ ছায়া।
জল মীন দুগ্ধ লনী যেন এক কায়া।।

অনাহত চক্র২ মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর।
রূপ রস বাক্য যোগে সিঞ্চিল প্রচুর।।

পাঠান্তর

১ হৃদয়

২ অনাহত চক্র—হৃদয়ে সুষুম্না মধ্যে দ্বাদশ দল পদ্ম। এই স্থানে জীবাত্মা অবস্থান করে। ষট্ চক্রের একতম চক্র।

শাখা পত্র বাড়িয়া পাতালে গেল মূল।
না জানি কি অবশেষে ধরে ফল ফুল।।১
তিন লোক বিচারিয়া মনে কৈলুঁ সার।
প্রেমের তুলনা দিতে বস্তু নাহি আর।।
শুকে বোলে প্রেম বাক্যে না তোল২ গোসাঁই
প্রেমেতু৩ কঠিন সংসারেত কিছু নাই।।
আহার দেখিয়া যেন পক্ষী মনে রস।
পশ্চাতে বাঝিলে ফান্দে বড়হি কর্কশ।।
প্রেম ফান্দে বাঝিলে মুক্তি নাহি আশ।
যবে করে ভাবকে সমূলে আত্মনাশ।।
শুনিয়া কহিল নৃপ ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।৫
না বোল পণ্ডিত শুক বচন নৈরাশ।।
প্রেমের কঠিন দুঃখ যেই জনে সহে।
দুই জগ তরে হেন নীতি শাস্ত্রে কহে।।
দুঃখের অন্তরে রাখিআছে প্রেমনিধি।
প্রেম দুঃখ সহে যেবা পরসন বিধি।।
দুঃখ দেখি প্রেম পন্থে না কৈলে গমন।
সংসারেতে নিঃস্বার্থ আইল সেই জন।।৬
এবে মুই প্রেম পন্থে চলিমু নিশ্চয়।
পাএ না ঠেলিআ মোরে৭ গুরু মহাশয়।।

পাঠান্তর

১ অবশেষে না জানি কি ধরে ফল ফুল
২ বোল
৩ প্রেমেতু—প্রেম হইতে। তু, তুন বা খুন
চট্টগ্রামে 'হইতে' অর্থে ব্যবহৃত হয়
৪ মন বশ
৫ এতেক শুনিআ নৃপ ছাড়িল
'নৃপ' স্থলে 'রাজা'
৬ সংসারেত আইল সেই নিষ্ফল জীবন
৭ শিষ্য

প্রিয়তমা দরশন বিনু মাত্র দুঃখ।
নয়ান গোচরে হৈলে অতুলিত সুখ॥
আপাদ মস্তক আপাদ আদি অলঙ্কার রূপ।
একে একে কহ শুক বচন স্বরূপ॥১

পাঠান্তর

১ এই পদের পরে একটা পুথিতে নীচের পদটি বেশী দেখা যায়—

শুকে বোলে আএ প্রভু কর অবধান।
শুনিলে সেরূপ কথা হীন হৈব জ্ঞান॥
'বচন' স্থলে 'শুনিএ'

পদ্মাবতীর রূপ বর্ণন

পদ্মাবতী রূপ কি কহিমু মহারাজ।
তুলনা দিবারে নাহি তিনলোক মাঝ।।
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।
মহা অন্ধকার মনোদৃষ্টি পরাভব।।
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠবে কেহ নহে সমসর।।
ত্রিগুণ সংযোগ১ বেণী ভুবন মোহন।
একগুণে দংশিতে পারএ ত্রিভুবন।।২
বিরচিত কুসুম গুথিত মুক্তাহার।
সজল জলদে যেন তারক সঞ্চার।।
তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি।
বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী।।৩
স্বর্গ হোন্তে আসিতে যাইতে মনমথ।৪
সৃজিল অরণ্য মাঝে মহা সূক্ষ্ম৫ পথ।।
সেই পন্থে বাটোয়ার৬ বৈসে অনুদিন।
কুটিল অলক পাশে ব্যক্ত রক্ত চিন।।

পাঠান্তর

১ সঞ্চার
২ 'দংশিতে পারএ' স্থলে 'পারএ দংশিতে' বেণী ত্রিগুচ্ছে বিরাজিত।
তাহার এক গুচ্ছই ভুজঙ্গের মত ত্রিভুবন নাশ করিতে পারে।
৩ বলাহক—মেঘ, সৌদমিনী—বিদ্যুৎ
৪ মনোরথ
মনমথ ও মনোরথ উভয়েই একার্থক—মদন, কামদেব।
৫ শুদ্ধ
৬ বাটোয়ার—ডাকাত।

কিবা কষটির১ মাঝে স্বর্ণ রেখাকার।
যমুনার মাঝে কিবা২ সুরেশ্বরী ধার॥
জন্মান্তরে বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈতে সহসাত।
ত্রিবলী উপরে যেন৩ ধরিছে করাত॥
কিবা মুখ-চন্দ্র আঁখি অরুণ দেখিআ।
ত্রাসে কাটিয়াছে কিবা৪ তিমিরের হিয়া॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার।৫
রুধিরে মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসি ধার॥
কদাচিৎ কেহ যদি যাএ গম্য আশে।৬
মন বন্দী হএ তার অলকের পাশে॥
ভাগ্যের উদয় স্থলী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর॥
বালক চন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন।
মোহন ললাট নিত্য ভাগ্য বৃদ্ধি চিন॥
কেমতে বুলিমু ভাল তুলনাময়ঙ্ক।৭
সকলঙ্ক চন্দ্রিমা ললাট নিষ্কলঙ্ক॥
কুহু রাহু করে চন্দ্র আলোপ গরাস।
মোহন৮ ললাট চন্দ্র সতত প্রকাশ॥
ক্ষেণেকে আলোপ চন্দ্র ক্ষেণেকে বিদিত।
প্রচণ্ড ললাট চন্দ্র সদা প্রকাশিত॥

পাঠান্তর

১ কষটির—কষ্টি পাথরের।
২ যেন
৩ কিবা
৪ যেন
৫ সেই পন্থে পারে যাইবার
৬ গম্য আশে—গমনের আশায়
৭ ময়ঙ্ক—চন্দ্র
৮ প্রচণ্ড

মৃগমদ তিলক সিন্দূর চারি পাশে।
চন্দ্রিমা উপরে১ রাহু মিহির গরাসে।।
স্বেদ বিন্দু কপালেত উগএ যখন।২
মুকুতা আইল কিবা ভ্রাতৃ-দরশন।।৩
যাহার ললাটে পূর্ণ ভাগ্যের উদয়।
সেই ললাটেত হৈব সংযোগ নিশ্চয়।।
কামের কোদণ্ড ভুরু অলখা৪ সন্ধান।
যাহারে হেরএ তার লণ্ডএ পরাণ।।
ভুরু ভঙ্গী দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুমশর ধনু।।
ভুরু চাপ গুণাঞ্জন বিশিখ কটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসএ৫ করিয়া সেই লক্ষ্য।।
কদাচিৎ গগনে উগিলে৬ ইন্দ্রধনু।
ভুরু ভঙ্গী দরশে লুকাএ নিজ তনু।।
ভুরুক ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল।।
শ্বেতারুণ বর্ণ আঁখি সুচারু নির্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল।।৭
কাননে কুরঙ্গ জলে শফরী লুকিত।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জনে রঞ্জিত।।

পাঠান্তর

১ উদরে
২ স্বেদ বিন্দু—ঘর্ম বিন্দু।
উগএ—উদয় হয়।
৩ সম্ভাষণ
৪ অলকা
৫ শাসিল
৬ উগিলে—উদিত হইলে
৭ লাজে ভেল জলান্তরে
লজ্জায় জলান্তরে গেল

অসিত পোতলি শোভে রত্ন সিতান্তর।১
ভুলিত কমল রসে নিশ্চল ভ্রমর॥২
কিঞ্চিত ঘুর্ণিতে মাত্র উথলে তরঙ্গ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হএ মুনি মন ভঙ্গ॥
ঈষৎ চালনি সুভঙ্গিমা আঁখিসানে।
ত্রিজগৎ প্রাণ হরে কটাক্ষ সন্ধানে॥
সদামত্ত চঞ্চল ঘূর্ণিত সুলজ্জিত।
শ্বেতারুণ সুঅঞ্জন রেখা কর্ণায়ত॥
অরুণ লুকিত যেন আপনার জ্যোতে।
সমদৃষ্টি চাহিতে নারি বর্ণিমু কেমতে॥
নির্মল দর্পণ যদি সতত লাড়এ।৩
কহিতে না পারে নিজ ছায়ার নির্ণয়॥
আর এক অপূর্ব কহিতে ভয় বাসি।
অন্ধকার দিবস উজ্জ্বল তমনিশি॥
তাহাতে ভ্রু-নিকর সূচীমুখ বাণ।
কটাক্ষ সংযোগে করে সতত সন্ধান॥
কামের কোদণ্ড৪ তূণ কিঞ্চিৎ না টুটে।
কন্টক নিমিত্তে কেহ না হএ নিকটে॥
নক্ষত্র বুলিয়া সবে জগতে বোলএ।
পল শর ঘাতে স্বর্গ হৈছে রন্ধ্রময়॥
সমদৃষ্টি চাকি পল দিয়া করে সান।
টুকেক বঙ্কিম ভঙ্গে হানে তীক্ষ্ণ বাণ॥৫

পাঠান্তর

১. 'অসিত' স্থলে 'আঁখিত'
অসিত—কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামল
সিত—শুক্লবর্ণ
২ কমল রসে ভুলিয়া (আত্ম বিস্মৃত হইয়া)
ভ্রমর নিশ্চল হইয়া আছে।
৩ লাড়এ—নাড়এ (চট্টগ্রামী প্রয়োগ)
৪ অঙ্কুর
৫ বিখবাণ

ঢাকিয়া ঢাকিয়া পলে প্রাণ হরে যবে।১
স্ব-ইচ্ছাএ প্রাণ দিতে বাঞ্ছা করে সবে॥

বঙ্কিম কটাক্ষ শর অস্থির ঘাতক।
তথাপিহ জগজনে মরণ যাচক॥

নাসা হেরি শুক পক্ষী গতি বনান্তর।
লাজে তিল কুসুম্বিনী ধূলাএ ধূসর॥

খগপতি চঞ্চু জিনি নাসা সুললিত।
ত্রিভুবন মোহন সহজে অতুলিত॥

সে নাসা পরশ হেতু যত পুষ্পগণ।
সৌরভ হইতে কৈল বিধি আরাধন॥

দশন দাড়িম্ব বীজ অধর বিম্ব ফল।
অতি লোভে মজি শুক রহিল নিশ্চল॥

সুরঙ্গ অধর সুধা রসের বসতি।২
অমৃত হরিতে৩ কিবা আইল খগপতি॥

সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর।
লাজে বিম্ব বান্ধুলি গমন বনান্তর॥

মাণিক্য প্রবাল অতি নীরস কর্কশ।
অধরে অমিয়া স্রবে এহি মহারস॥

রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে।
তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে॥

অচাখিত অছুঁইত পূর্ণ দেবাসনে।৪
কার ভাগ্য বশে বিধি স্বজিল যতনে॥

পাঠান্তর

১ সান করে যবে
২ অবধি
৩ হরণে
৪ এই ছত্র বুঝিবার জন্য মূল হিন্দী দ্রষ্টব্য, যথা :—
"অস কই অধর অ ভরি রাখে।
অজ-হুঁ অছুত ন কাহু চাখে॥"
অর্থাৎ আজ তক অধরোঁ মে অমৃত অছুত হৈ
আওর কিসী নে নহীঁ চক্খা হৈ।
অর্থাৎ আজ পর্যন্ত অধরের অমৃত কেহ ছোঁয় নাই বা চাখে নাই (স্বাদ গ্রহণ করে নাই)

পুণ্যফলে লাগে যার অধরে অধর।
সহজে অমৃত পানে হইব অমর।।
অধরের রস বন-ইক্ষু সমতুল।
মাণিক্য অধর রস সহজে অমূল।।
দন্ত হীরাপাঁতি কিবা 'দধি সুতাসুত।১
মধ্যেত অসিত২ রেখা অতি অদ্ভুত।।
মৃদুমধু৩ হাসি কিবা অমিয়া মিশ্রিত।
সুধা বরিষণে সৌদামিনী প্রকাশিত।।
যখন সৃজিল বিধি জগতের জ্যোতি।
কিঞ্চিত ঝলক পাইল হীরা রত্ন মুতি।।
বিদ্যুৎ তুলনা নহে তুলিমু কি দিয়া।
অতি দুঃখে দাড়িম্ব বিদারে নিজ হিয়া।।
রসনা কমল পত্র কোমল বচন।
ঈষৎ হাসিতে৪ করে সুধা বরিষণ।।
লজ্জিত চাতক পিক শুনি সুধাবাণী।৫
সমতুল নহে বাঁশী৬ যন্ত্রকুল ধ্বনি।।
শ্রবণ পরশে মাত্র অঙ্গ পুলকিত।
প্রেম রস ভাবে ভুলি নয়ান ঘূর্ণিত।।
পড়এ ব্যাকরণ গ্রন্থ ত্রিবেদ পুরাণ।
জ্ঞানী স্তব্ধ এক শব্দ সতত বাখান।।৭

পাঠান্তর

১ 'দধি সুতাসুত চন্দ্র ও মুক্তা।
২ 'অসিত' স্থলে 'অশ্বেত'
অসিত—কৃষ্ণবর্ণ
৩ 'মৃদু মধু' স্থলে 'মৃদু মন্দ'
যেখনে, যেখনে যেই ক্ষণে।
৪ ভাষিতে
৫ মধু বাণী
৬ বংশী
৭ জ্ঞানী জন স্তব্ধ হএ শুনিতে বাখান

অমর পিঙ্গল গীতা নাটিকা আগম।
সুরগুরু সম শাস্ত্রে বাচক১ উত্তম॥

বুলিতে বচন পুনি শুনি কাব্য প্রায়।
অর্থ যুদ্ধে গুণিগণ পরাভব পাএ॥

সুরঙ্গ কপোল বর্ণ চারু সুললিত।
জিনিয়া কমল পত্র অতি সুশোভিত॥

তার বাম পাশে এক তিল মনোহর।
পুতলী ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর॥

যেই তিলে সেই তিল হএ দরশন।
তিল তিল করি অঙ্গ করএ দাহন॥

নয়ান অঞ্জন কর্ণায়ত রেখা শোভে।
চঞ্চু মেলি মদির২ রহিল তিল লোভে॥

শ্রবণ যুগল চারু জিনি সিন্ধুসুতা।
ডগমগ শ্রুতিতলে৩ ঝলকে মুকুতা॥

লজ্জাএ গৃধিনী পাখী৪ উড়িল আকাশে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে অরুণ প্রকাশে॥

তাহাতে রতন কুল জড়িত সুরূপ।
তারক অরুণ সঙ্গে বড় অপরূপ॥

ক্ষণে ক্ষণে কুটিলা৫ পৈরএ মনোহর।
দুই দিকে যেন দুই দীপক উঝর॥৬

পাঠান্তর

১ বাচক—অর্থ প্রকাশক।
২ মদির—মত্ত খঞ্জন পাখী।
৩ জগমন-পাতিয়ান
৪ পক্ষী
৫ কুটিলা—[খেটিলা] এক রকম অলঙ্কার
৬ উঝর—উজ্জ্বল

ক্ষেণে ক্ষেণে চাকি কালা১ ফুল শোভে খুবি।
দরশন মাত্রে হএ জগজন২ লোভী॥
যখনে চিকণ বস্ত্রে করএ ঘোঁঘট।
ধূম্রান্তরে অর্কতারা কিঞ্চিৎ প্রকট॥
কনক কমল পত্র কাম্পে থর থর।
চমকে বিজুলি যেন সিত ঘনান্তর॥
দেখিয়া বদন ঠান মনে ধন্দ বাসি।
নিত্য নিত্য ক্ষীণ হএ পূর্ণিমার শশী॥
কনক মুকুর জিনি মুখ জ্যোতি সাজে।
লজ্জা পাই নলিনী প্রবেশে জল মাঝে॥
দেখহ অপূর্ব রীত বদন উপর।
পদ্ম যুগ বন্দী হৈছে চন্দ্রের মাঝার॥৩
শত্রু মাঝে৪ মিত্র বন্দী দেখি দিবাকর।
ধরিয়া সিন্দূর রূপ আইল নিয়ড়॥
ভুরু যুগ ধনূক ধরিয়া পল বাণ।
তিলে তিলে হানে বাণ কটাক্ষ সন্ধান॥
নয়ান কমলে হানে এহি বড় দুঃখ।৫
নিকটে থাকিআ মাত্র না দেখএ মুখ॥৬
তেকারণে গড় দ্বারে থাকএ সদাএ।
ঘোঁঘট অন্তরে থাকি বিশিখ করাএ॥৭

পাঠান্তর

১ চাকি কালা ফুল—বোধ হয় এক প্রকার অলঙ্কার, চাকি কানফুল শোভে খুন্তী পাঠও মূলানুগত করিয়া অনুমান করা যায়।
২ জগমন
৩ 'পদ্ম যুগ বন্দী দুই চন্দ্রের মাঝার'
৪ 'মধ্যে'
৫ 'কমল নয়ানে হানে মাত্র এই দুঃখ'
বা 'এই মাত্র দুঃখ'
৬ 'নিকটে থাকিআ না দেখে নিজ মুখ'
৭ গড়ের নিকটে শত বিশিখ এড়াএ

অরুণ অনুজ নাসা বুঝিয়া চরিত।
নথ রূপে বিষ্ণু চক্র হইল১ উপস্থিত।।
আর এক অপূর্ব শুনহ মহাজন।
সংসারে ব্যাপিত মৃগ চান্দের বাহন।।
যথা তথা নর সবে দেখি মৃগকুল।
আখেট করিতে করে আরতি বহুল।।
সেই মৃগ আঁখি বন্দী২ চান্দের উপর।
নরাহের৩ করে নিত্য লৈয়া ধনু শর।।
সুন্দর চিবুক কিবা সুপক্ক রসাল।
যতেক বাখান করি এতোহ 'ধিক ভাল।।
হিঙ্গুল মিশ্রিত কুন্দিয়াছে ক্ষীর সার।
নিজ করে যত্নে৪ কি গঠিছে করতার।।
সুচারু গিমের রূপ কহিতে অপার।
লাজে ক্রৌঞ্চ পক্ষী গেল শিখর মাঝার।।
নীলকণ্ঠ তাম্রচূড় নহে সমসর।
সকটি পারোয়া৫ জিনি গিম মনোহর।।
কাচের ডগডগি কি গঠিছে মনমথ।৬
ঘুঁটিতে তাম্বুল রস দেখএ বেকত।।
তিন ঠাঁই তিন রেখা দেখিতে কৌতুক।
লাজ হেতু কম্বুবর জলে দিল লুক।।

পাঠান্তর

১ লৈআ
২ বসি
৩ নরাহের—মানুষ শিকার
আহের—(হিন্দী শব্দ) শিকার
৪ মহিমার করে'
৫ 'সকটি পারোয়া' কি জিনিস বুঝিলাম না।
আরবী পুথিতে "শক্তি পারুআ।" পারুয়া, পারোয়া, পারেয়া, পায়রা, পারাবত।
৬ ডগডগি—কাঁচের সুরাহি।
মনমথ—মদন

পূর্ব জন্মে কোনে তপ করিছে১ অসীম।
কার ভুজ লগন২ হইব সেই গিম॥
জিনিয়া কনক৩ দণ্ড ভুজ মনোহর।
নিজ করে যত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশর॥
কমল মৃণাল পুনি সমতুল নহে।
তেকারণে অতি ক্লেশে অঙ্গ রন্ধ্রময়॥
করীরাজ শুণ্ড লাজে দিতে নারি তুল।
তাহার অগ্রেতে করপল্লব রাতুল॥
চতুরের মর্মান্তরে করযুগ ক্ষেপি।
বাহির করিছে কিবা করে রক্ত লেপি॥
কিবা স্থলকমল রাতুল৪ উৎপল।
প্রাত রবি উষ্ণ৪ক কর পল্লব শীতল॥
দোলাইতে কর গতি লক্ষণ না যাএ।
রম্ভা তিলোত্তমা কিবা হস্তে যে দেখাএ॥
তাহাতে অঙ্গুলি কুল অতি মনোহর।
চম্পক কোরক পুনি নহে সমসর॥
রতনে জড়িত বাহু অঙ্গদ কঙ্কণ।
রঞ্জিত বলয় কুল ত্রিজগ মোহন॥
দন্তী-দন্তে বিচিত্র করিয়া চিত্র অতি।
ক্ষেণে ক্ষেণে সুশোভিত চুড়ি গুজরাতি॥
কর শাখে নব রত্ন-জড়িত অঙ্গুরী।৫
দেখিতে শরীর শূন্য প্রাণ যাএ উড়ি॥৬

পাঠান্তর

১ 'সাধিছে'
২ ভুজ লগন—ভুজলগ্ন
৩ 'কমল'
৪ রকত, ৪ক উষ্মা
৫ অঙ্গুটি
৬ ফুটি

স্বর্ণ থাল জিনিয়া হৃদয় পরিপাটি।
কনক কটোরা দুই রাখিছে উলটি।।
ফলের উপমা কিবা কহে কবিকুল।
বিচারি চাহিলুম সেহ নহে সমতুল।।
দেখিয়া সুন্দর অতি কুচ যুগ ভঙ্গি।
সুরঙ্গি হইয়া নাম ধরিল নারাঙ্গি।।
বড়হি কঠিন অতি উরজ অবলা।
কোমল শরীরে নাম ধরিল কমলা।।
শ্যাম তারা নাম ধরে শ্যাম তারা নহে।
তেকারণে ডালেত পিঙ্গল বর্ণ হএ।।
ডাড়িম্বে দেখিয়া কুচ অতি সুরুচির।
লজ্জাএ বিদার হএ আপনা শরীর।।
কঠিনতা ভাবিয়া শরীর করি কষ্ট।
তথাপি তুলনা১ নহে শ্রীফল শ্রীভ্রষ্ট।।
জামির ছোলঙ্গ পুনি অম্ল রস হৈয়া।
ডালেত পিঙ্গল হএ অতি লজ্জা পাইয়া।
কুচ দরশনে অঙ্গ না দেখিএ ভাল।
উলটা সংযোগে পুনি লতা হএ তাল।।
কনক কলসী কিবা ভরিয়া রতন।
শ্যাম চাপ শিরে দিয়া২ রাখিছে সদন।।
করীবর কুম্ভ জিনি কুচ মনোহর।
নিশ্চল রহিছে৩ কিবা হেম ধরাধর।।
চক্রবাক-যুগ নিশি বিচ্ছেদের ডরে।
অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরঃসরে।।৪

পাঠান্তর

১ তথাপিহ তুল্য
২ দিয়া কিবা
৩ রাখিছে
৪ অখণ্ড মিলনে দোহে রহিল উরঃ সরে

সগর্ব আদর কঠিনতা অতিশয়।
রাজচক্রবর্ত্তী শির নম্রহ করএ॥
শ্যাম ছত্র শিরেত বেকত ছত্র পতি।
স্বইচ্ছাএ কর দিতে সবার১ আরতি॥
উরঃ সিংহাসনে বৈসে উরজ আবল (?)।
এক পাটে দুই নৃপ২ বড় কুতূহল॥
কতেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষণ।
যুবক হৃদয়ানন্দ বালক জীবন॥
সত্যাঞ্চল অন্তস্পটে থাকে অনুক্ষণ।৩
পরশিতে নারে কার মানস নয়ন॥
নৃপ কুলে বহু যত্নে দেব আরাধেন্ত।
কর দিতে নারি সবে কর কচলেন্ত॥

[মলয়া কুঙ্কুম কেশরের ক্ষীর সার।
একত্রে ছানিয়া কৈল উদর সঞ্চার॥

কোমল পাতল পেট স্রজিল গোঁসাই।
সত্য বত (?) বচনে অন্তরে অন্ত নাই॥

ক্ষীরাহার করিতে লাগএ অতি ভার।
সুরস তাম্বুল যে সুগন্ধি পুষ্পাহার॥]৪

পাঠান্তর

১ সবান
২ রাজা
৩ সর্বক্ষণ
অন্তস্পট—অন্তঃপুরের পর্দা।
৪ এই ছত্রগুলি বুঝিতে হইলে মূল হিন্দী দেখা আবশ্যক:
"পেট পতর জুন চংদন লাবা।
কুংকুঁহ কেসর বরণ সোহাবা॥
ক্ষীর তাহার ন কর সু-কবাঁরা।
পান ফুল লেই রহই অধারা॥"

নাভি কুণ্ড উদধি ভাঁওর জলাকার।১
তাহাতে পড়িলে মাত্র নাহিক উদ্ধার॥
রোমাবলী নাগিনী বৈসএ কূপান্তর।
পর্বতে উঠিতে চাহে আহার অন্তর॥২
গিম নীলকন্ঠ গিরি শৃঙ্গেত দেখিয়া।
শৈল সন্ধি সংযোগে রহিল লুকাইয়া॥৩
সুরস অধর মধ্যে সুধার বসতি।
মধু লোভে উঠে কিবা পিপীলিকা পাঁতি॥
মুক্তাহার গঙ্গাধার পম্থেত দেখিয়া।
থমকি রহিল যেন৪ ভোর মতি হৈয়া॥
কিবা কুচ হর কাম করিতে বিনাশ।
হরধনু ধরে রোমাবলী নাগ পাশ॥
ধনুশর মহেশের নহে অস্ত্র মূল।
নিজ অস্ত্র ধরে তেঞি ত্রিবলী ত্রিশূল॥
মৃগরাজ জিনি কটি পরম সুন্দর।
হরের ডুমুরু পুনি নহে সমসর॥
পিপীলিকা ভৃঙ্গ কটি জিনি মাঝা ক্ষীণ।
ভাঙ্গিয়া পড়এ যদি৫ উর্দ্ধে গিরি চিন॥
এ লাগি সৃজিল বিধি ইন্দ্র বজ্র দিয়া।
রোমলতা লক্ষ্যে পুনি রাখিল ছান্দিয়া॥৬

পাঠান্তর

১ ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য মূল হিন্দী দেখুন; যথা:—
"নাভী কুঁডর সো মলয় সমীরু।
সমুদ ভবঁর জস ভবহ গঁভীরু॥"
ভাঁওর<ভঅঁর<ভ্রমর—আবর্ত (হিন্দী অর্থ)।
২ আহার করিতে উঠে পর্বত শিখর
৩ চমকি রহিল মনে ভোর মতি হৈআ
৪ 'কিবা' ও 'পথে'
৫ দেখি
৬ রাখিছে বান্ধিয়া

গিরি শৃঙ্গ 'পরে সিংহ বৈসে অনুক্ষণ।
জগতে প্রচণ্ড গিরি সুতার বাহন॥
করী কুম্ভ বিদারি ভুঞ্জএ মৃগপতি।
হরি গন্ধে করী পলায়ন্ত শীঘ্রগতি॥
হেন সিংহ গিরি 'পরে১ সতত বসতি।
হরের বাহন হৈল তেজিয়া পার্বতী॥
করি কুম্ভ বসতি পারীন্দ্র২ শিরোপর।
বড় অপরূপ তিন দেখ মনোহর॥
যতেক বর্ণনা৩ করি ততোহধিক চারু।
হরের নিকটে যেন রাখিছে ডমরু॥
মুখের রসনা পদ্মপত্র বিরাজিত।
কিঞ্চিৎ দোলনে শব্দ উঠে সুললিত॥
সুচারু নিতম্ব অতি ধরে নিতম্বিনী।
করীবর কুম্ভ জিনি সুন্দর তলিনী।
নাভি অধঃস্থলী অতি ত্রিজগ মোহর।
কহিতে উচিত নহে৪ অকথ্য কথন॥
অভেদ আছএ সেই কমলের কলি।
না জানি পরশে কোন্ ভাগ্যবন্ত অলি।
চন্দ্রের মাঝে কিবা মৃগপদ চিন।
আর কি কহিব৫ তারে করি পর ভিন॥৬
শিবের পূজার স্থলী জান সবিশেষ।

পাঠান্তর

১ গিরি অধোভাগে
২ পারীন্দ্র—সিংহ
৩ বাখান
৪ উচিত কহিতে লাজ
৫ আর কি বোলিমু
৬ পর, ভিন—প্রভিন্ন; প্রকাশিত
আর বেশী প্রকাশ করিবার উপায় কি ? অর্থে।

পুথি-পরিচিতি

পদ্মাবতী

[পদ্মাবতী সম্পাদনায় সাহিত্যবিশারদের তৎ-সংগৃহীত নিম্নে বর্ণিত পুথিগুলোই ছিল অবলম্বন।]

১. অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রথম দিকে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ। ২য় পত্র খণ্ডিত; ৩য় পত্রও প্রায় ছিন্ন। ১০৯ পত্রে শেষ। ২২X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজে দুই পিঠে (ক্বচিৎ এক পিঠে) লেখা।

রোসাঙ্গ রাজের "তারিফের" আরম্ভে এরূপ লেখা আছে :—

ছিলিম সাহার বংস জদ্যপি হইল (ধ্বংস)
নৃপ হৈল মহিপাল।...
রস ভোগে গোঁআইল কাল॥
এক পুত্র এক কন্যা সংসারেত ধন্যা ২
জনমিল নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিপ স্থান পুত্রে (কৈল রাজ্য দান)
জারে দেখি লজ্জিত বাসব॥

"ছিলিম সাহার বংশ" স্থলে "দিল্লী মহারাজ বংশ" ছাপাইয়া বটতলার প্রকাশকরা একটা মহাসমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। সে সমস্যার সমাধান হইল। তৎকালীন রোসাঙ্গ রাজের মুসলমানী নাম ছিল "ছলিম সাহ।" তাহা আরাকানের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে।

শেষ—

[লিপিকরের উক্তি]
কথা গেল দিল্লির উমরার গণ।
একে একে গ্রাসিলেক দারুণ সমন॥

এথেক ভাবিয়া চাহ বুদ্ধিমন্ত জনে।
সে সুখ সম্পদ কথা কি আছে এখানে ॥
কিছু না রহিব রৈব অকৃতি কথন।
পরিণামে কিছু কর জল অন্ন দান॥
কৃপাল চরিত্র কেহ বুজিতে না পারে।
একের মানস লাগী লক্ষ প্রাণ হরে॥
সুবুদ্ধি আছিল পূর্ব্বে আলাঅল কবি।
পদ্মাবতি রচিলেক নিজ মনে ভাবি ॥
যথেক রচিল পদ রত্ন তুল্য মূল।
তাহাকে প্রণাম করি সে পদ লিখন॥
আলাআল কবি পদ অষ্ট অঙ্গে প্রণামি।
উদ্দেসি তাহানে গুরু মানিলাম আহ্মি॥

"এই পুস্তক মালিক শ্রী ডোমন মহোরী সাং খিতাপচর বকলম হিন শ্রী রোনল্যা সাং হুলাইন আমলে শ্রীযুত মেব্রতান সীং সাহেব মোতাল্‌কে সরকার ইছিলাম আবাদ চাকলে চক্রসালা কমিসীনরী আদালত কাচারি শ্রীযুত মুলবী স্যাবদ্দিন ইপতিদা লাগায়ত সন ১১৫৬ মং ইতি সন ১১৫৮মং (মঘী) তারিখ ১৬ আগ্রাণ।।" (১৭৯৪/৯৬ খ্রীঃ)

২. আলাউল রচিত পদ্মাবতী কাব্যের মধ্য হইতে কেবল "পদ্মাবতী"র রূপবাখান অংশটুকু লইয়া এই পুথি। এই রূপবর্ণনা সাধারণের বোধগম্য নহে। তথাপি ইহা তাহাদের বড় আদরের জিনিস। মেলা মজলিসে সাধারণতঃ এই রূপ বাখানটাই পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। পণ্ডিত আখ্যা-ধারী এক ব্যক্তি উহার অর্থ বুঝাইয়া দেয়, আর শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ চিত্তে তাহা শুনিয়া থাকে।

আরম্ভ— মস্তক আপাদ আদি য়লঙ্কার রূপ।
একে ২ কহ শুক বচন স্বরূপ॥

শেষ— বসন ভোসন সব বর্ন্নিতে ন পারি।

পত্র সংখ্যা ১৩। অতি প্রাচীন দেখায়। কুতুবদিয়া হইতে সংগৃহীত। শেষ পত্রে "আলি রাজার" একটি পদ আছে। তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

খেনে পাটনেত খেনে পোরে রক্তাম্বর
বনমালি সাম তোমার মুরারী জগ প্রাণ।
জে সুনে তোমার বংশী সে জন দেবের অংশী।
প্রচারি কহিতে ভাসি ভয়।
বংশী হেন শক্তি ধরে তন রাখি প্রাণি হরে।
গুরু পদে আলি রাজা কএ॥

৩. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১ম ও ২য় পত্র নাই। শেষ পত্র সংখ্যা ২৩৯। ১৮X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। এক শত বৎসরের কিছু উর্ধ্বব কালের প্রতিলিপি।

বড় দুঃখ যে, অসংখ্য হস্তলিপি সংগ্রহ করিলাম, তথাপি 'পদ্মাবতী'র অনেক যায়গায় সুবোধ্য পাঠোদ্ধার করিতে পারিলাম না।

শেষ পত্রের শেষ—

মৃত্যুকালে বাপ মোর তোমার চরণে।
ভূমি চুম্বি সমর্পিল করিয়া জত্তন॥...
য়ামা রক্ষা কর সাহা সংসারেতে নাই।
য়ামার কর্ত্তা তুমি তুমি সে গোসাই॥
রত্নসেন য়াগে জদি কোপ রাখ মনে।
খেমা করি য়ামা প্রতি।

৪. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১১—১৮০ পত্র বর্ত্তমান। ১৮X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। পুথির বয়স ১৫০ বৎসরের কম হইবে না। অত্যন্ত সুন্দর লেখা।

০ ০ কাজি পুস্তক রচিত।
লস্কর নায়ক আসরপে আজ্ঞা দিল॥
তেন পদ্মাবতি লেখ মোর আজ্ঞা ধরি।
এহি কথা সুনি মনে বহু শ্রধা করি॥

শেষ—

জথ দূর হেন্দু রাজা নিজ বল ছিল।
পত্র দরসনে সব চিতাওর য়াইল॥

নব সহস্রেক করী লৈক্ষ অশ্ববার।
পদগতি সৈন্য আইল সংখ্যা নাহি তার॥

'লিখিতংশ্র মাং ওয়াসিম পণ্ডিত মীদং হকমালিক শ্রীজাফর আলী'

৫. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৯—৯৫ পত্র বিদ্যমান। ১৮X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। প্রায় দেড়শত বৎসর আগের লেখা। "খৎকাম শ্রীরহম-তোল্লা।" বিস্তর অশুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়।

আরম্ভ— জেই কিছু নিরঞ্জনে কহিছে কোরানে।
সেই কথা নিত্য কৃত আন নাহি মনে॥

শেষ— গাঠি ছোরাইতে চুরি করি সখিগণ।
নৃপ পাস থাকি কন্যা নিল য়ন্য স্থান॥
নির্পতি দেখিল জদি পাসে কন্যা নাই।
মনে য়নুসোচ করে কি হৈল গোঁসাই॥

৬. আরবী হরফে লেখা। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১৬X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। পুথির বয়স শতেক বৎসর হইতে পারে। পত্রাঙ্কহীন। প্রকাণ্ড আকার।

আরম্ভ— সুন্দর খেলন রঙ্গি পিক সব চারি ডিঙ্গি
মগদের নানা বর্ণ আর।
নৃপতি চরণ জত সুবর্ন মণ্ডিত তত
সমুখে ছুটকে চক্ষু তারা।

শেষ— গাঠিতে থাকিলে ধন জগ হএ বশ।
যৌবন বিহীনে জীবন কসাকস॥
পুষ্পগন্ধ থাকিলে মধুকর ধাএ।
নীরস কুসুমে অলি ভ্রমেও না জাএ॥

৭. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৩—১৫০ পত্র পর্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পত্র নাই। আরও দুইটি পত্রের পত্রাঙ্ক নির্দেশ করা যায় না। ১৭X১১অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। কলের কাগজ বলিয়া একেবারে

পচিয়া গিয়াছে। উল্‌টাইতে ছিঁড়িয়া যায়। হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর। তথাপি পড়িতে কষ্ট হয়।

আরম্ভ--- ভিন্ন২ কর্ম্ম নিযুক্তিছে সবাকারে।
একের কর্ত্তব্য আনে করিতে ন পারে॥
এথ সব রত্ন পাইআছে জনে ২।
তথাপিহ দাতার মরম কেবা জানে॥...
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত মহী বৃক্ষ পত্র জথ।
সপ্ত শূন্য ভরি জদি শ্রিজএ কাগত॥

শেষ--- সোল সত নৃপ সুত সংগ্রামে নিপুণ।
রত্ন সেন মহা নৃপ বিক্রমে দ্বিগুণ॥
এ সকলে অস্ত্র ধরি জদি যুদ্ধ দিত।
কাহার সকতি তার আগে স্থির হৈত॥

৮. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৪২—২৬৪ পত্র বিদ্যমান। শেষের দিকে অনেকগুলি পাতার কিয়দংশ ছিন্ন। ১৬X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। বয়স ১০০ বৎসরের কিছু কম হইবে।

আরম্ভ--- সুরূপে কুরূপে কেহ না গোয়াএ কাল।
জাকে স্বামী দয়া করে সেই নারী ভাল॥
কি পুনি পুছিলা মোরে সিংহল কাহিনী।
দিন সমতুল নহে উঝল জামিনি॥

শেষ--- পত্র য়াদিয়ন্ত জদি গোরাএ সুনিল।
পুষে চুম্বি ভুমি গালে গোরাএ কহিল॥

৯. সম্পূর্ণ আছে। শেষ পত্র সংখ্যা ২১৫। ১৬X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। বিস্তর অশুদ্ধি পূর্ণ। শতেক বৎসরের পুরাতন হইতে পারে। বহিখানি চামড়া দিয়া বাঁধানো।

আরম্ভ--- প্রতমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
জেই প্রভু জীব দানে স্থাপিল সংসার॥

কহিলা সর্ব্বত্র আদি যুতি পরকাস।
তার পরে প্রকট জে করিলা আকাস॥

শেষ— সাহা বোলে হৈল শিশু দ্বাদশ বশ্ছর।
রাজ্য ত্যাগি গোআইল তুমার নগর॥
এবে আমি দেশে জাই তুমি রহ এথা।
কিঞ্চিত বিসাদ মনে ন ভাব সর্ব্বতা॥

লিপিকর: হিন গ্গান গ্গাতা অর্থ ন জাএ বুজন।
লেখি আছি আদ্রছেত (আদর্শেত) দেখিল জেমন॥
মাতা পিতা হীন হই প্রাণি নহি স্থির।
দিবা রাত্রি অগ্নি তুল্য জ্বলেন্ত সরির॥
এতেক জানিয়া আমা খেমহ অপরাদ।
গুণিগণ চরণে করিএ জোর হাত॥
শিশু কালে মাতাপিতা মৃত্যু হই গেল।
তেকারণে বহু দেসে ভ্রমিতে লাগিল॥
১।২।২০।৩০ জদি হই গেল।
অনেক ভ্রমিআ আমি কুল নই পাইল॥
হাহা প্রভু নিরঞ্জন জগ করতার।
সংসারেতে নই রাখ গোলাম তোমার॥

"পুস্তক লেখিছি শ্রী আকামদ্দিন মিঞাঁজি পীছুরে জেআবদিন মিঞাজি মতোফা সাং কাটলি থানা ভাটিআরি অধিনের ঠিকানা কর্ণালা হাটের পশ্চিম দিগে সাদনপুর। পুস্তকের মালিক শ্রীআমদ আলী পীং কমর আলী সাং লতিপপুর কালির হাটের পশ্চিম দিগে সুবেদার বারি ওরপে জাফরাবাজ।"

১০. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১৪—২৩০ পত্র বর্তমান। ১৭X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। লেখা অত্যন্ত জটিল ও দুষ্পাঠ্য। বয়স প্রায় শতেক বৎসর হইবে।

আরম্ভ— কেমতে জানিব সেই রচনের সুদ্ধি।
অনেক ভাবিয়া মনে চিন্তিআ উপাএ।
তান ভাগ্য জস কৃতি আছএ সদাএ॥

শেষ— আপে ন থাকিলে সংসারের কিবা কাজ।
জাবত জীবন আছে ভুঞ্জ সুখ রাজ॥

১১. আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত আছে। শেষ পত্র সংখ্যা ২০৯। ১৬X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। বিস্তর অশুদ্ধি পূর্ণ। বয়স আশী বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে।

আরম্ভ— প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
জেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥
করিলা সর্ব্বত্র আদি যুতি পরকাস।
তার পরে প্রকট জে করিলা আকাস॥

শেষ— চারি ভাগ রাজ্য চারি পুত্র স্থানে দিল।
জস কৃতি ধৈন্য ২ তবে মৃত্যু হৈল॥
পদ্মাবতী নাগমতি সহমরণ গেলা।
মাগনেত আলাওলে বিস্তারি কহিলা॥
নেকি সে পরম ধন সংসারের সার।
পদ্মাবতী পঞ্চানিকা সমাপ্ত আকার॥

লিপিকরের উক্তি

পুস্তক মানিক শ্রী বোচাগাজি ধির।
মোহাম্মদ ছাদক নাম তাহান পিতার॥
মৃত্যুপুর তেজিয়া অমরাপুরে স্থিতি।
ভাগ্যবন্ত দৌলতপুরে তাহান বসতি॥
অধিন ইছুপ আলি পুস্তক লিখন।
পিতা জান মোহাম্মদ কামিল সুজন॥
মোহাম্মদ কাদিম প্রকাস জগতে ঘোসএ।
মৃত্যু পান করি গেল ইন্দ্রের আলএ॥
রসভোগ বাবুনগর পুন্যের ভাণ্ডার।
পুণ্য হিন ভাগ্য হিন বর্জ্জিত আকার (?)॥
গুরু জিউ মাহাম্মদ জিবন পণ্ডিত।
মধু হাসি সুপ্রকাসী বাক্য অখণ্ডিত॥

হেন জ্ঞানী ধ্যানি ছিল জগতে বসতি।
আইউ তেজি হৈল গিয়া স্বর্গ মৈদ্ধে স্থিতি॥

১২. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ২২–৩২৬ পৃষ্ঠা বর্তমান। মধ্যে মধ্যে কয়েক পাতা নাই। ১৬X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। বয়স শতেক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে।

আরম্ভ— গুণকৃতি কহিতে না পুরে মন সাদ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করি য়াসির্ব্বাদ॥
দির্গ প্রমাই হৌক সত বিংস য়ন্দ।
দিগান্তর পুর্ণ হৌক জস কৃতি সন্দ॥

শেষ— সজল নআনে রামা ধরিলা চরণ।
কন্ঠে লাগাইআ নৃপে দিল আলিঙ্গন॥
পতি পরসনে সতি অতি আনন্দিত।
রস ভরে পতি অঙ্গ হৈল পুলকিত॥
দুক্ষ দসা অবসেসে নানা সুখ রঙ্গ।
আছিল সমস্ত নিশি নাগমতি সঙ্গ॥

১৩. আদ্যন্ত খণ্ডিত। প্রথমে ও শেষে কয়েকটি পত্র একেবারে জীর্ণ শীর্ণ। শেষপত্র সংখ্যা ১২৪। প্রথম দিকের কয়েকটি পাতার অর্ধেক ছিঁড়িয়া গিয়াছ। ১৭X১০ অঙ্গলি পরিমিত কাগজের বহি। প্রায় শতেক বৎসরের প্রাচীন। বিস্তর অশুদ্ধি পূর্ণ।

আরম্ভ— মনুহর উদ্যান কহিতে নাহি অন্ত।
ফুলে ফলে সট রিত সতত বসন্ত॥
ফল ভরে নম্র অতি আম কাঠআল॥
খিজির খাজুর আর তাল॥

শেষ— মনের বান্ধব মিত্র প্রভু দেউক আনি।
সম্পদ বিপদ কিবা লাব কিবা হানি॥
ছুএ জন বাসা দিল বিচিত্র মন্দিরে।
ভক্ষ্য বস্তু জেন রাজনিতি উপহারে॥

১৪. একবারে খণ্ডিত। ৯৩ হইতে ১২৩ ও পত্রাঙ্কহীন ৫টি পত্র মাত্র বিদ্যমান। ১৯X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। বড় বড় অক্ষরে সুন্দর লেখা। প্রায় শতেক বৎসরের প্রাচীন।

আরম্ভ--- মৃত্তুকাল আসি মোর হইল নিয়র।
অঙ্গা হৈলে এবে মুই জর্ম্ম ভুমি গিয়া॥
জাতি বিত্তি ধর্ম্ম মোর বন ফুল খায়া॥

শেষ--- সুনি ক্রোধে জ্বলিআ উঠিল ছুলতান।
প্রচণ্ড আনল জেন নিদাঘের ভান॥
এই ক্ষুদ্র হিন্দু জদি আজ্ঞা নহি মানে।
প্রিথিম্বিতে মোর আজ্ঞা মানিবেক কনে॥
আমার আটপ সব জানে ভালে।
পীপিলিকা পাখ হএ মরিবার কালে॥

১৫. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ২—১৯ পত্র বিদ্যমান। মধ্যে ৮ম পত্র নাই। ১৮X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। বহুদিনের প্রাচীন। হস্তলিপি অত্যন্ত টানা মুন্সীয়ানা ধরনের। নিজ বাড়ীর পুঁথি।

আরম্ভ--- এইবারে হাটে নিয়া তাহারে বিকাইল॥
মুখে জদি এক কথা হৃদে তার আন।
মার নিয়া পাখী না থাউক এই স্থান॥
জেই বাক্য লাগি প্রাণ কান্দে নিরন্তর
পাপিষ্ঠের মুখেত সুনিলুম সে উত্তর॥

শেষ--- হৃদএর দুঃখ জন্ম করিলেক স্থির।
জল রূপ আখি পন্থে হইল বাহির॥
তবে কন্যা হাসি ২ বান পুছিলা।
য়াঙ্ক্ষা ছারি এ কাল কথাতে য়াছিলা॥

১৬. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১৯—৯১ পত্র বিদ্যমান। মধ্যে মধ্যে কয়েক পাতা নাই। ১৫X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। কলের কাগজ। অত্যন্ত জীর্ণ।

আরম্ভ— নিজ গম্যে সহজে বর নারী।
অঙ্গ ভঙ্গে নাচে জেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
সুখর বাজে কি নেপর।
ভ্রম ভঙ্গ নহে তাল শব্দ সুমধুর॥

শেষ— হেন কালে তাম্রচোরে যখন হা করে
বল ২ (বুলবুল?) কোকিল কুজিত।
বিরল নক্ষত্রগণ চকিত হরিস মন
চম্পা পাসে চম্পক দুঃখিত॥

১৭. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ২—২৪ পত্র বিদ্যমান। ১৮X১২ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। শতেক বৎসর পূর্ব্বের লেখা।

আরম্ভ— লোকে খাইবারে দিছে না টুটে ভাণ্ডার।
কাকে নাহি বিস্মরণ দিআছ আহার॥
সকলের উপরে তাহান দিষ্টি আছে।
কিবা মিত্র কিবা শত্রু তারে নাহি বাছে॥

শেষ— খগপাতি চঞ্চু জিনি নাসা সুললিত।
ত্রিভুবন মোহন সহজে অতুলিত॥

১৮. সম্পূর্ণ আছে। শেষ পত্র সংখ্যা ২২৭। ১৮X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। কাপড়ের মলাট। বিস্তর অশুদ্ধিপূর্ণ। লিপিকাল ১২১৯ মঘী বা ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ।

আরম্ভ— প্রথমে প্রণাম তত্ত্ব নৈরাকার সার।
জেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥
করিল সর্ব্বাগ্রে আদি যুতি পরকাস।
তার পরে পগট ঘটীল কবিলাস॥

শেষ— এ বুলিআ ছোলতানে দোহ সান্তসিলা।
সবারম্বে সৈন্য সঙ্গে দেসে চলি গেলা॥
এ রত্নসেন পুত্র চন্দ্রসেন রাজ।
আনন্দে রাজ্যেত বসি ভুঞ্জে রাজ কাজ॥

দুই ভাই সঙ্গতি হইআ মোহা সুখে।
ইন্দ্রসেন রৈল আপ ভাইর সমুখে॥
এমত আনন্দে রৈল নিজ ভাই মেলে।
সুগ্রহন্ত সমাপ্ত করিল আলাওলে॥
"সৃতি সহ ১২১৯ মঘি বাং মাহে ৭ সাত পউস॥"

১৯. আদ্যন্ত খণ্ডিত। পত্রাঙ্ক নাই। গ্রন্থের বেশীর ভাগ আছে। ১৮X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। বয়স শতেক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে।

আরম্ভ— ছিলিম সাহার বংস হইল ধ্বংস
নির্প হৈল রাজ্যপাট (পাল?)
রাজ সুখ ২ মুল কি দিমু তাহার তুল
রসভোগে গোমাই সকল॥
এক পুত্র এক কন্যা সংসারেত ধৈন্যা ২
জম্মিলা নৃপতির সম্ভব।

শেষ— ভাবি চিন্তি নাই কাজ চলি জাই যুদ্ধ মাজ
গৌরার সোহাজ্য হইবার।
মোরে জদি দয়া করে চল মৃত্যু ইচ্ছিবারে
জীবনের য়াসা নাহি য়ার॥

২০. পত্রাঙ্ক নাই। ২য় পত্র হইতে শেষ পর্যন্ত আছে। ১৬X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। শতেক বৎসরের প্রাচীন। প্রথম দিকে কয়েক পাতার কিয়দংশ কীটদষ্ট।

আরম্ভ— জ জীব পশু পক্ষী পিপীলিকা আর।
কাকে নাহি বিস্মরণ দিয়াছে আহার॥
সকলের উপরে তাহান দিষ্টি আছে।
কিবা শত্রু কিবা মিত্র কাকে নাহি বাছে॥

শেষ— নেকি সে পরম ধর্ম্ম (আখেরের) কাম।
পদ্মাবতী পঞ্চালিকা সমাপ্ত উপাম॥
বুদ্ধি বলে পদ্মাবতী রছিল সন্ধান।
কহিলেন্ত আলাওলে করিআ বয়ান॥

পদ্মাবতি পোথা সাঙ্গ হইল লিখন।
এবে কহি সনের কথা সুন গুণীগণ॥
কিন্তু সনের কোন কথা পুথিতে নাই।

২১. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১৫-২৪৯ পত্র আছে। ১৫X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণশীর্ণ। প্রতি পরিচ্ছেদের বিষয়গুলি পার্শ্বদেশে লাল কালিতে লেখা। "লিখিতং মেহেরজ্জমা পীং মাং রণু চৌং সাং ইচাপুর।"

আরম্ভ--- ছোলতান দিল্লীশ্বর আলায়দ্দিন নরেশ্বর
প্রচণ্ড প্রতাপ ছত্রধর।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তথা কহিলা কৈন্যার কথা
সুনি হরসিত হৈল নৃপবর॥

শেষ— জথ দূর নিজগত আছে নির্পগণ।
পত্র লেখি সিগ্রগতি আনহ জত্তন॥
মন্ত্রীর বচনে রাজা হরিস কিঞ্চিত।
দিগ দিগান্তরে পত্র লেখিলা তুরিত॥

২২. প্রথমে দিকে অনেকটা খণ্ডিত। ২৬--২৭ ও ৪৯—২৩০ পত্রগুলি মাত্র বিদ্যমান। ১৯X১২ অঙ্গুলি পরিমিতি কাগজের বহি। লিপিকর আজগর আলি, নিবাস নানুপুর।

শেষ--- কৃপাল চরিত্র কেহ বুজিতে ন পারে।
একের মানস লাগি লক্ষ প্রাণি হরে॥
এক প্রভু সার আর সকল চঞ্চলা।
মন বাঞ্চা সিদ্ধি করে পাই মৃত্যু বালা॥
নেকি সে পরম ধর্ম্ম সংসারের কাম।
পদ্মাবতি পঞ্চালিকা সমাপ্ত উপাম॥
বুদ্ধিবলে পঞ্চালিকা রহিল সন্ধান।
কহে শ্রী আলাওলে করিয়া বয়ান॥
কহে কবি আলাওলে পুস্তক উপামা।
সমাপ্ত হইল পদ্মাবতি অনুপামা॥

বহু কষ্টে বহু দুক্ষে বহু পরিশ্রমে।
সমাপ্ত করিল পুতি লেখি জৈ্যষ্ট রামে।

লিপিকরের উক্তি ঃ

পদ্মাবতি পুস্তক জে লিখা হৈল সাঙ্গ।
মঘী সন তারিখ কহিমু ভাশা বঙ্গ॥
মোর নাম গ্রাম সে কহিমু সকল।
বারে ২ বিরছিলে নাহি কোন ফল॥
অগ্রভা শকাব্দ জে ন বিতর্পন।
বিচারিআ বুজি চাহ হিসাব গনন॥
কিনু পিষ্টে ভুজ শন্য বকু দিগাম্বর।
শীগ্রগতি গজরাজ পীষ্ঠে দিবা তার॥
মকর মাহের হস্তা তারিখ লিখন।
বিরছিলুং মঘি অব্দ গুনি।
ইংরাজি শকের কথা কর অবদান।
অধভাগে বঙ্গ সন করিমু বয়ান॥
ছলছা আর্ব্বা লই রুদ্র জোগ করি।
তাহার দক্ষিণে আদ্রা রাখীলাম জরি॥
অতিরাত্র গগন রাখীবা তার পীষ্ঠে।
ইংরেজী শকাব্দ এই বুজ বুধ শ্রেষ্ঠে॥
জানরি মাহের ছিল বিংশ পাণ্ডব।
শ সনের কথা ন গুনি সব।
রবির দক্ষিণ দিগে রাখীয়া সাগর।
বিমুকেত দিআ রাম গনিবা সত্তর॥
অহ রাশি বিচারিআ কহি একে এক।
মুনি দিবা মধ্যে দিন জুমাহা ছিলেক॥
দ্বাদশ সুদাক্ষ হৈতে প্রসীদ্দ রমজান।
অনুরাধা তারিখ আছিল মতিমান॥
মঘি ইংরাজি বাঙ্গালা সন ইতি।
সঙ্কেপেত বিরছিলুং বুজি বিঙ্কপতি॥

মোর নাম গ্রাম কহি সঙ্কিপ্তে প্রকাসী।
ইছাপুর গ্রামে মম গোত্রের নিবাসী॥
অগ্রে ছিল কালা মনি হাফেজ প্রধান।
তাত বংশে হাপীজ আবদুল রহেমান।
তাহান গর্ব্বেত (!) হৈল শ্রেস্ঠ হুমাগাজি।
ধনবতি বিত্তবান রূপে জিনি গাজি॥
তাহান বংশেত হৈল পরাণ শীকারি।
সগর্ব্ব নিলাএ দিল ইংরাজে চাকরি
ধর্ম্মশীল কুলমান লোকের আঞ্জন।
গোত্রেত না হৈল কেহ তাহান সমান॥
তান সুত গুণের জুত জেস্ঠ কসর আলি।
কনিস্ঠ সুতের নাম বুধ শফর আলি॥
জেস্ঠা সুতের সুত মুই হিন মতি।
ত্রিজগতে প্রভু বিনা আর নাহি গতি॥
পিতা ভ্রাতা খুল্লতা অমরা গেল চলি।
পাপে অতি ভোর মতি রহিআছি ভুলি॥...
আছল দৃষ্টিতে পোতা করি নকল।
পদার্ত্ত সন্দি বন্দি ন জানিএ খল।...
এই ভাবি পদ্দাবতি পুস্তক লেখিলুম
মম অধিকার সর্ব্ব স্তানে জানাইলুম
যদি কেহ বিনাপাত্যে হইবা মালিক।
আইনের দাইক ইবেক জানিও তাহাকিক॥
তস্করে হরিলে পুতি নতুবা বিকায়।
হাকিমানের সাক্ষাতে শাস্তির হৈবা দাএ॥
কহে হিন আজগর আলি রছিআ পয়ার।
নানুপুর গ্রামে ধাম বসতি আমার॥

দেখিতেছি, লিপিকরও কবি আলাওল অপেক্ষা কোন অংশে কম কবি নহেন।

২৩. "পদ্মাবতী" ও "বদিয়ুজ্জামালের" রূপবর্ণনা সাধারণ মুসলমান পাঠক ও শ্রোতার পক্ষে কঠিন বিষয়। এজন্য একজন নামহীন পণ্ডিত উহাদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। ভাষ্যের নমুনা দেখুন:—

কিবা মুক চন্দ্র য়াকি য়রুণ দেখীয়া
কিবা মুকটা চন্দ্র টেক্ষ সুর্জ্জ দেখীয়া
সে কাটীয়াচে জেন তিমিয়ার হীয়া॥
ডর কাটীয়াচে জেহেন অন্দকার ছিনা। (পদ্মাবতী)

কুন্তলে ফুটীল মুকুতা উর্ঝল
সিতার সিমাএ কাটিল মুকুতা জাহের উর্ঝল য়াচে
সুভিত সিন্দূর ভালে
সাজেত য়াচে সিদ্দিরিব কোপালে
জেন রবি সসী রাহু পাসে য়াসি
জোহন সুর্জ্জ চান্দ কালা ফোটার কাচে য়াসি
বেরিলা রৈক জালে॥ (সয়ফুল মুল্লুক।)
বেরাইলা তারার জালের দ্বারাএ

ভাষ্য যে চমৎকার, সে বিষয়ে পাঠকদের সংশয় হওয়ার কোন কারণ দেখি না। মল্লীনাথ ইঁহার কাছে হার মানিবেন নিশ্চয়ই। প্রথম পাতা নাই। শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪। প্রায় ৬০।৭০ বৎসরের প্রাচীন।

২৪. মহা কবি আলাওল কর্তৃক রচিত এই "পদ্মাবতী"র নাম এখন সকলের নিকট সুবিদিত। রোসাঙ্গ রাজ থদো মিন্তার আমলে (১৬৪৫-৫২ খৃষ্টাব্দে) তদীয় প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের আদেশে ইহা রচিত হয়। ইহাই আলাওলের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। লোকসমাজে ইহার আদর সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহার নীচেই "সয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামালের" স্থান নির্দিষ্ট।

ইহা একখানি প্রেমমূলক ঐতিহাসিক উপাখ্যান গ্রন্থ। উপাদান রাজি ভারতবর্ষের খিলিজী আমলের ইতিহাস হইতে গৃহীত। শেখ মোহাম্মদ জায়সী হিন্দী ভাষায় ৭২৯ হিজরী সনে "পদ্মাবৎ" কাব্য রচনা করেন। আলাওল উহারই বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

চিতোর রাজ রত্নসেন শুক মুখে সিংহল রাজ-তনয়া "পদ্মাবতীর" রূপের কথা শুনিয়া যোগিবেশে ১৬ শত রাজকুমার সহ সিংহল যাত্রা করেন ও পথে

অকথ্য দুঃখ কষ্ট পাইয়া সিংহলে উপস্থিত হন। অনেক অসাধ্য সাধন করিয়া তিনি পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া মনের বাসনা পূর্ণ করেন ও সিংহলে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্বপত্নী নাগমতী ও দেশের কথা তিনি একরূপ ভুলিয়াই যান। পরে এক পক্ষীমুখে নাগমতীর দুঃখের কথা শুনিয়া তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন ও পথে নানা দুঃখ কষ্ট পাইয়া চিতোর উপস্থিত হন। রাঘব চেতন নামক এক পরম জ্ঞানী পণ্ডিত তাঁহার রাজসভায় ছিলেন। তিনি রাজকর্তৃক দেশান্তরিত হন। দেশত্যাগের সময় পদ্মাবতী তাঁহাকে তাঁহার হাতের এক কঙ্কণ উপহার প্রধান করেন। রাঘব দিল্লীশ্বর সুলতান আলা-উদ্দিনের কাছে গিয়া তাঁহাকে পদ্মাবতীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা বলেন ও অপর হাতের জন্য কঙ্কণ প্রার্থনা করেন। আলাউদ্দিন স্‌জা নামক এক ব্রাহ্মণকে রত্নসেনের নিকট পদ্মাবতীকে চাহিয়া পাঠান। রত্নসেন ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। সুলতান তজ্জন্য ১২ বৎসর পর্যন্ত চিতোর অবরোধ করিয়া রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও রত্নসেনকে বন্দী করিতে সমর্থ হন। রাজাকে দিল্লীতে নিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় ও তথায় তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার চলিতে থাকে। গৌরা ও বাদিলা নামক রাজার দুই অনুচরের কূটবুদ্ধিতে রত্নসেন মুক্তিলাভ করিয়া কয়েক বৎসর সুখে কালযাপন করেন। রত্নসেন দেওপাল রাজার সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করিয়া আহত শরীরে দেশে ফিরিয়া আসেন। সাত মাস পরে তিনি দেহত্যাগ করিলে রাজার দুইরানী সহমৃতা হন। দিল্লীশ্বর পুনরায় যুদ্ধ সজ্জা করিয়া চিতোর গমন করেন। যখন চিতাধূম্র দেখিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, পদ্মাবতী সহমৃতা হইয়াছেন, তখন তাঁহার দুঃখের আর অবধি রহিল না। তিনি অগত্যা চিতাকে প্রণাম করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। রত্নসেনের দুই পুত্র তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলে সুলতান তাহাদের অভিভাবক হইয়া দাঁড়ান ও দুইজনকে দুই রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দেন। ইহাই "পদ্মাবতী"র সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সমালোচ্য পুথিখানির প্রথম দিকে ১০ পাতা নাই। শেষ পত্র সংখ্যা

৯৭। ২২X৯ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজ। পুথির আকার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে ঘন লেখা। লিপিকাল—১৮২২ খ্রীঃ।

আরম্ভ— সখীগণ সঙ্গে করি সুবেশ করিআ।
নানা বর্ণে সুবসন ভুসন রচিআ॥
জনে ২ পরিআ রত্নের আভরণ।
নানা পরিমল অঙ্গে করি বিলেপন॥
নানা অলঙ্কার নানা পরিমলে।
হৃদ্ধ সিদ্ধ মুনি তপসীর মন টলে॥

শেষ— কথা গেল পদ্মাবতী নারী নাগমতি।…
কিছু ন রহিল মাত্র রহিল কীর্‌রিতি॥
শ্রীযুত মাগন দাতা সত্যেত নিপুণ
রচাইল পুস্তক রহিতে কৃতিগুণ॥…
গুণীগণ চরণে মাগিএ পরিহার।
হিন আলাঅলে কহে সরস পয়ার॥
মোহাজন আদেস লঙ্গিতে ন পারিলুঁ।
পুস্তক রচিতে মুঞি সাহস করিলুঁ॥
জদি দোস থাকে সম্ভররিঅ গুনিগণে।
অবিচারে না দোসএ বুদ্ধিমন্ত জনে॥
মোর পরিশ্রম ভাবি বুজিঅ সকলে।
নানা কথা কহিয়াছোঁ প্রসঙ্গের ছলে॥
যুগ ভুগ তার রস সব্দ নিত্য দসা।
জে জনে তাহাত রত পুরিবেক য়াসা॥

"তামাম কিস্তা। হক মালিক শ্রীযুত য়াগবর য়ালি পীছারে শ্রীযুত রমজান য়ালি সদাগর সাকিমে মাদার বারি প্রগনে সহর জিলে ইছিলামাবাদ চা [ট্টি] গ্রাম। য়ামলে শ্রীযুত মেস্তর অয়াস্তর সাহেব কি শ্রীযুত মেস্তর অয়ালটর সাহেব সন ১১৮৪ মঘি সন ১২২৯ বাঙ্গলা তাং ৯ চৈত্র।" [১৮২২ খ্রীঃ]

উপরে যে "রচনা কাল" জ্ঞাপক পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা আর কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। পাঠটাও নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। তথাপি উহা হইতে জানা যায় যে, পুথিখানি ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

২৫. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ২২-১০৬ পত্র বিদ্যমান। ২৮X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজ। পুথির আকার। অতি সুন্দর লেখা। অত্যন্ত প্রাচীন

প্রথম ও শেষ দিকে কয়েকটি পত্র অত্যন্ত জীর্ণ ও কিছু কিছু ছিন্ন।

আরম্ভ--- নয়ানে শ্রবএ মুক্তা প্রাএ জলধার
ভাবানল জোতে লাসে মন আ—॥
কর্ম্ম যোগ হৈলে পুনি কার্য্য সিদ্ধি হএ।
ভাব ভক্তি যোগ মুক্তি বাঞ্ছিত পুরএ॥
কর্ম্ম যোগে অনাহারে বসি চিরকাল।
সাধিলে সে সিদ্ধি হএ এড়াএ জঞ্জাল॥

শেষ--- রানীর চরিত্র বুজি ইণ্ট মিত্র আসি।
কুমার ধরিয়া নিল দুহাকে সম্ভাসি॥
তবে জথ পাত্র মিত্র হই দুঃখ মন।
রত্নসেন লই গেল করিতে দাহন॥

২৬. আদ্যন্ত খণ্ডিত। অত্যন্ত জীর্ণাবস্থ ও প্রাচীন। ১৭X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহির আকার। ১২-৯৪ পত্র এবং আরম্ভে ও শেষে পত্রাঙ্ক-ছিন্ন আরও কয়েকটি পত্র বিদ্যমান। অনেক অশুদ্ধিপূর্ণ।

আরম্ভ--- আরবী মিছির সামী তুরুক (হাবসি) রুমী
খোরাছানি উজবেগী সকল।... ...
ওআপাই কেতান হরি কজাই মলআবারি
অছি কুছি কর্ণাটকবাসী।

৯৪ পত্রে--- তখনে কৈন্যার বাপে পূর্ণ ঘঠ আনি।
বর হস্তে দেএ তুলি কৈন্যা হস্তখানি॥
পঞ্চ হরিতকি লইআ এ পঞ্চ মানিক্য।
কুসা তিল তুলসী লইআ নিপবর।
কৈন্যা উশ্চুর্গি দান দিলা জামাতারে॥

২৭. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৬ ও ৯ হইতে ১৩৩ পত্র বিদ্যমান। ১৬X১১ অঙ্গুলি পরিমিতি কাগজের বহি। দুই পিঠে লেখা। বড় বড় অক্ষর। শতেক বৎসরের উর্ধকালের লেখা।

পুথিখানি কিরূপ অশুদ্ধভাবে লেখা, তাহা নিম্নের এই কয় পংক্তি দেখিলেই বুঝা যাইবে :—

"ছিলিম সাহার বংশ যদ্যাপি হইল ধ্বংস
নির্পগ্রি হইল মহীপাল।
এক পুত্র এক কন্যা সংসারেতে ধন্য ধন্যা
জন্মিল নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্যদান
যারে দেখি লজ্জিত বাসব॥" স্থলে লেখা হইয়াছেঃ
"ছিলিম সাহার বংসে জদ্যাপি হইল য়ংসে
নির্পতি হইল মহিপাল।"

এক পুত্র এক কন্যা সংসারেত ধিন্না ২
জনমিল নির্পতি সম্ভর।
চলিতে এদির্প স্তান পুত্র কৈন্যা রায্য দান
জারে দেখি লজিত বাসব॥"

২৮. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৩৩-৮৯ পত্রগুলি বর্তমান। মধ্যে ৪১, ৫৭-৫৯ ও ৬২-৬৭ পত্রগুলি নাই। অত্যন্ত প্রাচীন—জীর্ণশীর্ণ। ১৮X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। হস্তাক্ষর সুন্দর হইলেও জটিল।

আরম্ভ— চক্রবতি রাজা তুমি নির্প সিরমনি।
হেন কর্ম্ম তোমার উচিত নহে পুনি॥
আমারা সবেরে তুমি ওনাথ (অনাথ) কারআ।
কি হেতু চলিআ জাও দেসান্তরি হৈআ॥

"লিখিতং হিন মাং সফি পীং মাহাম্মদ আমী সীকদার ছাকীনে মাইজভাণ্ডার।"

২৯. আদ্যন্ত শূন্য। ৫-৩০ পত্র বিদ্যমান। ১৬X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহির আকার। বেশী দিন (১২৩৮ কি ১২৪০ মঘীর) পূর্বের লেখা নহে। অত্যন্ত অযত্নে লেখা, সুতরাং তেমন কাজের নহে।

৩০. একেবারে খণ্ডিত। কেবল ৩-৪, ৮-১১ ও ১৮-২০ সংখ্যক পত্রগুলি বিদ্যমান। তাহাও অত্যন্ত জীর্ণাবস্থ। ১৮X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। দুই পিঠে লেখা।

৩১. সম্পূর্ণ আছে। ১-২৪০ পত্রে সমাপ্ত। ১৮X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। দুই পিঠে লেখা। অবস্থা ভাল। সন ১২১৩ মঘীতে তথা ১৮৫১ খ্রী: লিখিত।

আরম্ভ— ইতি পদ্মাবতির পুস্তক। আল্লাহ গনি।
সেখ মাহাম্মদ হোচন পণ্ডিতর কারণ এই পুস্তক
লেখিতে সুরু। রাঙ্গনিয়া কান্তির এলেক্যা মোহর য়ালী পুত্র
প্রথম প্রণাম করি তুক করতার।
সে জে প্রভু জীবদান স্তাপিলা সংসার॥
করিলে সর্ব্বতে আদি য়ুতি পরকাস।
তার পরে প্রকট জে করিলা আখাস॥
সৃজীলেন্ত আলম পোবন জস খিতি,।
নানা মতে শ্রিজীলেন্ত করি নানা ভাতি॥

রোসাঙ্গ—রাজ সম্বন্ধে বিবরণের পাঠে অন্যান্য পুথির পাঠের সহিত বিস্তর অসামঞ্জস্য আছে। কিন্তু তাহা প্রদর্শনের স্থান ইহা নহে।

শেষ— চারি ভাগ রাজ্য চারিপুত্র স্থানে দিলা।
জস কৃতি ধন্য ২ তবে মৃত্তু হৈলা॥
পদ্মাবতি নাগমতি সহগামি গেলা।
ছুলতানে আসি সেই চিতা প্রণামিলা॥

এই পুস্তকের মালিক শ্রী সেখ মোহাং হোচন পীং মোহর আলি গোমস্তা মরহুম সাং নজর মাং টিলা প্রকাস মৌরাম নগর কান্তিএ রাঙ্গুনিয়া। এই সেখ মোহাম্মদ হোছন অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নিকট কতকগুলি পুথি ছিল, তিনি এই পুথির শেষ পৃষ্ঠায় তাহার এক তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন। সেকালে একজনের নিকট এতগুলি পুথি থাকা সামান্য গৌরবের কথা নহে। তিনি লিখিয়াছেন:—

"য়ামি শ্রী সেখ মোহাং হোছন পীং মোহর য়ালি
গোমস্তা মির্জ্ত মৌং নজর মাহাং টিলা য়াপন
দুস্তে লেখিতেছি সন ১২১০ দস মঘি ২০ বৈসাখ।
য়ামার নিকট জত পুতি য়াছে।

পুস্তক কিপাইত মচলেমিন—১
ছএফুল মুলুক বদিজামাল—১ ইত্যাদি।"

এইরূপে তিনি ৪৫ খানা পুথির তালিকা দিয়াছেন। নিম্নলিখিত পুথিগুলি আমার সংগ্রহ মধ্যে নাই :

১. বেদারল গাফেল
২. সাহাপরী মালিক জাদা
৩. রতি সাস্ত্র (য়ামার স্নুমারা)
৪. সীরি খোচর
৫. কালা কাম
৬. কালিন্দী রাণী ধর্ম বক্‌সা (য়ামার স্নুমারা)
৭. ইব্লিস নামা (ঐ)
৮. জতিসি গণা
৯. জ্ঞান প্রদীপ (ঐ)
১০. কাক চরিত
১১. সাহা রুস্তম
১২. দনিয়ার নকসা

লিপিকর বলেন যে, "লায়লী মজনু, সীরি খোচর, [শিরি-খসরু] অনন্ত বর্মা, [রত্নকলিকা সতীময়নার অংশ] কিফাইত মোছলেমিন, লোর চন্দ্রাণী, গোর্খ বিজয়—এই ছয়খানি পুথি বাহিরে (অর্থাৎ অন্য লোকের কাছে) আছে এবং "বিদ্যাসুন্দর" হাওলা মঙ্গলেরখিল নিবাসী জনৈক লোক পড়িতে নিয়াছে।"

আমার নিকট "মালিক জাদা" নামক একখানি খণ্ডিত পুথি আছে। "কালাকাম" পুথির উল্লেখ মুকিম রচিত পুথিতে পাওয়া যায়। "শিরি খুসরু" পুথিখানি দেখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। মালিক মিথ্যা ছলনায় পুথিখানি তখন আমাকে দেখান নাই। পরে জানিলাম, গৃহদাহে অন্যসব পুথির সহিত উহা হুতাশনের উদরসাৎ হইয়াছে। হায়! এ ক্ষতি পূরণ করিবে কে?

৩২. আদ্যন্তখণ্ডিত। ৩২-১৮২ পত্রগুলি বিদ্যমান। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পত্র নাই। ১৬X৯ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। দুই পিঠে লেখা। শতেক বৎসরের কিছু বেশী প্রাচীন। জীর্ণাবস্থ।

আরম্ভ— এথা সরবরে কন্যা করে জল কেলি।
মন্দিরে থাকিআ শুক বুদ্ধি পরিকলি॥
মনে ভাবে ভাবতে সারিরে আছে পাখা।
প্রাণ লই জাম জথা বন বৃক্ষ সাখা॥

শেষ— রত্নের মুকুর এক সাহার দক্ষিণে।
নৃপ সনে খেলে সাহা হরসিত মনে॥
পদ্মাবতী পাসে গিআ কহে সর্ব্বজন॥
শুনিছিল শ্রবণে দিল্লীর ছোলতান॥

৩৩. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১২-৮৭ পত্রগুলি বিদ্যমান। ১৬X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। শতেক বৎসরের প্রাচীন।

আরম্ভ— গ্রিবা বন্দি হইলে রোদনের কোন ফল।
মুছিয়া মুখের জল রহে শুকবর।
বিবত্তিতে মোহাজন না হএ কাতর॥

শেষ— দ্বারের বাহিরে থাকি ন মাগিএ ভিক্ষা।
স্বর্গে উঠি মাগিতে করিছ যুগি সিক্ষা॥
নির্প অন্তপুরে যুগি রহিতে ন পারে।
ভিক্ষা মাগি লও গিআ বাহিরের দ্বারে॥

৩৪. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ২২, ২৩, ২৫, ৫৮ ও ৬৭—১৮৬ পত্রগুলি বিদ্যমান। মধ্যে মধ্যে আরও অনেক পত্র নাই। ১৭X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহি। অত্যন্ত সুন্দর অক্ষর। দেখিলে শ্রদ্ধা জন্মে। প্রতি পত্রের চারিধারে লাল কালির রুল করা। বয়স দেড়শত বৎসরের কম নহে।

আলাওলের রচনার কিছু উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

সেকালের লিপিকরগণের মধ্যেও অনেকে পণ্ডিত ও কবিত্বসম্পন্ন

ব্যক্তি ছিলেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই পুথির লিপিকরের কতকটা লেখা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"ঠাকুর মাগন সদ্‌গুণ ভাজন
রসিক নাগর রায়।
তাহান আরতি দীনহীন অতি
কবি আলাওলে গাএ॥"

এই ভণিতার সঙ্গে লিপিকর লিখিয়াছেনঃ

সাহা মীর পুরে মছন ঠাকুরে
দিলেক লেখিতে পুথি
হাজারির খীলে দেখিয়া আছলে
লেখিলুং অক্ষর গতি॥
হিন্য ওআসীল পণ্ডিত কামীল
ভাবের সমুদ্রে পড়ি।
এখেলা মনরে বুজাইতে ন পারে
পাকল (পাগল) মনাই লই মরি॥
কনে (কোন) বা কাহারে বুজাইতে পারে
সকল প্রেমের চোর।
জ্ঞানবন্ত কাছে কিন্তু জ্ঞান য়াছে
লোক মুখে বাক্ষ্য (বাক্য) ভোর।
ভাবি দিলে ২ কহে ওআসীলে
ন চাহ জগতে হিত।
করিয়া সমাধি মন কর সিদ্ধি
বুজিয়া বানিজ রিত

শেষ— তবে জথ রাজা আসি নৃপতি সাক্ষাত।
বিনয় বচনে কহে জোর করি হাত॥
বহু কণ্ট পাই নৃপ বিধি পরসনে।
ধৰ্ম্ম বলে আসিআছ দেশেত আপনে॥
তুমি রহ নিজ পাটে আমি যুদ্ধে জাইব।
কিবা জিতি সাহা সৈন্য নতু প্রাণ দিব॥

৩৫. সুন্দর আরবী লেখা। আদ্যন্ত খণ্ডিত হইলেও বৃহৎ আকার। গ্রন্থের বেশীর ভাগ বর্তমান। পত্রাঙ্ক না থাকায় বাঙ্গলা পুথির সাহায্য ব্যতীত প্রথম দিকে কত পাতা নাই, বলা যায় না। প্রথম দিকে কতকগুলি পত্রের কিয়দংশ একটু একটু ছেঁড়া। ১৮X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বহির আকার। শত বৎসরের কিছু উর্ধ্বকালের লেখা। আলাওলের রচিত। আজ পত্রাঙ্ক নির্দেশ করিয়া আরম্ভ ভাগ ঠিক করিতে পারিলাম না।

"পদ্মাবতী"র বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারে এই পাণ্ডুলিপি খুব কাজে লাগিবে।

৩৬. আলাওল রচিত "পদ্মাবতীর ২০-২১ এবং পত্রাঙ্কহীন কয়েকটি পত্র বিদ্যমান। ১৭X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বই। বয়স শতেক বৎসরের নীচে। কয়েকটি পত্রের ক্রম-নির্দেশ করা সম্ভব হয় নাই।

৩৭. আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৬৮ হইতে ১৫২ ও ১৭০ পত্র বিদ্যমান। আর একটি পত্রের পত্রাঙ্ক নির্দেশ করা যায় না। মধ্যে আবার ৭১, ৭২ ও ৮৮ পত্র নাই। ১৮X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বই। অত্যন্ত জীর্ণাবস্থ। শতেক বৎসরের প্রাচীন। সুপ্রসিদ্ধ কালিদাস নন্দীর হাতের লেখা; সুতরাং বিস্তর অশুদ্ধিপূর্ণ। আলাওলের রচনা। ৬৮ পত্রের আরম্ভ—

ত্বরিত গমনে গেলা নিপতি গোচর।
পাতি আনি দিন নির্প করে।
পরম পুলক অঙ্গ আনন্দ নির্ভরে॥
প্রিয়তমা পত্র সত্য অৰ্দ্ধ দরশন।
হৃদের উপরে থুইল করিয়া জতন॥

১৫২ পৃষ্ঠা হইতে—

সঙ্গীত পঞ্চম শব্দ নারদে কহিল।
সংসারে ত্রিবিধ ভাব প্রচার হইল॥
স্থায়ী আর সঞ্চারী সাত্বিক অনুপম।
কারে কোন ভাব বুঝি শুন তার নাম॥ ইত্যাদি।

৩৮. প্রায় শেষ পর্যন্ত আছে। ১ হইতে ৩৪৬ পৃষ্ঠা বিদ্যমান। মধ্যে ৩-৬ পৃষ্ঠার অভাব। ১৭X১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বই। বয়স শতেক

বৎসরের বেশী নহে। আলাওলের রচিত।

আরম্ভ--- শ্রীযুত নাম। বিচমিল্লা ইত্যাদি।

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
জেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥
করিল পর্ব্বত আদি জোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকট করিল কবিলাস॥

রোসাঙ্গ রাজের "তারিফে" যেখানে ছাপা পুঁথিতে আছে—

"দিল্লী মহারাজ বংশ যদ্যাপি হইল ধ্বংস
নৃপগৃহে হৈলো রাজ্য পাল।"

এই পুথিতে তাহা এইরূপ :—

ছিলিম সাহার বংশ জদ্যাপি হইল ধ্বংস
নৃপতি (বদি) হইল রাজ্য পাল।

এই পাঠই শুদ্ধ পাঠ।

শেষ--- কুমার আদেশে যদি পত্র লই গেল।
সাহাএ শুনিয়া পত্র সম্মুখে আনিল॥
ভালে ভূমিচম্পি পত্র দিলেক আদেশ।
হস্তে লই পড়ি পত্র ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
রত্ন সেন মৃত্যু শুনি দিল্লী

৩৯. সম্পূর্ণ আছে। ৯—২৪৪ পত্রে সমাপ্ত। ১৮X১১ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের বই। হস্তলিপি একটু জটিল ধরণের। ১২১৬ মঘীর লেখা। আলাওলের রচিত।

আরম্ভ—শ্রীযুত।

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
জেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥
করিলা সর্ব্বত্রে আদি জুতি পরকাস।
তার পরে প্রকট জে করিলা আশ্বাস॥

শ্রীজিলেন্ত আনল পোবন জল খিতি।
নানা রঙ্গ শ্রিজিলা করিআ নানা ভাতি॥

রোসাঙ্গ রাজের তারিফে—

ছিলাম সাহার বংস জৈদ্যাপি হইল ধ্বংস
নির্পতি হইল রাজ্য পাল।
রাজ সুখ (ভোগ) মূল কি দিব তাহার তুল
রস ভাগ্যে গোঁআইল কাল॥

শেষ— পদ্মাবতী নাগমতী সেই মরি গেলা।
মাগনেত আলাঅলে বিস্তারি কহিলা॥
এক প্রভু সার আর সকল চঞ্চলা।
মন বাঞ্ছা সিদ্ধি করি পাইল মৃত্যু বালা
নিকৃষ্টের কর্ম্ম সংসারের কাম।
পদ্মাবতী পঞ্চালিকা সমাপ্ত উপাম॥
বুদ্ধি বলে পঞ্চালিকা রচিল সন্ধান।
কহে কবি আলাঅলে করিআ বএআন॥

পদ্মাবতী কীশ্চা সাঙ্গ হইলেক। লেখীতং মাহাং আকবর ওলদে মাহাং জী উকীল সাং মাহাং পুর মৌজে কর্টিকা থানে হাটহাজারি জিলে চাটীগ্রাম পদ্মাবতি কিশ্চা সমাপ্ত হইলে। সন ১২১৬ মগী তাং ১১ মাহে মাগ রোজ মঙ্গলবার।

এখানে একটি অবান্তর কথা বলিতে হইল। ছদ্মনাম কি প্রকৃত নাম জানি না, মুকর্‌র্‌ম হোসেন নামক একজন লোক কোন গোপনীয় বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করতঃ আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন পূর্বক "শীশমহল" নামক মাসিক পত্রে এক প্রবন্ধ লেখেন। তাহার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন,—

"কিন্তু ভেবে আশ্চর্য লাগে, এমন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কি করে লিখতে পারলেন যে, সম্রাট আলাউদ্দীন রাণী পদ্মিণীর চিতা প্রণাম করেছিলেন। হস্তলিখিত পুঁথির ছিন্ন পাতার উপর নির্ভর করে একজন মুসলমান সম্রাট সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে কতখানি শোভন হয়েছে, তা বিচার্য্য।" এ লোকটা

যে "পদ্মাবতী" কখনও চক্ষে দেখেন নাই, তাঁহার এই লেখা হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। পাঠকগণকে তাহা পরে দেখাইতেছি। আমাদের "আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক গ্রন্থে আমরা লিখিয়াছি,— "ইহার সাতমাস পরে রাজা (রত্নসেন) দেহ-ত্যাগ করেন এবং তাঁহার দুই রাণী সহমৃতা হইলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীশ্বর পুনরায় যুদ্ধ সজ্জা করিয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু সেখানে যাইয়া যখন পদ্মাবতীর চিতা-ধূম্র দেখিলেন, তখন তাঁহার দুঃখের পরিসীমা রহিল না। তিনি অগত্যা পদ্মাবতীর চিতা প্রণাম করিয়া ক্ষুন্ন মনে দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন।" লোকটার প্রাগুদ্ধৃত মন্তব্যে আমাদের উপরোক্ত লেখাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। পাঠকগণকে আমি দেখাইব, আলাওল নিজেই ঐরূপ কথা লিখিয়া গিয়াছেন,—আমরা শুধু তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছি মাত্র। যেই ছাপা "পদ্মাবতী" মাত্র এই লোকটির সম্বল, তাহাতে কথাটা কিরূপ ছাপা আছে, এই দেখুন :

"চিতারে ছালাম করি দিল্লিশ্বর গেলা ফিরি
পুস্তকের এহি বিবরণ,।"

"চিতারে ছালাম করি দিল্লীশ্বর গেলা ফিরি
পোস্তকের এহি বিবরণ।"

সুতরাং "হস্তলিখিত পুথির ছিন্ন পাতার উপর নির্ভর করিয়া" আমি উক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছি, লেখকের এই কথার মূলে কোন সত্য নাই এবং ঐরূপ লেখার জন্য আমি দায়ীও নহি। আলাওল ঐরূপ কথা লিখিয়া স্বীয় দেশ কালের রীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন। শুধু আলাওলের সময়ে কেন, তাহার অনেক কাল পরে পর্যন্ত মুসলমান সমাজে বহু অনৈসলামিক ক্রিয়া কলাপ প্রচলিত ছিল এবং তালাস করিলে এখনও এরূপ লোকাচার দেশ মধ্যে অনেক দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। প্রাচীনকালের ইতিহাস অবগত থাকিলে লেখক কখনও মূর্খের মত এমন কথা লিখিতে পারিতেন না।